No. 501.

বামাবোধিনী পত্রিকা

BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৪৩ বর্ষ। ৫০১ সংখ্যা। { বৈশাখ, ১৩১২। মে, ১৯০৫। } ৮ম কল্প। ২য় ভাগ।

*বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ
শু	সো	বু	সো	বৃ	র
৩১	৩১	৩২	৩১	৩১	৩১
†এ	মে	জুন	জু	আ	সে
‡১৪	১৫	১৫	১৭	১৭	১৭
শ	সো	বু	বৃ	ম	শু
৩০	৩১	৩০	৩১	৩১	৩০
র	বৃ	শু	সো	ম	বৃ

সংক্ষিপ্ত নূতন পঞ্জিকা।

বঙ্গাব্দ ১৩১২ সাল।

ইং ১৯০৫—১৯০৬।

শকাব্দা ১৮২৭।

সংবৎ ১৯৬২—১৯৬৩।

ব্রাহ্মাব্দ ৭৬—৭৭।

কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
বৃ	শু	শ	র	ম	বৃ
৩০	২৯	২৯	৩০	৩০	৩০
অ	ন	ডি	জা	ফে	মা
১৮	১৭	১৬	১৪	১৩	১৫
র	ম	শু	সো	বৃ	বৃ
৩১	৩০	৩১	৩১	২৮	৩১
ম	বৃ	র	বৃ	বৃ	শ

[illegible]	সো	বু	সো	বৃ	র
শ	ম	শু	ম	শু	সো
র	বু	শ	বৃ	শ	ম
সো	বৃ	র	বৃ	র	বু
ম	শু	সো	শু	সো	বৃ
বু	শ	ম	শ	ম	শু
বৃ	র	বু	র	বু	শ

§১	৮	১৫	২২	২৯
২	৯	১৬	২৩	৩০
৩	১০	১৭	২৪	৩১
৪	১১	১৮	২৫	৩২
৫	১২	১৯	২৬	
৬	১৩	২০	২৭	
৭	১৪	২১	২৮	

বু	শু	শ	র	ম	বৃ
বৃ	শ	র	সো	বু	শু
শু	র	সো	ম	বৃ	শ
শ	সো	ম	বু	শু	র
র	ম	বু	বৃ	শ	সো
সো	বু	বৃ	শু	র	ম
ম	বৃ	শু	শ	সো	বু

	বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ
শুঃ এঃ,	৩	১,৩০	২৯	২৬	২৪	২৩
পুঃ,	৬	৪	৩	৩০	২৮	২৭
কৃঃ এঃ,	১৭	১৫	১৫	১২	১০	৯
অ,	২১	২০	১৮	১৬	১৪	১২

শুঃ এঃ-শুক্ল একাদশী, পুঃ-পূর্ণিমা। কৃঃ এঃ-কৃষ্ণ একাদশী, অঃ-অমাবস্যা।

* ৬ই বৈশাখ বুধবার ও ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার পূর্ণিমা। ২১শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার ও ২০শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার অমাবস্যা।

* বৈ-বৈশাখ শুক্রবার আরম্ভ ও ৩১এ শেষ।

† এ-এপ্রেল শনিবার আরম্ভ, ৩০এ রবিবার শেষ।

‡ ১৪ই এপ্রেল ১লা বৈশাখ, ১৫ই মে ১লা জ্যৈষ্ঠ ইত্যাদি।

§ ১লা বৈশাখ শুক্রবার, ২রা শনিবার ইত্যাদি। ১লা জ্যৈষ্ঠ সোমবার, ২রা মঙ্গলবার ইত্যাদি।

বৈ-শুক্র-১, ৮, ১৫, ২২, ২৯। জ্যৈ-সোম-১, ৮, ১৫, ২২, ২৯।

এক এক দিকে ৬টী করিয়া দুই দিকে ১২টী স্তম্ভে ১২ মাসের গণনা।

	কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
শুঃ এঃ,	২১	২১	২২	২৩	২২	২২
পুঃ,	২৬	২৫	২৬	২৭	২৬	২৬
কৃঃ এঃ,	৭	৭	৭	৮	৭	৬
অঃ,	১১	১০	১১	১১	১১	১০

* পরীক্ষা-৭ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার কৃষ্ণ একাদশী ও ২১এ কার্ত্তিক মঙ্গলবার শুক্ল একাদশী।

এইরূপ মধ্য স্তম্ভের সংখ্যার সহিত মাস এবং বারের স্তম্ভ মিলাইয়া লইলে মাস, বার ও তিথি ঠিক্ হইবে।

নববর্ষ।

এস নববর্ষ! নব বেশ ধরি,
দেব-দূত বলে তোমারে আদরি।
দেখিতে দেখিতে হবে পুরাতন,
করিবে নীরবে শেষে পলায়ন।
বল বল বল কোন্ সমাচার
ধরাতলে এলে করিতে প্রচার?

২

তোমার অগ্রজ পুরাণ বরষ
এসেছিল লয়ে উদ্যম হরষ;
মুখে আলো-কণা—পশ্চাতে আঁধার,
কে জানিত তার এ কপটাচার?
"মৃত্যু" "মৃত্যু" "মৃত্যু" করি ঘণ্টাধ্বনি,
মারি কোটি কোটি, মরিল আপনি!

৩

জীবনের নেতা কত গুরুজন,
আজনম সাথী সুহৃদ্ সুজন,
প্রাণাধিক-প্রিয় স্নেহের পুতুলি,
হরিল সবারে চখে দিয়ে ধূলি।
এক গ্রাম-দেশ-ধরণী-নিবাসী,
কত সহচরে লইয়াছে গ্রাসি!

৪

এ মৃত্যুর মাঝে বরষ নবীন!
দুর্দ্দিনে তুমি কি দেখাবে সুদিন?
মোচন করিয়া অমৃতের দ্বার,
মৃত্যু শোক ভয় করিবে সংহার?
অমৃতের সাথে করা'য়ে মিলন
অমৃত অক্ষয় করিবে জীবন?

৫

রোগ শোক জরা ধরার প্রকৃতি,
ক্ষয় বিবর্ত্তনে সবার বিকৃতি!
জন্ম যে লয়েছে মরিবে নিশ্চয়,
ইন্দ্রিয়-গোচর, পাবে সব লয়!
স্থূলের অতীত সূক্ষ্ম সারাৎসার,
পার যদি বল তত্ত্ব কিছু তাঁর।

৬

নববর্ষ! তুমি বেদিয়ার প্রায়
ভেল্কি দেখাও ভুলাতে আমায়।
মরাগাছে শোভে পত্র সুশোভন,
সুগন্ধে পূরিত মলয় পবন,
নাচে গায় পাখী বসি শাখীপরে,
ধরাতল যেন স্বর্গ-শোভা ধরে।

৭

এ কুহক তব রবে কত দিন?
উজ্জ্বল আকাশ হইবে মলিন,
ঝটিকা করকা হিমানী অশনি
অপেক্ষিছে পুনঃ নাশিতে ধরণী।
ধরিবে যতই বেশ পুরাতন,
কুহক তোমার হবে অদর্শন।

৮

অনেক বরষ গত হ'ল হায়!
এ কুহকে প্রাণ ভুলিতে না চায়।
বাহিরে চাক্‌চিক্য অন্তর অসার,
অনিত্য অসত্য সব ফক্কিকার।
ইহা লয়ে হবে তোমার মরণ,
আমারে মারিতে কেন আকিঞ্চন?

৯

জান যদি বল কোথা সেই লোক,
নিত্য শোভা যথা ভাসে নিত্যালোক ?
নাহি অন্ধকার, নাহি পুরাতন,
চিরস্থায়ী যথা জীবন যৌবন,
মৃত্যুর যথায় নাহি অধিকার,
নাহি শোক তাপ ভাবনা বিকার ?

১০

জান যদি বল কোথা সেই জন,
ধ্রুব সত্য বিভু নিত্য নিরঞ্জন,
দিন রাতি মাস ঋতু সংবৎসর
যাঁহার আদেশে ঘুরে নিরন্তর ;
দেশ-কালাতীত দেশে আর কালে
সেথান মহিমা থাকি অন্তরালে।

১১

আয়ুর কারণ জানি দেবগণ
জীবন্ত জাগ্রত চেতন-চেতন,
ভজেন, অমৃতে দিয়া মনঃ প্রাণ,
তাই দিব্য লোকে তাঁহাদের স্থান।
তাই জরা মৃত্যু করি পরাজয়,
অজর অমর তাঁহারা অভয়।

১২

ধন্য শত ধন্য বলিব তোমায়,
যদি নববর্ষ তোমার কৃপায়
হয় এ হৃদয় পূর্ণমনোরথ,
মৃত্যু ছাড়ি পাই অমৃতের পথ।
অমৃতের সনে চির-সম্মিলনে
হব মৃত্যুঞ্জয় জীবনে মরণে।

নববর্ষের ব্রত নিয়ম।

আমাদের ১লা বৈশাখ, ইংরাজের ১লা জানুয়ারি ও মুসলমানের নৌরোজ দিবসে নববর্ষের আরম্ভ ও উৎসব হইয়া থাকে। কিন্তু আর সকল জাতির অপেক্ষা ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর নববর্ষের উৎসব ধর্ম্মময় ও সাধন প্রকৃষ্ট সাধন। উহাঁদের সকল কার্য্যের মূলে পরোপকার ও দান-প্রধান অনুষ্ঠান এবং তাহা এমন সুন্দর প্রণালীতে নিবদ্ধ করা হইয়াছে যে, ধনী দরিদ্র মধ্যবিত্ত সকলে স্ব স্ব ক্ষমতানুযায়ী ব্যয়বসন করিতে পারেন। বিশ্বরাজ-গঠিত সুখসৌন্দর্য্যপূর্ণ ধরা এত সুন্দর যে, মানব ইহা পরিত্যাগ করিয়া গেলেও আবার এখানে আসিবার কামনা করে। এমন মধুর বন্ধনে পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগ্নী স্বামী স্ত্রী ও পুত্র কন্যা মায়া মমতায় মুগ্ধ যে, আজীবন ভোগ করিয়াও অতৃপ্ত; পুনরায় পরলোকবাসীদিগের প্রীতি-কামনায় কত সদনুষ্ঠান করেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। ভগবান্ নিজে সুন্দর বলিয়া তাঁহার সৃষ্টি এত শোভাময়ী! মানবজীবনে শত শত স্নেহ-প্রস্রবণ উচ্ছ্বসিত; ভক্তি প্রীতি শ্রদ্ধানুযায়ী কত কামনা বাসনা জাগরিত হয় ও ইহপরকালের মঙ্গল উদ্দেশে কত অনুষ্ঠান হয়! চৈত্র-সংক্রান্তি প্রারম্ভিক অনুষ্ঠানের দিন। সে দিন বিধিমত পিতৃ-

পুরুষদের শ্রাদ্ধতর্পণপূর্ব্বক জলদানের ব্যবস্থা হয়। গ্রীষ্মের প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমান্বয় জলদানে কত মহোপকার সাধিত হয়, ইহা কে না জানেন? এই জন্ম প্রত্যেক গৃহে জলদান হয় না বটে, কিন্তু পরলোকবাসিগণের উদ্দেশে হিন্দু-গৃহে যে কলসী উসর্গ করা হয়, তাহা কি একটি সুন্দর প্রণালী নহে? কেহ কেহ সমস্ত বৈশাখ মাস ব্রাহ্মণগৃহে নানা উপচারে জলপূর্ণ ঘট পাখা প্রভৃতি দান করিয়া থাকেন। এইরূপ আরও অনেক প্রকার দান ধর্ম্ম চৈত্র সংক্রান্তির দিন হইতে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

যদিও অধুনা সে সকল কুসংস্কারস্বরূপ গণ্য হইতে চলিয়াছে, কিন্তু এইরূপ অনুষ্ঠানে আদান প্রদান ও প্রীতিভোজে পরস্পরের সখ্যতা বর্দ্ধিত হয় বলিয়া বোধ হয়। আমাদের এই পরিবর্ত্তন-বহুল যুগে শিক্ষিতা মহিলাদিগের মধ্যে এ সকল অনুষ্ঠান আরও উৎকৃষ্টরূপে সংশোধিত হইয়া প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত, নতুবা প্রাচীন নীতিগুলি কালে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। বঙ্গরমণীগণের মধ্যে যে সকল আচরণ ধর্ম্মপালনের নিমিত্ত প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহার মূল উদ্দেশ্য বিচার করিয়া প্রতিপালন করিলে আমাদের শিক্ষণীয় বস্তু অনেক পাওয়া যাইতে পারে। বিধবা-গণের জন্য সংযম ও শুদ্ধতা অভ্যাসের নিমিত্ত উপবাসাদি অনুষ্ঠিত হয়। সধবা-গণের মধ্যেও বিনয়, নম্রতা শিক্ষা এবং আদর যত্ন ও সম্মানপূর্ব্বক বন্ধু অতিথি অভ্যাগতবর্গকে সেবার নিমিত্ত নানা আকারে ব্রতাদি সংসাধিত হয় অথচ উহার মধ্যে এমন একটি স্বার্থ সংলগ্নীকৃত হইয়াছে যে, ব্রতধারিণী সোৎসাহে সানন্দে আপনা আপনি উদ্যোগী হইয়া কার্য্য করিয়া থাকেন।

দুঃখের বিষয় প্রাচীন রীতিনীতিগুলির সংস্করণ না হইয়া বিলোপ হইতে চলিয়াছে। আমরা নববর্ষের উৎসবের মধ্যে দানযজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করিয়া পরম দেবতার কল্যাণবিধি পূর্ণ করিতে যেন সম্পূর্ণ উদ্যোগী হই। ভারতে আর্য্য-মহিলা-কীর্ত্তি পুনরায় জাগরিত হয়, ইহাই নববর্ষের দিনে আন্তরিক প্রার্থনা।

শ্রীনি—দেবী।

নববর্ষের পঞ্চবিংশ চিন্তা।

যস্মাদর্ব্বাক্ সংবৎসরোঽহোভিঃ পরিবর্ত্ততে।
তং দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতেঽমৃতং॥১

যাঁহার শাসনে অহোরাত্র দ্বারা সংবৎসর পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে, সেই জ্যোতির জ্যোতি অমৃত এবং সকলের আয়ুর কারণ পরব্রহ্মকে দেবতারা নিয়ত উপাসনা করেন॥ ১

তরবোঽপি হি জীবন্তি জীবন্তি মৃগপক্ষিণঃ।
স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি॥ ২

বৃক্ষ সকল জীবন ধারণ করিতেছে,

পশুপক্ষীরাও জীবনধারণ করিতেছে, যিনি ব্রহ্মমননে জীবিত, তিনিই যথার্থ জীবিত ॥২

প্রাপ্য চাপ্যুত্তমং জন্ম লব্ধ্বা চেন্দ্রিয়সৌষ্ঠবম্।
ন বেত্ত্যাত্মহিতং যস্তু সভবেদাত্মঘাতকঃ ॥ ৩

উত্তম মানবজন্ম লাভ করিয়া ও ইন্দ্রিয়-সৌষ্ঠব প্রাপ্ত হইয়া যে আপনার হিত না জানে, সে আত্মঘাতী হয় ॥ ৩

একাকী চিন্তয়েন্নিত্যং বিবিক্তে হিতমাত্মনঃ।
একাকী চিন্তয়ানোহি পরং শ্রেয়োহধিগচ্ছতি ॥ ৪

একাকী নির্জনে প্রতিদিন আপনার হিত চিন্তা করিবে। একাকী আত্মহিত চিন্তা করিলে পরম মঙ্গল লাভ হয় ॥ ৪

কৃত্বা পাপং হি সন্তপ্য তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
নৈব কুর্য্যাং পুনরিতি নিবৃত্তে পূয়তে তু সঃ ॥ ৫

পাপ করিয়া সন্তপ্ত হইলে সেই পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। "এরূপ কর্ম্ম আর করিব না" এই বলিয়া যে ব্যক্তি পাপ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হয়, সেই ব্যক্তি পবিত্র হয় ॥ ৫

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥ ৬

হে পার্থ, ব্রহ্মে আত্মার যোগস্থাপনকে ব্রাহ্মী স্থিতি বলে, এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে আর মোহে মুহ্যমান হইতে হয় না। অন্তকালেও এই স্থিতি লাভ করিলে মুক্তিলাভ হয় ॥ ৬

সত্য সত্যই তোমাকে বলিতেছি, মানব পুনর্জাত না হইলে ঈশ্বরের রাজ্য দেখিতে পায় না। ৭

পিতা মাতার ঔরসজাত সন্তান পশু, ঈশ্বরজাত সন্তানই দেবতা। ৮

যে প্রেমিক সে ঈশ্বরজাত।৯

সত্যপরায়ণ ব্যক্তি ঈশ্বরজাত।১০

পবিত্রহৃদয় ব্যক্তি ঈশ্বরজাত।১১

সৎকর্ম্মনিরত লোক ঈশ্বরজাত।১২

যে ব্যক্তি ঈশ্বরজাত, তাহার মতি অসত্য, অন্যায় ও অধর্ম্মের দিকে যায় না। ১৩

যে ঈশ্বরজাত, সে ধর্ম্মদ্বারা সংসারকে পরাজয় করে। ১৪

যে ঈশ্বরজাত, সে ব্রহ্মতেজে রিপুকুলকে ভস্মসাৎ করে। ১৫

যে ঈশ্বরজাত, সে ঈশ্বরে বাস করে, ক্রীড়া করে এবং জীবনের সমুদায় আনন্দ ভোগ করে। ১৬

সংসারের স্রোতে গা ঢালিয়া চলিও না, কিন্তু আত্মাকে সংসারের প্রতিকূল-গামী হইতে শিক্ষিত কর। ১৭

সংসার তোমাকে যেন তাহার অনুগত না করে, কিন্তু তোমার আত্মার দেব-ভাব দ্বারা সংসারকে পরিবর্ত্তিত ও রূপান্তরিত কর। ১৮

দ্বিজাত ব্যক্তি নিত্য নূতন ভাবে থাকিবার পথ পান। ১৯

ব্রহ্মাগ্নির সহিত যাঁহার প্রাণ সংযুক্ত, তিনি সর্ব্বদা ব্রহ্মতেজে তেজীয়ান্। ২০

ঈশ্বরবিশ্বাসী চির-আশান্বিত, চির-উৎসাহবান্ ও চির-উন্নতিশীল। ২১

ঈশ্বর জীবদিগকে অতি সুন্দর, অতি মহৎ ও উন্নতিশীল করিয়া সৃজন করিয়াছেন—সে এই জন্য যে তাহারা পৃথিবীকে উন্নতিশীল করিবে, পুরাতন

হইতে দিবে না, মৃত হইতে দিবে না, দূষিত ও পূতিগন্ধময় হইতে দিবে না, কিন্তু চির-জীবন্ত করিবে, চির-লাভজনক করিবে এবং ইচ্ছাস্বরূপ সুন্দর রাজ্যে পরিণত করিবে। এই জন্য যে মৃত ব্যক্তিরা পুনরুত্থান করিবে এবং জীবিতেরা সেই অমরত্ব লাভ করিবে যাহা দ্বারা ইচ্ছানুসারে পৃথিবীকে উন্নত করিতে পারে।

"যদ্দুস্তরং যদ্দুরাপং যদ্দুর্গং যচ্চ দুষ্করং।
তৎসর্ব্বং তপসা সাধ্যং তপোহি দুরতিক্রমং॥"

যাহা দুস্তর, যাহা দুষ্প্রাপ্য, যাহা দুর্গম এবং যাহা দুষ্কর, সে সমস্তই তপস্যা-সিদ্ধ। তপস্যাকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। ২২

জীবন ক্রমোন্নতির অবস্থা, যেখানে উন্নতি নাই, সেখানে জীবন নাই—মৃত্যু উপস্থিত হইয়াছে জানিতে হইবে। ২৩

"আত্মপ্রভাবাৎ দেবপ্রসাদাৎ" আত্ম-প্রভাব ও দেবপ্রসাদে সকল সুসিদ্ধি লাভ হয়। সাধুসঙ্কল্পের সহায় ঈশ্বর। ২৪

ঈশ্বর চিরকরুণাময়, অবিশ্বাসী ভিন্ন আর কেহই তাঁহার করুণায় নিরাশ হয় না। ২৫

সাময়িক প্রসঙ্গ।

প্রাদেশিক সমিতি—গত ৯ই ও ১০ই বৈশাখ ময়মনসিংহে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। বঙ্গদেশের নানাস্থানের ২০০০ প্রতিনিধি উৎসাহের সহিত ইহাতে মিলিত হন। কৃষিজীবী অনেক ছিলেন।

কৃত্রিম দুগ্ধ—ভারতে গো বংশ ক্রমে নির্ব্বংশ হইয়া খাঁটি দুগ্ধের যেমন অভাব দাঁড়াইতেছে, তেমনি বিলাত হইতে কৃত্রিম ঘন দুগ্ধ আসিয়া তাহার স্থান পূর্ণ করিতেছে। গত বৎসর ১০ লক্ষ পাউণ্ড দুগ্ধ আসিয়াছিল; এ বৎসর ১২ লক্ষ পাউণ্ড দুগ্ধ আসিয়াছে।

রুষ জাপ যুদ্ধ—মুকডেনের মহা-যুদ্ধের পর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ চলিতেছে, তাহাতে রুষেরাই ক্রমশঃ হটিতেছে। বল্টিক বহর নিঃশব্দে পূর্ব্ব উপদ্বীপের নিকট পঁহুছিয়াছে। জাপ যুদ্ধজাহাজ সন্ধান লইতেছে। চীনের দক্ষিণে জলযুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা।

দুর্ভিক্ষে সাহায্য—বাবু জয়গোবিন্দ লাহা বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগের সাহায্যার্থ গবর্ণমেণ্টের হস্তে ১ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। তাঁহার নামে এক ফণ্ড স্থাপিত হইয়া ইহাদ্বারা এদেশের দুর্ভিক্ষগ্রস্ত লোকদিগের সাহায্য করা হইবে। ইনি রাজোপাধি পাইবার যোগ্য।

হানিমান স্মৃতিসভা—গত ৩০এ মার্চ্চ কলিকাতা বিজ্ঞানসভার গৃহে হোমিওপেথির প্রবর্ত্তক হানিমানের

স্মরণার্থ সভা হয়। ডাক্তার হরনাথ রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

ডাক্তার পি, সি, রায়—ডাক্তার জগদীশ চন্দ্র বসুর ন্যায় ডাক্তার পি, সি, রায় বিলাত ও ইউরোপের নানাস্থানে পণ্ডিতসমাজের মধ্যে তাঁহার গবেষণা-শক্তির পরিচয় দিয়া সুখ্যাতি লাভপুর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। এইরূপ সুসন্তান সকল দ্বারা ভারতমাতা গৌরবান্বিত হউন।

উত্তর পশ্চিমে ভূমিকম্প—পৃথিবীর সর্ব্ব স্থানের গবর্ণমেন্ট ও প্রধান প্রধান লোক ইহার জন্য সহানুভূতি তারযোগে রাজপ্রতিনিধির নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। সাহায্য-ফণ্ডে লর্ড রথচাইল্ড ৩০ হাজার টাকা এবং লর্ড কর্জ্জন স্বয়ং ১০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন, আরও টাকা উঠিতেছে। লেডি কর্জ্জন ক্ষতিগ্রস্ত ইউরোপীয় ও দেশীয় সৈনিকদিগকে অতিথিরূপে গ্রহণ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন।

রাজসংবাদ—ইংলণ্ডের যুবরাজ সস্ত্রীক আগামী নবেম্বর ভারতদর্শনার্থ আসিবেন। সম্প্রতি তিনি পীড়িত হওয়াতে তাঁহার অস্ত্র-চিকিৎসা চলিতেছে। বিধাতা তাঁহাকে শীঘ্র নীরোগ করুন!

কাবুল মিশন—ইহা নিরাপদে সিমলায় প্রত্যাগত হইয়াছে।

শুক-বিদ্যালয়—আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া নগরে এক রমণী এক বিদ্যালয় খুলিয়াছেন, তাহাতে তোতা পাখীদিগকে ফনোগ্রাফদ্বারা কথা কহা শিখান হইতেছে।

পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ।

মহাভারতে রাজা পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপের এক উপাখ্যান আছে। রাজা পরীক্ষিৎ বনমধ্যে মৃগয়া করিতে গিয়া বড়ই তৃষ্ণার্ত্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়েন। এক মুনি সেই স্থানে তপস্যা করিতেছিলেন; রাজা তাঁহার নিকট জল চান। মুনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য, তাঁহার কথা শুনিতে পাননাই। রাজা মনে করিলেন, মুনি তাঁহাকে অবজ্ঞা করিলেন। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া নিকটে একটা সর্পের খোলস পড়িয়াছিল, মুনির অপরাধের প্রতিবিধানার্থ তাহাই তাঁহার গলদেশে জড়াইয়া দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। এই মুনির পুত্র শৃঙ্গী বড়ই কোপন-স্বভাব। তিনি পিতার অপমানে মর্ম্মাহত ও কুপিত হইয়া অভিসম্পাত করিলেন "যে ব্যক্তি পিতার গলায় সাপের খোলস জড়াইয়াছে, তক্ষক সর্পের দংশনে সপ্তাহ পরে তাহার মৃত্যু হইবে।" রাজা পরীক্ষিৎ এই দারুণ সংবাদ পাইয়া ম্রিয়মাণ হইলেন, কিন্তু ইহা বিধিলিপি এবং তাঁহার অপরাধের উপযুক্ত দণ্ড, বিবেচনা করিয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত

হইতে লাগিলেন। "আমি নিশ্চয়ই সপ্তাহান্তে মরিব, এখন এই অল্প সময়ের মধ্যে মুক্তিলাভের উপায় কি?" এই সম্বন্ধে মন্ত্রী, গুরু এবং সভাস্থ পণ্ডিতদিগের পরামর্শ লইয়া স্থির করিলেন জীবন্মুক্ত শুকদেবের নিকট ভগবৎ-মাহাত্ম্য অনন্য-মনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া শ্রবণ করিবেন। তিনি পুত্র জন্মেজয়কে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া আহার নিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবৎ-তত্ত্ব শ্রবণ করিতে লাগিলেন। কথিত আছে, ইহাতেই ভক্তিরসপূর্ণ ভাগবত পুরাণ রচিত হয় এবং পরীক্ষিৎ ভাগবত শ্রবণফলে ভগবৎপ্রেমে পূর্ণ হইয়া আনন্দচিত্তে মস্তক পাতিয়া তক্ষকের দংশন গ্রহণপূর্ব্বক পুণ্যলোকে চলিয়া যান।

পরীক্ষিতের ন্যায় আমরা প্রত্যেক ব্যক্তি কি ব্রহ্মশাপগ্রস্ত নই? "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ"—যে জন্মিয়াছে, সে নিশ্চয়ই মরিবে, এইত বিধাতার বিধি; সুতরাং ইহাই প্রত্যেক মানবের পক্ষে ব্রহ্মশাপ। পরীক্ষিৎকে যেমন তক্ষক দংশন করিয়াছিল, কালরূপ সর্প সেইরূপ আমাদের প্রত্যেককে দংশন করিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। তবে পরীক্ষিতের যেমন স্থির ছিল, সপ্তাহ পরে সর্প আসিয়া দংশন করিবে, সাত দিন প্রস্তুত হইবার সময় তাঁহার হাতে ছিল, আমাদের মৃত্যুর জন্য সেরূপ কিছু নিশ্চয়তা নাই। "কোহি জানাতি কস্যাদ্য মৃত্যুকালো ভবিষ্যতি"—কে বলিতে পারে আমাদের মধ্যে অদ্যই কাহার মৃত্যু হইবে? আমাদের পক্ষে মৃত্যু যখন এরূপ অনিশ্চিত, তখন পরীক্ষিতের ন্যায় আমরাও কেন বলি না "আমাকে ত মরিতে হইবে, এখন মুক্তিলাভের উপায় কি করি।" আমাদের এ মনুষ্য-জন্ম কি পশু পক্ষীর ন্যায় আহার বিহারে কাটাইবার জন্য? আমাদের কি মুক্তির প্রয়োজন নাই? ভগবৎপ্রেম লাভে জীবন পবিত্র করিতে পারিলে কালসর্প মৃত্যুকে সুখে আলিঙ্গনপূর্ব্বক অমরলোক পুণ্যধামে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। তাহা না হইলে আমরা ভয় শোক ও দুঃখের অধীন এবং কৃপাপাত্র অতি দীন।

এই পৃথিবীতে তিন শ্রেণীর মানব দেখিতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর লোক মৃত্যুর বিষয় আদৌ চিন্তা করে না। তাহারা মনে করে এই পৃথিবী চির-বাসস্থান এবং এখানকার ধন মান সুখ সম্পদ—ইহাই জীবনের সর্ব্বস্ব। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক মনে করে মৃত্যু আসিবে বটে, কিন্তু তাহা অনেক দূরে। আর সকলে আগে মরিবে, আমি শেষে মরিব। এই দুই শ্রেণীর লোক আত্ম-প্রতারিত হইয়া বিষয়ভোগে রত হয় এবং যখন মৃত্যু দ্বারা আক্রান্ত হয়, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইবার আদৌ অবসর পায় না। কিন্তু আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহাদের সংখ্যা অল্প; তাঁহারা ভাবেন মৃত্যু আসন্ন, মৃত্যু এ সংসারের সকলি নিমেষে হরণ করিয়া লইবে; পরলোকের সম্বল কি করিলাম? ইহাঁরা বিবেক ও বৈরাগ্য

অবলম্বনপূর্ব্বক অনিত্য সুখের আসক্তিকে বর্জ্জন করেন এবং অহোরাত্র নিত্য ধন-পুণ্য উপার্জ্জনের জন্য যত্নবান্ হইয়া থাকেন।

ঠিক্ ভাবিয়া দেখিলে মৃত্যু কেবল আসন্ন নহে, কিন্তু ইহা নিয়ত আমাদিগকে ঘেরিয়া রহিয়াছে। এই সংসার মৃত্যুরই রাজ্য এবং এখানে ভোজ্য ভোগ্য সকল বস্তুকেই কালসর্প নিয়ত দংশন করিতেছে। এখানকার ভূমি, ধন জন রাজ্য সম্পদ এমন কি আছে, যাহা মৃত্যু কামড়াইয়া কামড়াইয়া উচ্ছিষ্ট ও বিষাক্ত করিয়া দিতেছে না? এই বিষাক্ত বস্তু সকল যাহারা সেবন করিবে, তাহারা যে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিবে তাহার সন্দেহ কি? সর্পদষ্ট একটী পক্ক ফল পাইলে মনুষ্য সাবধান হইয়া তার লোভ পরিত্যাগ করে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য যে, বিষয়-ফল কালসর্প দংশনে সর্ব্বদা বিষাক্ত, তথাপি তাহার ভোগ-লালসা আমরা পরিত্যাগ করিতে পারি না।

রাজা পরীক্ষিতের দৃষ্টান্ত সর্ব্বদা আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। মৃত্যু নিকটস্থ জানিয়া সংসারের ভোগাসক্তি যেন আমরা খর্ব্ব করিতে পারি এবং অনন্যমনে ভগবৎপ্রেমসুধারস পান করিয়া যেন মুক্তির অধিকারী হইতে পারি। বিষয়ের রস যেরূপ মৃত্যুর কারণ, ভগবৎ-প্রেমসুধারস সেইরূপ মৃত্যুকে বিনাশ করিয়া অমৃত জীবন প্রদান করে। ঈশ্বর-প্রেমিক ভক্তগণ অমর ও অভয় পুরুষের আশ্রয়ে চির দিন অমর ও অভয়।

অমলা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

"সাগরসঙ্গম-আশে চলে স্রোতস্বিনী।"

মহিমচন্দ্র জাগ; তোমার দুইটী গৃহ-লক্ষ্মী আজি বনদেবী হইতে চলিল। আহা! অকপট প্রণয় এইরূপই বটে। যাঁহারা কখন অন্দরের বাহির হন নাই, যাঁহারা কখনও বনপথে বিচরণ করেন নাই, যাঁহাদের অঙ্গ কখনও বস্ত্র ও অলঙ্কার ভিন্ন অন্য দ্রব্যের ভার বহন করে নাই, আজি তাঁহারাই গভীর নিশীথকালে গৃহের বাহির হইয়া,—ব্যাঘ্র ভল্লুককে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, তাঁহাদের জীবনের শেষ ব্রত উদ্‌যাপনের আয়োজন সামগ্রী মস্তকে লইয়া রণরঙ্গিণী-বেশে নিবিড় অরণ্য-পথ দিয়া চলিতেছেন।

অনতিদূরেই ভৈরবী নদীর তীর; কূলে নৌকার অভাব নাই; একটী বজরা ভাড়া করিয়া অমিয় ও অমলা কমলে কামিনীর ন্যায় জোয়ারের জলে দোদুল্যমান নৌকায় উপবিষ্ট হইয়া চলিতে

লাগিলেন। কিন্তু হায়! তাঁহারা যে কোনও উপযুক্ত স্থানে নৌকা হইতে অবতরণ করিবেন, নিকটে এমন স্থান পাইলেন না। অবশেষে রাত্রি প্রায় সাড়ে চারিটার সময় জঙ্গলবাধালের বসু মহাশয়দিগের পারঘাটে আসিয়া নৌকা লাগিল।

জঙ্গলবাধাল অতি পুরাতন গ্রাম বলিয়া বোধ হয়; দীর্ঘে প্রস্থে প্রায় চারিবর্গ মাইল হইবে। গ্রামটীতে বহু ভদ্রলোকের বাস। ঐ গ্রামের ব্রাহ্মণগণই পূর্ব্বে গ্রামের জমিদার ছিলেন। তাহার পর উহা বসু মহাশয়দিগের হস্তগত হয়। পরিশেষে বসুমহাশয়দিগের পরস্পরের অনৈক্যহেতু আজি দুই তিন বৎসর হইল দশ কুড়ি টাকার জন্য জমিদারী নিলামে বিক্রয় হইয়া যায়। এক্ষণে উহা নড়ালের উদারচেতা জমিদার বাবু হিরণ চন্দ্র রায় মহাশয়ের জমিদারী। গ্রামটীতে যে ৩০।৪০ ঘর বসু কায়স্থ আছেন, তাঁহারা যথার্থ ভদ্রলোক এবং সকলেই কুলীন। যদিও তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই দ্বিবিবাহ বা বহুবিবাহ ঘৃণাজনক বা অশাস্তিকর বলিয়া বোধ করেন না, তথাপি বিদেশীয় পথিকগণকে স্ত্রী-পুরুষ সকলেই অসময়ে আশ্রয় প্রদান করিয়া আত্মীয় কুটুম্বের মত যত্ন অভ্যর্থনা করিতে পারিলে আপনাদিগকে ধন্য মনে করেন।

বজরা বসু মহাশয়দিগের ঘাটে পৌঁছিলে অমিয় ও অমলা অগ্রহায়ণ মাসের নিস্তব্ধ অমাবস্যা নিশায় বনপথ দিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া কুলকামিনীগণের "আসি বলে গেলেন কৃষ্ণ" ইত্যাদি সুমধুর সঙ্গীত ও মধ্যে মধ্যে হুলুধ্বনি শ্রবণ করিতে পাইলেন। তৎক্ষণাৎ অমলা আর অগ্রসর না হইয়া স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অমিয় কহিলেন "বৌদিদি, চলতে চলতে আবার দাঁড়ালে কেন?"

অমলা। স্ত্রীলোকের সঙ্গীত শুনতে পাচ্ছিস না? আবার মাঝে মাঝে হুলুধ্বনি হচ্ছে!

অমিয়। পাচ্ছি বৌদিদি; বোধ হয় কা'রো বিবাহ হচ্ছে; তাতে আমাদের কি?

অমলা। এত নিকটে লোকজন থাকলে আগুন জ্বাললে যদি দেখতে পায়, তা হলে সব দিকেই বিপদ।

অমিয়। তবে কি করবে?

অমলা। চল, ওদের নিকটে গিয়ে কিছু সন্ধান লয়ে আসি। তাড়াতাড়ি চলে এস, রাত্রি বেশি নাই; এরি মধ্যে সব কার্য্য শেষ করতে হবে।

উভয়ে সেই তিমিররাশি ভেদপূর্ব্বক কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিলেন। অজ্ঞাত পথে কণ্টক-বৃক্ষে তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল। যাঁহারা স্বীয় অঙ্গকে হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে আসিয়াছেন, তাঁহারা কণ্টককে ভয় করিবেন কেন? অনতিবিলম্বেই অমিয় ও অমলা কণ্ঠধ্বনি অনুসরণ করিয়া পুরস্ত্রীগণের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া কুলকামিনীগণ

শশব্যস্তে বসিবার আসন প্রদান করিলেন। ক্ষণপরে জনৈকা বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিলেন "মা, তোমরা কে, কোথা যাবে? এত রাত্রে এ অন্ধকার পথ দিয়া কেমন করে এলে!"

অমলা। না মা, আমরা দুজন নই; আমাদের সঙ্গে আরো লোক আছে; শরীরের আরামের জন্য আগুন জ্বালাব, তা আপনাদের কথা শুনতে পেয়ে চাট্টি কাঠের জন্য এসেছি।

বৃদ্ধা। বেশ ক'রেছ মা, বেশ ক'রেছ; এত রাত্রে কোথায় যাবে? যেতে হয় কাল সকালে যেও। এখনও বোধ হয় খাওয়া দাওয়া হয়নি? তোমরা কি জাত?

অমলা। আমরা ব্রাহ্মণ-কন্যা; এত রাত্রে আর খাওয়া দাওয়া করব না।

বৃদ্ধা। তা একটু জল টল না খেলে হয় কি? এখানেও অনেক ভাল বামুনের মেয়ে রয়েছে, আপনাদের যা কিছু আবশ্যক, সব যোগাড় করে দেবে। আপনাদিগকে কিছুই কষ্ট করতে হবে না।

অমলা। না মা, আমরা খাওয়া দাওয়া করেছি; এখন আর কিছুই খাব না। আমরা একাহারী।

বৃদ্ধা। ওটী আপনার কে?

অমলা। আমার ননদ।

বৃদ্ধা। আহা! এত অল্প বয়সে ভগবান্ ওঁর কপাল ভেঙ্গেছেন। আপনারা যদি কিছু না খান, তবে বিছানা করে দিই, একটু ঘুমান; এখনও রাত রয়েছে।

অমলা। না মা, আমাদিগকে এখনি যেতে হবে; নৌকাতেও সব জিনিষপত্র পড়ে আছে। চাট্টি জ্বালানি কাষ্ঠ পেলেই আমাদের বিশেষ উপকার হবে।

বৃদ্ধার মুখ হইতে কাষ্ঠ আনিবার আদেশ নির্গত হইতে না হইতে ১০।১৫ জন স্ত্রীলোক নিজ নিজ গৃহ হইতে কাষ্ঠ আনিয়া উপস্থিত করিলেন।

অমলা আপনার উদ্দেশ্য ভুলেন নাই। তিনি বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "হ্যাঁ মা, তোমাদের এখানটাতে জঙ্গল কিছু কম দেখছি—না?

বৃদ্ধা। কম নয় মা, কম নয়; আপনারা বজরার ভিতর হইতে দেখতে পাননি তাই; জঙ্গলে কি আর পা বাড়াবার যো আছে মা? আজকাল কি আর গাঁয়ে মানুষ আছে; এত বড় গাঁখানা, খুঁজলে তিন চার শত মানুষ বেরোয় কি না সন্দেহ। পূর্ব্বে এই গাঁয়'তে পাঁচ হাজারের উপর লোক বেরুতো; তা আবার সব লোকের মত লোক; সবাই বড় বড় আপিসে সাহেব-বাড়ীতে চাকরী করতো। আজ যদি সে সব লোক থাকতো, তাহলে কি আর জঙ্গলবাধালে জঙ্গল দেখতে পেতে মা। লোকে বাস করবারই জায়গা পেতো না, তাতে আবার জঙ্গল থাকবে কিসে? ওলাউঠাতেই আমাদের সর্ব্বনাশ করলে মা, মাস কতকের মধ্যে গাঁ খানা ধুয়ে নিয়ে গেল; তার উপর আবার ত ম্যালেরিয়া আছেই।

কি করি মা, ঘর দুয়ার ছেড়ে তো আর পালাতে পারি না।

অমলা। যেমনই কষ্ট হ'ক, দেশ কি সহজে ছাড়া যায় মা?

বৃদ্ধা। তাই যদি না হবে, তা হলে কি এত দিন এখানে থাকতুম? এত গেল রোগের জ্বলন; তার উপর আবার কেঁদো বাঘের জ্বালা, সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকতে হয়,—কখন গরু নেবে, কখন ছাগল নেবে, কখন ছেলে নিয়ে টানাটানি করবে, এ এক মহা দুর্ভাবনা। কি করি মা, সারা শীতকালটা ধরে অনেক রাত পর্য্যন্ত টিন বাজাতে থাকি। তাতেও কি আর বাঘ আটকান যায়, কখন যে ফুক্ করে এসে হাজির হয়, তা কি টের পাবার যো আছে মা?

অমলা। পুরুষদিগ্‌কে বলে বনগুলো কাটিয়ে দিলে ত অনেকটা নিশ্চিন্ত হ'তে পার?

বৃদ্ধা। আর মা, কটা কাটাবে বল; আজ কাটিবে, কাল হবে; এত জঙ্গল কাটা কি কম পয়সার খেয়াল? তা আমাদের আর আয় কি বল? কোম্পানীর লোক এক একবার এসে হুজুক তুলে আমাদের তেল নিয়ে আমাদেরই মাথায় বুলিয়ে দিয়ে যায়, তাতেই যা কিছু একটু জঙ্গল কম দেখতে পাচ্ছ। তা না হলে এ গ্রামটীও এত দিন বাসুড়ীর মত হতো।

অমলা। বাসুড়ী কোন্ দিকে?

বৃদ্ধা। ঐ যে মা আপনারা যে ঘাটে নৌকা বেঁধেছ, ঠিক্ তার সোজাসুজি নদীর ওপারের গাঁটাকে বাসুড়ী বলে।

অমলা। ওখানটায় কি জঙ্গল বড় বেশী?

বৃদ্ধা। ওমা, সে কথা আর কয়ে কাজনি। এই বাঘের কথা বললুম, আমাদের গাঁয়ে কি আর বাঘ আছে, যত সব তো বাসুড়ীর বন হতে আমদানি।

অমলা। ওখানে কি লোক জনের বাস নাই?

বৃদ্ধা। আছে বৈ কি মা; তা বেশী জঙ্গল হতে অনেকটা দূরে। ওখানে বনের ভিতর বাঘে ধরলে ঝাড়া একপ্রহর কাল যদি একটা লোক চীৎকার করে, তাহলেও কেউ শুনতে পাবে না। ও বনের কথায় কাজ কি মা? তবু যা হ'ক নদীটা গাঁজ, পানা, পাতাড়ি সেওলাতে বুজে থাকে, তাই কতকটা রক্ষা; বাঘে হঠাৎ ইচ্ছা করলেই সাঁতার কেটে আসতে পারে না।

অমলা। নদীর জলে এত পানা গাঁজ! তাহলে ও জল খাওয়া যায় কি করে?

বৃদ্ধা। আর মা পেটের দায়ে সব চলে। গরীবের কি আর মা বাপ আছে যে দেখবে? ঐ সব পচা জল খেয়েই তো ওলাউঠা আমাদের দেশে বার মাসই লেগে আছে। এই ওলাউঠার হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্য আজ আমরা সারা রাত্রি জাগরণ করে কাল প্রাতে বনদেবীর পূজা দেব। মায়ের পূজা দিলে তবু গাঁটা একটু ঠাণ্ডা হয়।

অমলা। তা হলে তো দেখছি এখানে বাস করা বড় বিপদ।

বৃদ্ধা। সে কথা কি আর বলতে।

অমলা। কি করবে বল মা। ভগবানের খেলা, তিনি যা ইচ্ছা, তাই করতে পারেন। এখানে আমাদের অনেক দেরী হোয়ে'গেল ; তবে মা এখন আসি।

বৃদ্ধা ও অন্যান্য পুরস্ত্রীগণ অতিশয় আগ্রহ করিলেও তাঁহারা তথায় আর অবস্থান করিলেন না। বৃদ্ধা আলো লইয়া অগ্রে অগ্রে যাইতেছেন, তাহার পর অমিয় ও অমলা, সর্ব্বশেষে কুলবালাগণ কাষ্ঠের ছোট ছোট বোঝা লইয়া অমিয় ও অমলার পিছু পিছু সারি বাঁধিয়া চলিতেছেন। যেন তাঁহাদের প্রিয় সঙ্গিনীদিগকে বহুদিনের পরে পাইয়া এখন আর ছাড়িতে ইচ্ছা হইতেছে না।

সকলে আসিয়া পারঘাটে পৌঁছিলে অমিয় ও অমলা বজরায় উঠিলেন ; কাষ্ঠে নৌকা পূর্ণ হইয়া গেল। আহা! অমিয় ও অমলার দেহের আরামের জন্য তাঁহারা মস্তকে বহন করিয়া যে কাষ্ঠ আনিয়াছিলেন, সরলা কামিনীগণ জানেন না যে ইহাতেই অমিয় ও অমলার দেহ ভস্মীভূত হইবে।

নৌকায় উঠিয়া মাল্লাগণকে দাঁড় বাহিতে বলিলে পানা গাজ ঠেলিয়া বহু কষ্টে নৌকা বাসুড়ীর ঘাটে পৌঁছিল। অমিয় ও অমলা নৌকা হইতে অবতরণ করিলে, মাল্লাগণ নৌকাস্থিত কাষ্ঠরাশি তীরে নামাইয়া দিয়া আশাতীত বিদায় পাইয়া হৃষ্টচিত্তে প্রত্যাগমন করিল।

অমিয় ও অমলা
প্রবেশিলা বনমাঝে তেয়াগিতে প্রাণ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

"এ হেন সাধের কাজে কে সাধিল বাদ ?"

অমলা এক বোঝা কাষ্ঠ মস্তকে লইয়া অগ্রে অগ্রে চলিতেছেন—অমিয় সতীদাহের আয়োজন-সামগ্রী লইয়া ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুসরণ করিতেছেন। তাঁহাদের প্রবেশমাত্র অরণ্য শান্তিময় মূর্ত্তি ধারণ করিল। ব্যাঘ্রের গর্জ্জন, সর্পের তর্জ্জন, পক্ষীর কূজন যেন তিমিরে মিশাইয়া গেল। ব্যাঘ্র সকল হিংসা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগকে দেখিয়া ভূমিতে উপবিষ্ট হইয়া আনন্দে লাঙ্গুল আছড়াইতে লাগিল—ভাবিল, বুঝি মা জগদম্বা লক্ষ্মী ও সরস্বতীর হস্তে তাঁহাদের জন্য আহার্য্য সামগ্রী প্রেরণ করিয়াছেন ; তাই আজি তারা পথপ্রদর্শকরূপে অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া অমিয় ও অমলাকে নির্জন বনমধ্যে লইয়া যাইতেছে। কার্য্যসিদ্ধির উপযুক্ত স্থান দেখিয়া অমিয় ও অমলার আনন্দের অবধি রহিল না। অমলার সর্ব্বেন্দ্রিয় সহমরণ-চিন্তায় অভিভূত ছিল, এক্ষণে তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি ভাবিলেন "অমিয়কে সঙ্গে আনিয়া কি কুকর্ম্মই করিয়াছি, ও গৃহে ফিরে যাবে কেমন ক'রে।" তৎক্ষণাৎ কাষ্ঠের বোঝা নামাইয়া অমলা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া

পড়িলেন। ইহা দেখিয়া অমিয় কহিলেন "বৌদিদি, বোসলে কেন? দেরি হলে সকাল হয়ে যাবে যে।"

অমলা। অমিয়! আমি কি সর্ব্বনাশ করলুম!

অমিয়। সর্ব্বনাশ কি! বৌদিদি।

অমলা। অমিয়! তুই ঘরে ফিরে যাবি কেমন করে! আমার তখন জ্ঞান ছিল না, তাই তোকে সঙ্গে করে এনেছি।

অমিয় হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন, "বৌদিদি, আর কি আমায় বাজে কথায় ভুলিয়ে রাখতে পার?" এই বলিয়া লুক্কায়িত বস্ত্রখানি বাহির করিয়া দেখাইয়া বলিলেন, "বৌদিদি, আমিও আপনার আয়োজন করে এনেছি, ইহকালেতো এই হ'লো, পরকালের কাজটাও ত করে রাখতে হবে। এতদিন অন্ধ ছিলুম—এইবার চোখ ফুটেছে।"

অমলা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন, "আমি তো একখানা কাপড় আনতে বলেছিলুম, দু'খানা আনলি কেন বোন?"

অমিয়। বৌদিদি, তোমার কি এখনও বিশ্বাস যে, বাড়ী ফিরে যাব বলে তোমার সঙ্গে এসেছি। তোমারও যে দশা, আমারও সেই দশা। এই দেখ সব জিনিষই বেশী বেশী করে এনেছি। তুমিও পুড়বে, আমিও পুড়বো; বেশ পাশাপাশি দুটী অগ্নিকুণ্ড সাজাব, কেমন বৌদিদি?

অমলা অবাক্; অমিয়কে নানা রূপে নিবারণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এখন অমিয় যে তাড়িত-প্রবাহে চালিত, সে গতি রোধ করে কার সাধ্য? এখন অমিয়ের অক্ষিগোলক হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতেছে—এখন অমিয়ের সংসারের অলীকতা হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে;—এখন অমিয় দিব্যজ্ঞানে বলবতী; সে জ্ঞানের কাছে কি সংসারের বা দেহের মায়া স্থান পায়?

সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল দেখিয়া অমলা অমিয়কে কহিলেন, "তবে যা ইচ্ছা কর্।"

অমিয়। আমার আবার ইচ্ছা কি বৌদিদি, তুমি যা করবে, আমিও তাই করব। আমি যদি এত দিন এ সব জানতুম, তা হলে কি আর এতকাল ধরে ছার দেহটাকে আদর করে পুষে রাখতুম। বৌদিদি, তবে আর বিলম্ব কেন? তুমি বস, আমি পাশাপাশি দুটী চিতা সাজাই।

অমলা। এ কটা কাঠে হবে না; চল্ তবে প্রথমে কাঠগুলোকে নদীধার হতে ব'য়ে নিয়ে আসি।

পুনরায় উভয়ে দুইটী সখীর ন্যায় নদী-ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; সাধ্যমত বোঝা বাঁধিয়া ক্রমে ক্রমে উভয়ে সমস্ত কাষ্ঠ বনমধ্যে লইয়া গেলেন।

কাষ্ঠবহন সমাপনান্তে অমলা কহিলেন, "এবার চিতা সাজান যায় কেমন করে?"

অমিয়। কেন বৌদিদি?

অমলা। নীচে কাঠ উপরে কাঠ দিয়ে নিজেকে মাঝে থাকতে হয়; এখন তুইও যদি সহমরণে যা'স, তাহলে উপরের কাঠই

বা সাজিয়ে দেয় কে, আর আগুনই বা দেয় কে?

অমিয়। এর জন্য চিন্তা কি বৌদি; প্রথমে পাতনের কাঠগুলা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর শুয়ে নিজে নিজে হাতে করে কাঠ নিয়ে বুকের উপর চাপাব; কাঠগুলো একটু নিকটে রাখলেই হবে; আগুনটাও এমন জায়গায় রাখতে হবে যেন হাত বাড়ালেই পাই।

অমলা। তুই বেশ বলেছিস বোন; এ ভিন্ন তো আর অন্য উপায় দেখি না যে, আর কিছু করা যাবে।

যুক্তি স্থির হইল; কাষ্ঠের শয্যা রচিত হইল; শয্যার পার্শ্বে স্তূপাকারে কাষ্ঠ সজ্জীভূত করা হইল; শিয়রের অর্দ্ধ-হস্ত-পরিমিত দূরে অগ্নি সংরক্ষিত হইল। বাকী—অন্তিমশয্যায় শয়ন ও স্বহস্তে অগ্নিপ্রদান। এবার তাহারি উদ্যোগ হইতেছে। অমলা ধীরে ধীরে কহিলেন, "অমিয়! নে একখান নূতন কাপড় পর।"

অমিয় একখান নূতন কাপড় লইয়া কহিলেন "বৌদিদি! কাপড়খানার পাড়গুলো ছিঁড়ে দিই।"

"ছিঁড়বি কিলো?—নিখুঁৎ কাপড় পরতে হয়।"

"বউদিদি! এমন জানলে দুখান থান কাপড় আনতুম; আমি বলি আর কিছু করতে হয়।"

"নালো না, এখন তাতে দোষ নাই; এখন সিন্দুর পরতে হবে, পা কামাতে হবে, ঠিক সধবার সাজে সাজতে হবে।"

"না হয় কাপড়টাই যেমন করে হ'ক পরা গেল, সিন্দুর পরব কি! আল্‌তা পরব কেমন করে!"

"তা বল্লে চলবে না; এখন সবই করতে হবে; মনে করবে আমি সধবা, এখনও বিধবা হইনি; ও সকল না করলে কিছুই ফল হবে না।"

"তা বউদিদি, যদি এই রকমই নিয়ম হয়, তবে না করব কেন? বৌদিদি, তুমি ঠিক্ করে বল্‌ছ? বেশ ভাল রকম জানত?"

"হাঁ বোন, না জেনেই কি এ কাজে হাত দিয়েছি।"

অমিয়র আর বলিবার কিছুই রহিল না। উভয়ে নব বস্ত্র পরিধান করিলেন; পুনরায় দক্ষিণ হস্তে লৌহবলয় ধারণ করিলেন। সিন্দুরে সীমন্ত ও অলক্তকে চরণযুগল রঞ্জিত হইল। এইবার মহানিদ্রার সময়; উভয়ে আম্রশাখা হস্তে লইয়া নিজ নিজ চিতা সাতবার প্রদক্ষিণ করিলেন। ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া তাঁহারা স্ব-রচিত কাষ্ঠশয্যায় শয়ানা হইলেন। ক্রমে ক্রমে বক্ষোপরি স্তূপাকার কাষ্ঠরাশি সজ্জীকৃত হইল; পরিশেষে দক্ষিণ হস্তে অগ্নি লইয়া মস্তকের কেশদামে ধরাইতে যাইতেছেন, এমন সময় গগনভেদী স্বরে দৈববাণী হইল,—

"ত্যজ চিতা, উঠ সতি, কর অন্বেষণ;
সধবা হইয়ে কেন ত্যজিছ জীবন?"

(ক্রমশঃ)

স্বস্ত্যয়ন।

২য় স্তবক—মৃত্যু।*

সাধনেতে সিদ্ধ হয়ে সিদ্ধার্থ সুজন
শ্রাবস্তি নগরে আসি দিলা দরশন।
ধর্ম্মতেজে পূর্ণ তাঁর অপূর্ব্ব মূরতি,
স্নিগ্ধ দৃষ্টি, শান্ত ভাব, মধুর ভারতী।
পান করিবারে তাঁর উপদেশামৃত
চারি দিক্ হ'তে জনস্রোত প্রবাহিত।
হেন কালে দেখ কিবা দৈবের ঘটন,
উপস্থিত তথা দীনা নারী একজন।
শ্রীকৃষ্ণা গৌতমী নামে বিধবা রমণী,
এক মাত্র পুত্র তার নয়নের মণি।
কাল ভুজঙ্গমে তারে করিল দংশন,
আর তার পুনরায় না হলো চেতন।
পুত্রেরে কেমনে মাতা দিবে বিসর্জ্জন?
গলায় বাঁধিল তারে করিয়া যতন।
যে যত বুঝায় তারে, না করে শ্রবণ—
বলে পুত্র মরে নাই আছে অচেতন।
আসিয়াছে সাধু শুনি ধায় ঊর্দ্ধশ্বাস;
'বাঁচাবেন পুত্র তিনি' অটল বিশ্বাস।
ঠেলি ভিড় পড়ি সিদ্ধার্থের পদতলে
"বাঁচাও শিশুরে মোর" পাগলিনী বলে।
বুদ্ধদেব ক্ষণে চাহি করুণা-নয়নে,
বলেন "বাঁচাব তব প্রাণের নন্দনে,
কিন্তু এক কর্ম্ম আগে করিতে হইবে
শর্ষপ মাগিয়া আনি একমুষ্টি দিবে।"

"এখনি আনিব বলি" উঠিল রমণী,
সাধু বলে "এক কথা মনে রেখ ধনি!
যার গৃহে মরে নাই কভু আত্মজন,
তার হাতে এ শর্ষপ করিবে গ্রহণ।"
পুত্র-কোলে যায় নারী নাহি বাহজ্ঞান,
এক চিন্তা কিসে তার বাঁচিবে সন্তান।
শর্ষপ আনিলে সাধু ঔষধ সেবনে
নিশ্চয় বাঁচাবে তার প্রাণের নন্দনে।
এক গৃহস্থের ঘরে গিয়া নারী কয়
"ভিক্ষা দাও, বাঁচে যাহে আমার তনয়।
শর্ষপ লইয়া যাব সাধুর সদন,
বাঁচায়ে দিবেন তিনি আমার নন্দন।"
ভিক্ষা লয়ে নারী এক আসিল সত্বর,
ভিখারিণী বলে "আগে দেও ত উত্তর—
তোমার আত্মীয় কেহ মরেনি কখন,
বল আগে, তবে ভিক্ষা করিব গ্রহণ।"
সে বলে "বিধবা আমি স্বামি-পুত্রহীন,
আমাসম ত্রিসংসারে নাহি আর দীন।"
মুখ ফিরাইয়া কৃষ্ণা সে বাড়ী ছাড়িয়া,
ভিক্ষা তরে অন্য ঘরে আসিল ধাইয়া।
"শর্ষপ মাগিগো কিছু শীঘ্র দাও আনি,
বাঁচিবে তাহাতে মোর পুত্রের পরাণি।"
ভিক্ষা লয়ে কন্যা এক আসে তার কাছে,
ভিখারিণী বলে "বাছা! এক কথা আছে—
তোমার আত্মীয় কেহ মরেনি কখন,
বল আগে, তবে ভিক্ষা করিব গ্রহণ।

* বুদ্ধদেব-চরিতের কৃষ্ণা গৌতমী উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত।

সে বলে "অনাথা আমি পিতৃমাতৃহীন,
বাস করি পর-গৃহে আমি পরাধীন।"
ভিক্ষুকী নিরাশ হয়ে অন্য বাড়ী যায়,
শর্ষপ পূর্ব্বের মত যাচে পুনরায়।
মুষ্টি শর্ষা লয়ে এক আসিল যুবতী,
কৃষ্ণা বলে "আগে শুনি, বল গো সুমতি!
তোমার ঘরেত কেহ কভু মরে নাই?"
সে বলে "মরেছে মোর সাত বোন
ভাই।"
"ভিক্ষা লইব না তবে" বলিয়া রমণী,
অন্য গৃহ পানে ছুটে চলিল অমনি।
তথায় কুটীরে এক জরাজীর্ণ বুড়ি,
গৃহ-কার্য্য করিতেছে চলি গুড়ি গুড়ি।
গৌতমী শর্ষপ ভিক্ষা করে তার ঠাঁই,
ভিক্ষা আনি বলে বুড়ি "লও এই ভাই।"
ভিখারিণী বলে "মাগো! শুনহ বচন,
মরেনিত তব গৃহে কভু কোন জন?"
বুড়ি বলে "পুত্র কন্যা সব গেছে চলে,
আমারে লয়নি যম না জানি কি বলে?
তোমার ছেলের মত কত চাঁদ মুখ
শ্মশানে পোড়ায়ে ধরি এ পাষাণ বুক।"
ভিক্ষা লওয়া হইল না—চলে যায় নারী,
মনে ভাবে কোথা যাব বুঝিতে না
পারি।
সকলের ঘরে মৃত্যু করেছে হরণ
পিতা মাতা ভাই বোন স্বামী পুত্র-ধন।
ভাবিতে ভাবিতে হলো দিব্যজ্ঞানোদয়,
বুঝিল সংসার এই শুধু মায়াময়।
কণ্ঠ হতে মৃত সুতে ছুঁড়ে ফেলি দিল,
কাঁদিতে কাঁদিতে শাক্য সিংহেরে ভেটিল।
বলে "প্রভু! দয়া কর এ অধম জনে,
অনিত্য সংসার মোহে ছিনু অচেতনে।
দিব্যজ্ঞান পাইলাম তোমারি কৃপায়,
রাখ মোরে চিরদিন দাসী করে পায়।"
বুদ্ধদেব তার আশা করিলা পূরণ,
ধর্ম্মব্রতে গৌতমীরে করি নিয়োজন।
মৃত্যুর আঁধারে দেখি অমৃত আলোক,
ঘুচিল কৃষ্ণার জরা ব্যাধি মৃত্যু শোক।

বিজ্ঞান-তত্ত্ব।

সমুদ্রের আশ্চর্য্য।

সমুদায় পৃথিবীর ৩/৪ অংশ অর্থাৎ বার (৷৷৹) আনা ভাগ সমুদ্রে আচ্ছাদিত। ৩৫০০ ফিট নিম্নে তরঙ্গ অনুভূত হয় না। পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে বিষুবরেখা পর্য্যন্ত সমুদ্র-জলের তাপ-পরিমাণ সমান, ইতর বিশেষ অতি সামান্য। এক মাইল নিম্নে সমুদ্র-জলের ভার প্রত্যেক বর্গবুরুলে ১ টন, অর্থাৎ প্রায় ২৮ মণ। ৬ ফিট খোলালো একটি বাক্স সমুদ্র জলে পূর্ণ করিয়া রাখিলে সেই জল যখন উভিয়া যাইবে, তখন বাক্সের নীচে ২ বুরুল লবণ জমিয়া থাকিবে। পৃথিবীর সমুদ্র সকলের গভীরতা যদি গড়-পড়তা তিন মাইল হয়, সমুদ্রের সমস্ত জল বাষ্প হইয়া গেলে সমুদ্র সকলের খোলে ২৩০ ফিট লবণ জমিয়া থাকিবে। সমুদ্রের

উপরিভাগ অপেক্ষা তলার জল ঠাণ্ডা। নরওয়ে প্রভৃতির উপসাগরের উপরিভাগ অপেক্ষা তলদেশের জল অগ্রে বরফে পরিণত হয়।

তরঙ্গ সকল বড়ই ভ্রান্তিজনক। ঝটিকার সময় দেখিলে বোধ হয় সমুদায় জল চলিতেছে। কিন্তু বস্তুতঃ যেখানকার জল প্রায় সেইখানেই থাকে, কেবল গতিবেগ চলিতে থাকে। ঝটিকাকালে এক এক সময় তরঙ্গ ৪০ ফিট উচ্চ হয় এবং ঘণ্টায় ৫০ মাইল চলে। অত্যন্ত দ্রুতগামী বাষ্পীয় পোতের বেগ ইহার অর্দ্ধেক পরিমাণ মাত্র। তরঙ্গের উচ্চতানুসারে তাহার ভিত্তি বা তলভূমি পরিমাণের একটি সঙ্কেত আছে। তরঙ্গের উচ্চতা যত হয়, তাহার তলভূমি পরিমাণ তাহার ১৫ গুণ। এই নিয়মানুসারে সচরাচর তরঙ্গের উচ্চতা ২৫ ফিট ধরিলে তাহার তলভূমির পরিমাণ ৩৭৫ ফিট হইবে। তরঙ্গ সকল যেরূপ বেগে তীরে পতিত হয়, তাহাতে জলের পরিমাণ এক এক বর্গ গজে ১৭ টন অর্থাৎ প্রায় ৫০০ মণ।

শব্দপরিচালক।

সাধারণতঃ যে বস্তুর ঘনত্ব এবং স্থিতিস্থাপকতা * যত অধিক, সে বস্তু তত উৎকৃষ্ট শব্দপরিচালক। সাধারণ বায়ুমণ্ডলে শব্দের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১১২৫ ফিট, জলের মধ্যে ইহার গতি-বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ৪৭০৯ ফিট। আবার ঘন বস্তুর মধ্যে শব্দের গতি বায়ু এবং জলের মধ্যে যত, তদপেক্ষা আরও অধিক। ধাতু সকল বেশী স্থিতিস্থাপক, এ জন্য শব্দ-পরিচালকদিগের মধ্যে তাহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

বায়ো নামক ফরাসী পণ্ডিত পারিসের ফাঁপা জলের পাইপ দ্বারা প্রমাণ করেন, শব্দ তাহাতে প্রতি সেকেণ্ডে ১৬,৮২২ ফিট পরিচালিত হয় অর্থাৎ বায়ুমধ্যে যত হয়, তাহার পনর গুণ। বায়ুমান যন্ত্রে বায়ুশূন্য স্থানে ঘণ্টা বাজাইলে কোনও শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না। হাইড্রজেন বাষ্পের মধ্যে ঘণ্টাধ্বনি এত মৃদু হয় যে, প্রায় শুনিতে পাওয়া যায় না। ইহার কারণ এই যে, হাইড্রজেন বাষ্প অতি লঘু বায়ু এবং তাহার পরমাণু সকলের ঘনত্ব অতি কম। সোণা ও প্লাটিনম ঘনতম বস্তু বলিয়া তাহারা উৎকৃষ্ট শব্দ-পরিচালক।

* রবারের যে গুণ থাকাতে টানিলে বাড়ে এবং চাপিলে ক্ষুদ্রাকার হয়, তাহাকে স্থিতিস্থাপকতা বলে।

সাধক ও রবীন্দ্রনাথ।

বর্ত্তমান সময়ের একেশ্বর-উপাসক সম্প্রদায় সঙ্গীতের বিশেষ অনুরাগী। রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত এই শত বর্ষের মধ্যে সঙ্গীতশাস্ত্রের বহুল-পরিমাণে উন্নতি হইয়াছে। পূর্ব্বে ঈশ্বর-বিষয়ক যে সকল সঙ্গীত ছিল,

তাহার ভাব ও ভাষা তত কোমল ও হৃদয়-গ্রাহী ছিল না এবং স্থানে স্থানে সংস্কার ও রুচিও অপরিমার্জ্জিত ছিল। যে সময়ে ইংরাজের গৌরব-সূর্য্য প্রাচীতে উদিত হইয়া স্বীয় তেজঃপুঞ্জ বিকীর্ণ করিবার আয়োজন করিতেছিল, সে সময়ে বঙ্গ-দেশের শিক্ষা ও সভ্যতা অন্ধকারের কোন্ গূঢ়তম প্রদেশে লুক্কায়িত হইয়া-ছিল, তাহা কেহ জানে না। তাহার পর ইংরাজী-শিক্ষা যখন বঙ্গদেশ ও সমগ্র ভারতের সুপ্ত চিন্তাশক্তি ও প্রতিভা পুনরায় জাগাইয়া তুলিল, তখন একে একে অনেক ভক্তের ভক্তিধারায় বঙ্গদেশ অবগাহন করিয়াছে। ভক্ত রামপ্রসাদ তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রধান। গায়ক বিষ্ণুরাম ভগবৎপ্রেমে বিগলিত হইয়া সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির রচিত সঙ্গীত গাইয়া যে আদি ব্রাহ্মসমাজের গৃহ উচ্ছ্বসিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা অনেকের স্মরণ থাকিবে। বিশ্বাসী চিরঞ্জীব শর্ম্মা (শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল) একতন্ত্রি-সংযোগে বঙ্গবাসীকে যে সঙ্গীতসুধায় তৃপ্ত করিয়াছেন, তাহাও ভুলিবার নহে। কিন্তু কবিবর রবীন্দ্রনাথ যে অমৃতের অনন্ত উৎস খুলিয়াছেন, তাহা বোধ হয় মানবহৃদয়কে চিরদিন স্নিগ্ধ ও শান্তিপূর্ণ করিয়া রাখিবে। সংসারের প্রলোভন, দারিদ্র্য, পরীক্ষা ও অশান্তির মধ্যে তাহা মানবাত্মাতে শক্তি ও সান্ত্বনা দান করিবে। ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ কবিদিগের মধ্যে সেক্ষপীর, মিল্টন্, বায়রণ, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও আধুনিক কবি টেনিসন সকলেই সঙ্গীতের মহিমা বর্ণনা করিয়া-ছেন। সঙ্গীত, চিত্র ও ভাস্কর বিদ্যায় ইটালী অতুলনীয়। সুতরাং সভ্য-জগতে সঙ্গীতের আদর অবশ্যম্ভাবী। আমাদের দেশেও বিগত ২০ বৎসরের মধ্যে কয়েকটী সঙ্গীত-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে —সঙ্গীতের আলোচনাও হইতেছে। আশা করি এ ক্ষেত্রে সঙ্গীত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আমার বক্তব্য এই যে, সঙ্গীতবিদ্যায় আমার এমন কোনও অভিজ্ঞতা নাই, যাহা দ্বারা সঙ্গীতের রাগ রাগিণী বিষয়ক সমস্যার মীমাংসা করিতে পারি। কিন্তু ভগবৎসম্বন্ধীয় যত সঙ্গীত প্রচলিত আছে, তাহার অনেক গুলিই শুনিয়াছি ও সম্ভোগ করিয়াছি। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত যেমন প্রাণকে স্পর্শ করে—তাঁহার সঙ্গীতের প্রতি পংক্তি যেমন হৃদয়কে পূর্ণরূপে ঝঙ্কারিত করে—হৃদয়ের অব্যক্ত ভাবগুলি যেমন ফুটাইয়া তুলে, অন্য কাহারও সঙ্গীতে সেরূপ অনুভব করি নাই। তাঁহার সঙ্গীতে হৃদয়ের প্রত্যেকটী তার বাজিয়া উঠে এবং মানস-রাজ্যে এক অপূর্ব্ব সঙ্গীতের সৃষ্টি করে—সে সঙ্গীতে মনঃপ্রাণ কোথায় কোন্ অনন্তে ছুটিয়া যায় এবং এক অদৃশ্য অস্পৃশ্য সৌন্দর্য্যের স্বাদ পাইয়া কৃতার্থ হয়।

যখন রবিবাবুর "নৈবেদ্য" প্রকাশিত হইয়াছিল, তখন বোধ হয় তিনি জানিতেন না যে,তাঁহার গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতা বঙ্গীয় উপাসক-সম্প্রদায় দ্বারা সঙ্গীতে পরিণত হইবে। যে বঙ্গদেশের সাধারণ পাঠকশ্রেণী উপন্যাস ও নাটক ব্যতীত অপর কিছুর স্বাদ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন, সেই দেশে রবিবাবুর "নৈবেদ্য" যে আদরের সহিত গৃহীত হইয়াছে, ইহাই তাঁহার গ্রন্থের গৌরবের পরিচায়ক। তাঁহার "নৈবেদ্য" শুধু বঙ্গের গৃহে গৃহে স্থান পাইয়াছে, এমন নহে—তাঁহার কবিতাগুলি বঙ্গবাসীর হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে। এমন অনেকে আছেন যাঁহারা "নৈবেদ্য" চক্ষে না দেখিলেও তাহার দুই একটী কবিতা সঙ্গীতরূপে কণ্ঠস্থ করিয়াছেন।

রবিবাবুর সঙ্গীত সম্বন্ধে আমি পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহা কাহারও কাহারও নিকট অত্যুক্তি বলিয়া বোধ হইবে। কিন্তু এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্বে তাঁহারা যেন ভক্ত রামপ্রসাদ ও সাধক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত তুলনা করিয়া দেখেন। ভক্তির আবেগে রামপ্রসাদ যে সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন, ভক্তের নিকট তাহা কখনই উপেক্ষার বস্তু নহে। কিন্তু রামপ্রসাদের সঙ্গীতের মধ্যে প্রকৃত গাম্ভীর্য্য ও গভীরতার যে অভাব আছে, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতে শান্ত সমাহিত সাধনার ভাব পরিস্ফুট। একদিকে রামপ্রসাদ "এবার কালী তোমায় খাব" ও অপরদিকে রবীন্দ্রনাথ—

"তুমি আর আমি মাঝে কেহ নাই,
কোন বাধা নাই ভুবনে।"

গাহিতেছেন। চিন্তাশীল পাঠক এ উভয়ের ভাব ও ভাষার বিচার করুন।

রামপ্রসাদ সন্দেহের সহিত গাহিয়াছেন, "তুমি সাকারা কি নিরাকারা?" আর রবীন্দ্রনাথ পূর্ণ বিশ্বাসে গাহিলেন—

তোমারি মধুররূপে ভরেছে ভুবন,
মুগ্ধ নয়ন মম পুলকিত মোহিত মন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতগুলি মানবাত্মাকে সাধনার এক স্তর হইতে অন্য স্তরে লইয়া যায়। কতদিন পূর্ব্বে তিনি গাহিয়াছেন—

"দিবানিশি করিয়া যতন,
হৃদয়েতে রচেছি আসন,
জগতপতি হে কৃপা করি, হেথা কি
করিবে আগমন?
অতিশয় বিজন এ ঠাঁই,
কোলাহল কিছু হেথা নাই,
হৃদয়ের নিভৃত নিলয়, করেছি যতনে
প্রক্ষালন।"

আবার তিনি অন্য দিন গাইয়াছেন—

"তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে
বাজে যেন সদা বাজে গো—
তোমারি আসন হৃদয়পদ্মে
রাজে যেন সদা রাজে গো।"
"তব নন্দন-গন্ধ-মোদিত
ফিরি সুন্দর ভুবনে—
তব পদরেণু মাখি ল'য়ে তনু
সাজে যেন সদা সাজে গো।"

যাঁহারা তাঁহার সঙ্গীত পর্য্যালোচনা করিবেন, তাঁহারা বেশ দেখিতে পাইবেন যে, এক ধারাবাহিক সাধনার পথে এ সঙ্গীতগুলি রচিত হইয়াছে। বিশ্বাসী সাধকের পক্ষে এইরূপ সঙ্গীতের যে বিশেষ প্রয়োজন, সে বিষয়ে সন্দেহ কি? দৈনিক জীবনের সাধনার সহিত—দৈনিক জীবনের আকাঙ্ক্ষা ও প্রার্থনার সহিত যদি সঙ্গীতের ভাব এক না হয়—প্রাণের গূঢ়তম প্রদেশ পর্য্যন্ত যদি সঙ্গীতের তরঙ্গে পরমাত্মার নিকট প্রকাশিত না হয়, তবে সে সঙ্গীতে প্রয়োজন কি? ভক্তের সঙ্গীতে ভক্তিমার্গাবলম্বী উপকৃত হইতে পারেন, কিন্তু জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ ও ভক্তি যাঁহারা একাধারে জীবনে সাধন করিবার জন্য প্রয়াসী, তাঁহাদের পক্ষে সাধকের জীবনবেদ স্বরূপ যে সঙ্গীতের উৎস প্রবাহিত হয়, সেইরূপ সঙ্গীতের প্রয়োজন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ক্ষুদ্র কবিতাদ্বয়।

(জনৈক দশমবর্ষীয়া বালিকার বৈধব্য উপলক্ষে)

সমাজের প্রতি।

২১এ জানুয়ারি, ১৯০৫, পূর্ণিমা।

কত দিন বল্ আর বল্ কত দিন,
করিবি সমাজ! ওরে, নারী-নির্য্যাতন,—
বালবিধবার অশ্রু, বদন মলিন,
দেখিবার আরো সাধ আছে কি এখন?
পাষাণেও জল আছে, তবে কিরে তোর
হৃদয় পাষাণ-হ'তে আরো সুকঠিন?
কবে বল্ হবে তোর অমানিশি ভোর—
আসিবে ভারতে শুভ প্রভাত নবীন?
পায়ে ধরি, সাজাওনা সাজাওনা আর,
বিধবার অশ্রু ডালি করিয়া যতন,
বাঁধিওনা বালিকার হাত সুকুমার—
বলিওনা তারে প্রজাপতির বন্ধন।
বুকফাটা দুঃখ এত, এত হাহাকার,
দুঃখিনীরা কার পাপে করিবে বহন?

প্লেগ।

(১৩ই মার্চ্চ, ১৯০৫, পাটনা)

প্রাচীন পাটলীপুত্র ভীষণ শ্মশান!
কৌমুদী সুষমারাশি, বসন্ত সমীর
হানিছে হৃদয়ে আজি বিদ্রূপের বাণ—
মৃত্যুর করাল ছবি করিছে অধীর!
ত্যক্ত নগরীর শূন্য রাজপথ দিয়া,
ক্ষীণকণ্ঠে 'রাম' নাম করি উচ্চারণ,
অবিরাম মৃতদেহ বহন করিয়া—
চলিয়াছে নরনারী শ্মশান-সদন!
একি ভয়ঙ্কর দৃশ্য, লীলা ভয়ঙ্কর—
তোমার এ রুদ্রছবি একি ভগবান্?
মানবে কি দিবে তুমি শিক্ষা নিরন্তর,
জীবন ও মৃত্যুমাঝে নাহি ব্যবধান?
উভয়ের সন্ধিস্থলে, তবে হে অমর!—
বিশ্বাস-আলোক যেন করে না প্রয়াণ।

শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আর্য্যদিগের দাম্পত্য জীবন।

সেই যুগ যুগান্তরের কথা আজি আলোচনা করিতেছি কেন? ভারতের সে দিন অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে, হয় তো জন্মের মত গিয়াছে, তথাপি সে দিন স্মরণে পুণ্য আছে, মঙ্গল আছে, আর আমাদের মনে একটী দুরাশাও আছে—ভারতবর্ষ কি ছিল আর কি হইয়াছে। ভারতবাসী কি ছিল আর কি হইয়াছে, যদি এই কথা ভাবিয়া একটী হৃদয়ও ব্যথিত হয়, যদি আবার সেই দিনের সাধনায় কেহ শক্তি লাভ করেন, তাহা হইলেই আমরা কৃতার্থ হইব। তাই আজি এই পুরাতন কথার অবতারণা করিতেছি।

দাম্পত্য-ধর্ম্ম জীবন-গ্রন্থের একটী বিশেষ পরিচ্ছেদ। আর্য্যগণ জ্ঞানধর্ম্মে জগতের শীর্ষস্থানীয় বলিয়া অনেকে স্বীকার করিতেছেন। তাঁহারা এই কার্য্য কিরূপে সম্পন্ন করিতেন, তাঁহারা দাম্পত্য-ধর্ম্ম কিরূপে পালন করিতেন, তাহাই আমাদের আলোচ্য।

আর্য্যজাতির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায় আর্য্য বালকগণ শৈশবকাল অতীত হইলেই বিদ্যা শিক্ষার্থে গুরুগৃহে প্রেরিত হইতেন। বহুদিন পর্য্যন্ত সেখানে শিক্ষালাভ করিতে হইত; সে শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল লিখিতে পড়িতে শেখা, এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উপাধি লাভ করা নহে। সে শিক্ষার উদ্দেশ্য শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক ত্রিবিধ উৎকর্ষ সাধন। সে শিক্ষায় বিবিধ বিদ্যানুশীলনের সহিত শিক্ষার্থীর শরীরের স্বাস্থ্য, মনের জ্ঞান এবং আত্মার পবিত্রতা লাভ হইত। ব্রহ্মচর্য্যাচরণ করিয়া ছাত্রগণ সেই মহতী শিক্ষা গ্রহণ করিতেন; তাঁহাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইলে, সেই সকল সদ্ভাব ও সুপ্রবৃত্তিসমূহ বিকশিত ও সার্থক করিবার জন্য তাঁহাদিগকে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতে হইত। ঐরূপ গৃহধর্ম্মার্থীর বিবাহ-ক্রিয়া এক অবশ্য কর্ত্তব্যকার্য্য। তাঁহার প্রতি ধর্ম্মশাস্ত্রের আদেশ,

"গৃহার্থী সদৃশীং ভার্য্যামুদ্বহেদজুগুপ্সিতাম্।"

অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রমেচ্ছু ব্যক্তি নিজ সদৃশী অনিন্দিতা ভার্য্যাকে বিবাহ করিবেন। কিরূপ পাত্রী বিবাহযোগ্যা, হিন্দু শাস্ত্রে তাহাও লিখিত আছে, আমরা বাহুল্যভয়ে তাহা উল্লেখ করিতে ক্ষান্ত হইলাম। যাহাহউক শাস্ত্রোক্ত আট প্রকার বিবাহের মধ্যে ব্রাহ্মবিবাহ শ্রেষ্ঠতম। মনু বলেন,

"আচ্ছাদ্য চার্চ্চয়িত্বা চ শ্রুতশীলবতে স্বয়ং।
আহূয় দানং কন্যায়া ব্রাহ্মো ধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥"

অর্থাৎ "বিশেষ বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা বর কন্যার আচ্ছাদন ও অর্চ্চনাপূর্ব্বক বিদ্যা-সদাচারসম্পন্ন বরকে কন্যাদান; সেই দান-সম্পাদ্য বিবাহকে ব্রাহ্মবিবাহ বলা যায়।" যাঁহারা সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিবেন,

তাঁহারা এই ব্রাহ্ম বিবাহকেও অনুশীলন ধর্ম্মের অঙ্গীভূত দেখিতে পাইবেন। যাহা-হউক, বিবাহকালে বর কন্যাকে সংযত ও নিয়মস্থ হইয়া সমবেত লোকমণ্ডলীর মধ্যে মঙ্গলময় প্রজাপতির পবিত্র নামে, বিশ্ব-তেজঃস্বরূপ অগ্নিকে সাক্ষী করিয়া উদ্বাহ প্রতিজ্ঞা হয়; বধূকে বর বলেন,

"সাম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব, সাম্রাজ্ঞী শ্বশ্র্বাম্ ভব।
সাম্রাজ্ঞী ননন্দরি ভব, সাম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু॥"

বর বধূ উভয়ে বলেন,—"ধর্ম্মে অর্থে ও ভোগে আমরা উভয়ের মধ্যে কেহ কাহাকে অতিক্রম করিব না।" তার পরে উভয়ে বলেন, "তোমার হৃদয় আমার হউক, আমার হৃদয় তোমার হউক।" এই-রূপে বধূকে গৃহের সর্ব্বোচ্চ পদে প্রতিষ্ঠা-পূর্ব্বক দুইটী জীবন একত্র মিলিত করাই হিন্দু আর্য্যদিগের বিবাহ-ক্রিয়া। বিবাহের পরে গৃহাশ্রম রক্ষা করা তাঁহাদের পালনীয় ব্রতস্বরূপ।

পবিত্র প্রীতি অনুশীলন, বিকাশ ও চরিতার্থ করিবার জন্য বহু উপদেশ ও বহু বিধি প্রচলিত আছে। আনুপূর্ব্বিক সে সকল কথা লিখিতে পারি, আমা-দিগের শক্তি ও সময়ে তাহা অসম্ভব। সেই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে এই কথা বুঝিতে পারা যায় যে, দম্পতী পরস্পরের শরীর, মন, আত্মার কল্যাণার্থ সহায় হইবেন এবং পারিবারিক, সামাজিক ও জাগতিক কর্ত্তব্য সকল পালন করিবেন, ইহাই আর্য্যগণের বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই মহদুদ্দেশ্যেই দম্পতীর ভগবদ্ভক্তি, গুরুভক্তি, অতিথিসেবা, ধনোপার্জ্জন, গৃহকার্য্য, সুসন্তানপ্রাপ্তি ইত্যাদি সকল সদ্ভাব ও সুকার্য্যের প্রবর্ত্তক। জীবনের সহভাগিনী পত্নীকে তাঁহারা কি চক্ষে দেখিতেন, আমরা তাহা সংস্কৃত শ্লোক হইতে দেখিতে পাই,

"অর্দ্ধং ভার্য্যা মনুষ্যস্য ভার্য্যা শ্রেষ্ঠতমঃ সখা।
ভার্য্যা মূলং ত্রিবর্গস্য ভার্য্যা মূলং তরিষ্যতঃ॥"

অর্থাৎ ভার্য্যা মানবের অর্দ্ধ অঙ্গ, ভার্য্যাই শ্রেষ্ঠতম সখা; ভার্য্যা ত্রিবর্গের মূল এবং ভার্য্যাই মোক্ষের মূল।

"ব্রতীনাং বীতরাগাণাং দৃশ্যন্তে দিবি দেবতাঃ।
মনুষ্যাণাং সুভার্য্যা বৈ তত্র দেশে চ দৃশ্যতে॥"

সংসারবিরাগী তপস্বিগণের দেবতা স্বর্গে দৃষ্ট হয়, কিন্তু যাঁহার সাধ্বী ভার্য্যা, তিনি নিজ-গৃহেই দেবতা দেখিতে পাইয়া থাকেন।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥"

যে কুলে স্ত্রীলোকেরা পূজিত হন, তথায় দেবতারা প্রসন্ন থাকেন, আর যে কুলে তাঁহাদের অনাদর, সে কুলের সকল ক্রিয়া নিষ্ফল হয়।

এই সেই ভারতবর্ষ। আজিকার দিনে এখানে স্ত্রীজাতির প্রতি সদ্ব্যবহার বিষয়ক শিক্ষা দিতে ইংরাজ-প্রমুখ বিদেশীয়গণ ভারতবাসীদিগের শিক্ষক। যাউক যাহা বলিতেছিলাম, তাহাই বলি; পত্নীর প্রতিও বহুবিধ উপদেশ আছে; আমরা বাহুল্যভয়ে দুইটী মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"পতিপ্রিয়হিতে যুক্তা স্বাচারা সংযতেন্দ্রিয়া।
ইহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি প্রেত্য চানুপমং সুখম্॥"

যে রমণী পতির প্রিয় ও হিতকার্য্যে নিযুক্তা এবং সদাচারিণী ও সংযতেন্দ্রিয়া হন, তিনি ইহলোকে কীর্ত্তি এবং পরলোকে অনুপম সুখ পাইয়া থাকেন।

"যা সাধ্বী নিয়তাচারা সা ভবেদ্ধর্ম্মচারিণী।
শুশ্রূষা দম্পতী ধর্ম্মং যৈ সহধর্ম্মকৃতং শুভং॥"

উভয়ে মিলিয়া ধর্ম্মাচরণ করাই দম্পতীর মঙ্গলময় কর্ত্তব্য, যিনি ইহা বুঝিয়া পাতিব্রত্যে ও সংযতাচারে অবিচলিতা, তিনিই সহধর্ম্মিণী ভার্য্যা।

মঙ্গলময় ভগবানের সৃষ্টি ও পালন উদ্দেশ্য রক্ষার্থে আর্য্যগণ দাম্পত্য ধর্ম্মাচরণ করিতেন। উভয়ে উভয়ের ত্রিবিধ শক্তির সহায় হইয়া লোকযাত্রা নির্ব্বাহ ও লোকরক্ষা করিবেন, গার্হস্থ্যাশ্রমের মুখ্য উদ্দেশ্য ইহাই।

মানবের ব্যক্তিগত জীবন নশ্বর হইলেও জাতীয় জীবন অমর। সেই জন্য সুসন্তান লাভ করা মানবের বহু পুণ্য ও বহু ভাগ্যের ফল। সে কালের ঋষিগণ যেমন তাঁহাদের তপস্যালব্ধ ধর্ম্ম, নীতি, দর্শন, কাব্য, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ প্রভৃতি তাঁহাদের ভবিষ্যৎ জগতের হিতার্থ রাখিয়া যাইতেন, সেকালের গৃহস্থেরাও সেইরূপ ভবিষ্যৎ জগতের হিতার্থ সুসন্তান রাখিয়া যাইতে একান্ত যত্ন ও চেষ্টা করিতেন। সুসন্তান লাভের আশয়ে তাঁহারা পরিমিতাহারী, নিয়মস্থ, জিতেন্দ্রিয় ও ব্রহ্মচারী হইতেন। * এইরূপ ব্রতাচরণের পরে সন্তান জন্মিলে তাহার স্বাস্থ্য, জ্ঞান ও ধর্ম্মভাব বিকাশকরী শিক্ষা দিয়া সন্তানকে প্রকৃত মনুষ্যত্বের পথ দেখাইয়া দিতেন। পুত্রের শিক্ষা সম্পন্ন হইলে, এবং যথোচিত উপযুক্ত হইলে গৃহধর্ম্মের ভার তাহার হস্তে সমর্পণ করিয়া দম্পতী বানপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বন করিতেন।—উভয়ে সাংসারিকতা পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্জ্জনে ভগবানের প্রতি গভীর ভক্তি অনুশীলন করিতেন। জগতের নশ্বর বস্তুর সমস্ত আসক্তি পরিহারপূর্ব্বক অমূল্য নিত্য রত্নকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া মানবজন্মের সার্থকতা সম্পন্ন করিতেন।

উপসংহারকালে একটী কথা বলা আবশ্যক। আর্য্যদিগের মত জ্ঞানী, শুদ্ধচেতা সৎকর্ম্মনিষ্ঠ পুরুষের, একজন ক্ষুদ্রাশয়া অশিক্ষিতা রমণী সহধর্ম্মিণী, সহকর্ম্মিণী ও সহযোগিনী ভার্য্যা হইলে বিবাহের মহদুদ্দেশ্য সকল অবশ্য সুসাধিত হইতে পারে না। এরূপ স্থলে আর্য্যজাতি সমাজের অর্দ্ধাংশরূপা স্ত্রীজাতির শিক্ষার জন্য কিরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। আর্য্যদিগের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে জানা যায় যে, বৈদিককালে রমণীদিগের মধ্যে বহুল পরিমাণে জ্ঞানানুশীলন হইত। আর্য্যমহিলাদিগের অনেকেই বেদ-

* অপত্যোৎপাদনার্থঞ্চ তীব্রং নিয়মমাস্থিতঃ।
কালে নিয়মিতাহারো ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ॥
মহাভারত।

রচয়িত্রী ছিলেন। পরবর্ত্তী যুগে যখন আর্য্যগণ বুঝিলেন, কেবল জ্ঞানানুশীলন স্ত্রী-জাতির পক্ষে উচিত নহে, জ্ঞানের সহিত ভক্তি এবং গৃহধর্ম্ম-বিষয়ক শিক্ষাই নারী-জীবনের উপযোগী; তখন হইতে স্ত্রী-লোকের বেদপাঠ নিষিদ্ধ হইয়া "পঞ্চম বেদ" রূপ অদ্বিতীয় গ্রন্থ মহাভারত স্ত্রী-শিক্ষার জন্য প্রচারিত হইল। ধর্ম্মজ্ঞান, ভক্তি, নীতি, গার্হস্থ্য উপদেশ—সকল বিষয়েই মহাভারত অতুলনীয়। ইহা দ্বারা জ্ঞানোপার্জ্জনার্থ মহিলাকুলের বহুল শ্রম ও বহ্বায়াস বিদূরিত হইল, অথচ এই রমণীয় গ্রন্থ হইতে তাঁহারা বহুল জ্ঞানের সহিত তাঁহাদের উপযোগী সকলপ্রকার সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ" জানিয়া বালিকার শিক্ষা বিষয়ে আর্য্যগণ বিশেষ মনোযোগী হইতেন। এই জন্যই আর্য্য-যুবকগণ "আত্মসদৃশী আনন্দিতা ভার্য্যা" গ্রহণ করিবার সুযোগ পাইতেন।

আমরা আর্য্যগণের দাম্পত্য-জীবন অতি সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম। যাঁহারা অম্লানমুখে আপনাদিগকে আর্য্য-কুলোদ্ভব বলিয়া জন-সমাজে পরিচিত করিয়া থাকেন, সেই বঙ্গবাসিগণ একবার চাহিয়া দেখুন, ভারতবর্ষ কি ছিল, আর কি হইয়াছে! দেশ পরাধীন, রাজা বিদেশী—সে জন্য এ অধঃপতন হয় নাই। যাঁহাদের শরীরে আর্য্য-রক্ত আছে, তাঁহারা যথার্থ-লাভের চেষ্টা করিলে এ পতিত দেশ আবার উঠিয়া দাঁড়াইবে, এ বেদনা আবার দূর হইবে।

শ্রীমা।

সম্রাট মার্কাস অরিলিয়সের উপদেশ।

পঞ্চম অধ্যায়।

১। প্রাতঃকালে যখন অনিচ্ছা-পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিবে, তখন এই চিন্তা করিও যে আমি মানবোচিত কার্য্য করিতে যাইতেছি। যে জন্য আমি বাঁচিয়া আছি এবং যাহার জন্য পৃথিবীতে আসিয়াছি, তাহা করিতে কেন অসন্তুষ্ট হই?

২। মনে যে কিছু ক্লেশকর কিম্বা অনুপযুক্ত চিন্তা আছে, তাহা দূরীভূত ও অপনীত করিয়া তৎক্ষণাৎ শান্তচিত্ত হওয়া কত সহজ।

৩। প্রত্যেক বাক্য ও কার্য্য যাহা স্বভাবতঃ তোমার উপযুক্ত, তাহা বিচার করিয়া দেখ এবং অন্য লোকের কার্য্য বা বাক্য দ্বারা তোমার যে অখ্যাতি হয়, তাহাতে চঞ্চল হইও না। যে কার্য্য বা বাক্য উত্তম, তাহা তোমার পক্ষে অনুপযুক্ত মনে করিও না।

৪। যে সকল গুণ তোমার নিজের

আয়ত্তাধীন, তাহা প্রদর্শন কর। সেগুলি এই :—"সরলতা, গাম্ভীর্য্য, শ্রমসহিষ্ণুতা, সুখে অপ্রবৃত্তি, নিজভাগ্যে এবং অল্প বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকা, পর-হিতৈষণা, ঋজুতা, অনাবশ্যক বিষয়ে অরুচি, তুচ্ছ বিষয়ে ঔদাসীন্য এবং মহানুভাবতা।"

৫। প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে যাহা ঘটে, তাহা তাহার ভাগ্যের উপযুক্ত করিয়া নির্দ্দিষ্ট। অতএব ঘটনা অপ্রিয় হইলেও তাহা সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ কর; কারণ তোমার অপ্রিয় হইলেও সমস্ত বিশ্বের স্বাস্থ্য, শ্রীবৃদ্ধি ও সুখের জন্য তাহা প্রয়োজন।

৬। ধর্ম্মনিয়ম অনুসারে কার্য্য করিতে গিয়া যদি সর্ব্বত্র সফল না হও, তাহাতে বিরক্ত, ভগ্নোৎসাহ বা অসন্তুষ্ট হইও না। যখন অকৃতকার্য্য হও, তখন নিজকার্য্যে ফিরিয়া আইস এবং তোমার কার্য্যের অধিকাংশ যদি মানব-স্বভাব-সঙ্গত হয়, তাহাতেই সন্তুষ্ট হও এবং যে কার্য্যে ফিরিয়া আইস, তাহাতে অনুরাগী হও। মহানুভবতা, স্বাধীনতা, সরলতা, সমচিত্ততা এবং ঈশ্বরভক্তি তোমার অধিক প্রিয় কিনা, তাহাই ভাবিয়া দেখ।

৭। যদি কোনও মানুষ কোনও গুণকে যথার্থ উৎকৃষ্ট ভাবে—যেমন বিজ্ঞতা, মিতাচারিতা, ন্যায়পরতা, সহিষ্ণুতা; তাহা হইলে এই উৎকৃষ্ট গুণের সহিত যাহার মিল নাই, তাহার কথা তিনি শুনিবেন না।

৮। সচরাচর তোমার চিন্তা যেরূপ, তোমার স্বভাব সেইরূপ হইবে; কারণ আত্মা চিন্তার রঙে রঞ্জিত হয়। অতএব আত্মাকে অবিশ্রান্ত সৎ চিন্তাতে রঞ্জিত কর। মানুষ যেখানে জীবন ধারণ করিতে পারে, সেখানে উত্তমরূপে সাধু-জীবন ধারণ করিতে পারে।

৯। মানুষ স্বভাবতঃ যাহা সহ্য করিতে পারে না, তাহা তাহার ঘটে না। বাহ্যবস্তু সকল আত্মাকে স্পর্শ করে না, তাহারা আত্মার মধ্যে প্রবেশ করে না এবং ইহাকে নাড়িতে চাড়িতে পারে না। আত্মা স্বাধীন, আপনা আপনি নড়িয়া চড়িয়া বেড়ায় এবং যে সকল বস্তু ইহার নিকটবর্ত্তী হয়, তৎসম্বন্ধে যেরূপ অভিমত উপযুক্ত মনে করে, তাহাই মনে পোষণ করিতে পারে।

১০। সুখ বা দুঃখে শরীরে যে চঞ্চলতা হয়, তাহা শরীরের নেতা ও শাসনকর্ত্তা আত্মাকে যেন বিচলিত না করে। আত্মা সে সকলের সহিত যেন মিলিত না হয়, কিন্তু আপনি আপনার কার্য্যক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাহাদিগেরও সীমা যেন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয়।

১১। এইগুলি স্মরণে উপকার পাইবে। স্মরণ কর কতগুলি অপ্রিয় বিষয় সহ্য করিতে পারিয়াছ; কতগুলি সুখ ও দুঃখ তুচ্ছ করিয়াছ; লোকে যাহা সম্মানকর বলে, তেমন কতগুলি বিষয়ে পদাঘাত করিয়াছ; এবং কতগুলি দুর্ম্মতি লোকের প্রতি সদাশয়তা প্রকাশ করিতে পারিয়াছ।

১২। সৌভাগ্যজনক কি? না মানুষ যাহাতে সৌভাগ্য নির্দ্দেশ করিয়াছে। আত্মার সদ্ভাব, সদ্বৃত্তি ও সৎকার্য্য সকল সৌভাগ্য।

গৃহকর্ম্ম।

বকুল পিঠা।

ক্ষীর মৃদু জালে বেশ দলা পানা করিয়া লও। তার পর তাহাদ্বারা হাতে ছোট ছোট নেচী লুচীর আকারে প্রস্তুত করিয়া রাখ। অনন্তর কিছু টাট্‌কা ছোলার বেসন দুগ্ধে ফেনাও এবং তাহার সঙ্গে কিছু টাট্‌কা সফেদা মিশ্রিত কর। ইহার ভিতর অল্প পরিমাণে কিছু চিনিও দেওয়া আবশ্যক। ইহার পর একটি পরিষ্কার পাত্রে খানিকটা ঘৃত উঠাইয়া গরম কর। অনন্তর সেই চাকৃতিগুলি এক এক-খান করিয়া এই মিশ্রিত বেসনে ডুবাও আর সেই গরম ঘিয়ে ছাড়। তার পর আস্তে আস্তে নাড়িয়া চাড়িয়া এপিঠ ওপিঠ কর। বেশ লাল হইলে ঘি ঝরাইয়া একতার রসে ডুবাইয়া রাখ; মধ্যে বেশ রস গেলে তুলিয়া খাও। টাটকা ক্ষীরে ডুবাইয়া খাইয়া দেখ, বেশী আস্বাদন পাইবে।

লক্ষ্মীবিলাস।

ক্ষীর ⁄১ এক সের, ছানা ⁄।৷০ আধ সের ও নারিকেল কোরা ⁄।০ এক পোয়া। এই সব জিনিষ একত্র করিয়া তিন ভাগের এক ভাগ সুজি তাহার সঙ্গে মিশাইবে। বেশ করিয়া মাখিবে। তার পর কচুরীর আকারে পুরু পুরু করিয়া বানাইয়া ঘিয়ে বাদামী বর্ণে ভাজিয়া একতার রসে ফেলিবে। রস প্রবেশ করিতে একটু দেরী হইবে। বেশ রসপূর্ণ হইলে খাইয়া দেখিবে কেমন উত্তম পিষ্টক।

দোমে মুগের ডাল।

বেশ পরিষ্কার মিঠে ভাজা মুগের দাল রাঁধিবার উপযুক্ত পরিমাণ লইয়া একটী কড়াতে অল্প ঘি দিয়া অল্প ভাজিয়া লও। তৎপরে অন্য একটী হাঁড়ীতে খানিকটা ঘি দাও। ঘি গরম হইলে তার ভিতর কয়খানা তেজপত্র, কয়টা লবঙ্গ, গোটা-কত এলাচীর দানা ছাড়িয়া দাও। এগুলি ভাজা হইলে ডালের পরিমাণে লবণ দাও। তার পর জিরামরিচ, লঙ্কা, ধনে ও হলুদ-বাটা তার ভিতর ছাড়িয়া দাও। লঙ্কা একটু বেশী পরিমাণ দিবে, কারণ ইহাতে লঙ্কা কোঁড়ন নাই। হলুদও একটু পরিমাণ হইতে বেশী দিবে। (হলুদ ভাজা হইলে তার গন্ধ থাকে না)। এই সব মসলা একত্র

করিয়া ভাজিয়া লও, দেখিও বেশী ভাজা হইয়া যেন দড়ি দড়ি হইয়া না যায়। তার পর তার মধ্যে ডাইলের পরিমাণে জল দাও। জল গরম হইলে ডালগুলি ছাড়িয়া দিবে এবং পাকপাত্র ঢাকিয়া রাখিবে। ডাল বেশ সুসিদ্ধ হইলে হাতা-দ্বারা নাড়িয়া নামাইবে। তার পর ঘি ও গরমমসলা দিবে। শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস।

নূতন সংবাদ।

১। ইংলণ্ডীয় যুবরাজ এ দেশে আসিলে রাজ-প্রতিনিধি লর্ড কার্জ্জনের উপরে আসন পাইবেন না। তিনি যেখানে দরবার করিবেন, লর্ড কার্জ্জন আপনার সম্মানরক্ষার্থ তাহাতে উপস্থিত থাকিবেন না।

২। উত্তর পশ্চিমে ভূমিকম্পের এখনও বিরাম নাই। গত ৯ই মে সুলতানপুর এবং কুলু নামক দুইটী স্থান ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাতে অনেক লোকের প্রাণনাশ হইয়াছে।

৩। লেডী কার্জ্জনের পীড়াকালে কলিকাতাবাসিগণ গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। সহৃদয়া লেডী কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ কলিকাতায় একটী জলের ফোয়ারা দান করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

৪। বর্ত্তমান কালে মার্কিন দাতাকর্ণ কার্ণাজি নানাবিধ হিতকর কার্য্যে প্রায় ৪০ কোটি টাকা দান করিয়াছেন। তাঁহার শেষ দান দুই কোটি টাকাতে একটী ফণ্ড স্থাপিত হইয়াছে, তাহার সুদের টাকা হইতে সংযুক্ত রাজ্যের সরকারী অবসৃত শিক্ষক প্রভৃতিকে পেন্‌সন্ দেওয়া হইবে।

৫। মুর্শিদাবাদের নবাব বেগমের মৃত্যুসংবাদে আমরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম। ইনি নিজ অর্থকোষ হইতে কলিকাতা মুসলমান বালিকা-বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার নির্ব্বাহ করিতেছিলেন এবং সর্ব্বপ্রকার দেশহিতকর কার্য্যে মুক্তহস্ত ছিলেন।

৬। জাপানের অভ্যুদয় বিষয়ে যে তিন জন লেখকের বাঙ্গলা প্রবন্ধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে, চৈতন্য লাইব্রেরী তাঁহাদিগকে তিনটী রৌপ্যপদক পুরস্কার দিবেন। রাজনীতি, সমাজ, শিল্প, বাণিজ্য এবং শিক্ষা প্রবন্ধের এই চারি পরিচ্ছেদ হইবে। আগামী ৩০শে নবেম্বরের মধ্যে চৈতন্য লাইব্রেরী সম্পাদক, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা ঠিকানায় প্রবন্ধ পাঠাইতে হইবে।

৭। গত ৩১শে বৈশাখ হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজের প্রাঙ্গণে স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথ ঠাকুর মহাশয়ের স্মৃতি-প্রস্তর তাঁহার স্মৃতি-স্তম্ভে স্থাপিত হইয়াছে।

৮। বল্টিক রণতরীব্যূহ চীন সমুদ্রে

উপস্থিত হইয়াছে। জাপানের সহিত শীঘ্র সংঘর্ষণের সম্ভাবনা।

৯। সম্প্রতি ট্রান্সভাল হীরকখনিতে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হীরক আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহার ওজন প্রায় একসের এবং মূল্য ৮ লক্ষ টাকা।

১০। পাতিয়ালার হার্ন্নুল জেলায় ষোলটী মার্ব্বেল-খনি আছে। ভিক্টোরিয়া স্মৃতিভবননির্ম্মাণে সেই মার্ব্বেল ব্যবহৃত হইবার জন্য তাহার অত্যুৎকৃষ্ট নমুনা কয়েকখানি প্রস্তরফলক রাজপ্রতিনিধির নিকট প্রেরিত হইয়াছে।

১১। কুচবেহারের মহারাজা স্থানীয় কলেজ-গৃহের ভিত্তি সমারোহে সংস্থাপন করিয়াছেন।

১২। ভূমিকম্পে বিপন্ন লোকদিগের সাহায্যার্থ লর্ড কার্জ্জন ও কিচেনার দুইটী পৃথক্ দাতব্য খাতা খুলিয়াছেন। কার্জ্জনের খাতায় প্রায় তিন লক্ষ এবং কিচেনারের খাতায় ১৭ হাজার টাকা উঠিয়াছে।

১৩। ইন্দুর প্লেগরোগের কারণ বলিয়া ইহার ধ্বংসের বিধিমত ব্যবস্থা হইতেছে। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি প্রত্যেক মৃত ইঁদুরের জন্য দুই পয়সা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। গত এক মাসের মধ্যে তিনটী-ব্লকে ৪০হাজার ইন্দুর হত হইয়াছে।

১৪। জাপানে শিক্ষার কড়াকড়ি নিয়ম। বালকবালিকাকে ছয় বৎসর হইতে চৌদ্দ বৎসর পর্য্যন্ত স্কুলে পড়িতেই হইবে। প্রথম চারি বৎসর জাপানী ও চীন ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়, পরে ইংরাজী শিখিতে হয়।

১৫। স্পেনে কুঁজো লোকের সংখ্যা যত, পৃথিবীর আর কোথাও তত নয়।

১৬। রঙ্গপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এক শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

১৭। বোম্বাই সহরে অন্ধদিগের জন্য ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল স্কুল নামে যে বিদ্যালয় আছে, তাহার ফণ্ডে ২১,৩৬০ টাকা জমিয়াছে।

১৮। আগামী ১লা জুলাই হইতে তারের খবর চারি আনায় ৮র পরিবর্ত্তে ১০ কথা যাইবে, ঠিকানার দাম লাগিবে।

১৯। গত ১৮ই মে আলবার্ট হলে বুদ্ধদেবের ২৪৪৯ বার্ষিক পরিনির্ব্বাণ উৎসব হইয়াছে।

২০। গ্রীণলণ্ডের এক একটা তিমি ওজনে ৮৮টা হাতীর সমান।

গ্রন্থাদি সমালোচনা।

১। সতীশতক—শ্রীমতী নির্ম্মলাবালা চৌধুরাণী প্রণীত ও শ্রীপরেশচন্দ্র চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ইহাতে শাস্ত্রোক্ত এক শত সতী রমণীর জীবন-চরিত লিপিবদ্ধ হইবে। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে পদ্মা, ধন্যা, সুকন্যা, রেণুকা ও

চন্দ্রাবতী এই কয়েকটী রমণীর বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা ইহা পাঠ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। আশা করি গ্রন্থখানি শীঘ্র সম্পূর্ণ হইবে এবং হিন্দু নারীদিগের অধ্যয়নোপযোগী সদুপদেশপূর্ণ একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থে পরিণত হইবে।

২। চিত্তস্পন্দন—৯ নং কেণ্ডেরডাইন লেন হইতে শ্রীলালবিহারী রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ইহা কোনও ধর্ম্মপ্রাণা চিন্তাশীলা মহিলার রচনা। অনেকগুলি কবিতায় লেখিকার কবিত্ব, গভীর-তত্ত্বদৃষ্টি এবং ধর্ম্মভাবে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। গ্রন্থকর্ত্রী সম্পূর্ণ উৎসাহলাভের যোগ্যা। ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধ কবিতায় অতি অল্প লোকই এরূপ সুন্দর লিখিতে পারেন।

৩। পত্রাবলী—স্বামী বিবেকানন্দ লিখিত, মূল্য ॥০ আট আনা। স্বর্গীয় স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা, এবং ভারতবর্ষের নানাস্থান হইতে তাঁহার শিষ্য প্রভৃতিকে যে সকল পত্র লিখিয়াছেন, তাহার কতকগুলি একত্র করিয়া পত্রাবলীর ১ম ভাগ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রগুলি অতি উপাদেয়। ইহা পাঠ করিলে গ্রন্থকারের নানাস্থানের ভ্রমণবৃত্তান্ত এবং ধর্ম্ম ও সমাজ প্রভৃতি বিষয়ে মতামত জানা যায়।

৪। বসন্তগাথা—উৎকল কবি শ্রীযুক্ত মধুসূদন রাও প্রণীত কাব্য শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী কর্ত্তৃক অনুবাদিত, মূল্য ।/০ আনা। মূল কাব্যের ভাব রক্ষা করিয়া শ্রীমতী সরস্বতী গ্রন্থখানি বাঙ্গালা সুললিত কবিতায় অনুবাদ করিয়া আপনার শক্তির বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। কবিতাগুলি সুনীতি ও সদ্ভাবপূর্ণ। রচয়িতা ও অনুবাদিকা উভয়েই ইহাতে গৌরবান্বিত হউন।

৫। নারীধর্ম্ম—মূল্য ॥০ আনা। শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী রচিত। এই গ্রন্থখানির ২য় সংস্করণ অল্প দিন মধ্যে হইয়াছে, ইহাতে ইহার উপাদেয়তার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। আমরা প্রথম সংস্করণে প্রত্যেক হিন্দুনারীকে ইহা পাঠ করিতে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছি। ইহা টেক্‌ষ্ট বুক্‌কমিটী-অনুমোদিত স্ত্রীপাঠ্য গ্রন্থমধ্যে স্থান পাইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণে ইহার উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। সাধারণ্যে ইহার অধিক প্রচার বাঞ্ছনীয়।

৬। গার্হস্থ্য ধর্ম্ম—শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী প্রণীত, মূল্য ॥০ আনা। ইহা উপরিলিখিত নারীধর্ম্মের পরিশিষ্ট। গৃহস্থজীবন যাহাতে ধর্ম্মভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া গৃহস্থাশ্রমের আবশ্যক কর্ত্তব্য সকল সাধনের উপযুক্ত হয়, গ্রন্থকর্ত্রী তাহারই জন্য প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার উদারতা, গভীর দৃষ্টি এবং সমাজসংস্কারের চেষ্টা প্রশংসনীয়। পুস্তকখানি সর্ব্বত্র সমাদৃত দেখিলে আমরা সুখী হই।

বামারচনা।

বর্ষের প্রতি।

যাও হে যাও হে বর্ষ ফিরে যাও ঘরে।
বার মাস ছিলে হেথা,
হয়েছিল যে সখ্যতা,
পাতা সনে ফুল যথা শোভে থরে থরে।
স্মৃতির বিমল রূপ সুশুভ্র অম্বরে
সুখ দুখ রহে লেখা,
পাষাণে অঙ্কিত রেখা,
সদাই উজলি রহে আখরে আখরে।
তোমারে বিদায় দিয়ে নূতনে ডাকি।
এস ওহে নব বর্ষ,
লইয়া আমোদ হর্ষ,
বরিষ মঙ্গল-ধারা অমৃতে মাখি।
সাদরে তোমায় মাথে বরণ করি।
পূর্ণকুম্ভ পুষ্পমালা,
সাজে পূরি হেম থালা,
আরতি-প্রদীপমালা সুগন্ধে ভরি।
তব শুভ আগমনী বৈশাখী-সমীরে।
এনেছে চাঁপার গন্ধ,
প্রাণ মনে স্নিগ্ধানন্দ,
পূরিবা হৃদয় মন শান্তির নীরে।
অপসারি শৈত্য হিম তুষার রজনী।
তরুণ অরুণ ছটা,
গ্রীষ্মালোকে নভ-ঘটা,
বিমল মুকুরে ছায়া সুন্দরী ধরণী।
এস হে নবীন বর্ষ কর বীণাধ্বনি।
এনেছ হে ফলাফল,
সুখ দুঃখ শতদল,
ফুটিবে যাহার ভাগ্যে লিখিত যেমনি।

এস হে বিধাতৃ-দূত লইয়া সম্ভার।
তোমার ও মুখপানে
চেয়ে আছে জনে জনে,
এনেছ পুরিয়া তব নবীন ভাণ্ডার।
আমরা মানব অতি সুখের প্রয়াসী।
অহরহ সে কামনা,
জীবনের সে সাধনা,
আমরণ সদাকাল এক অভিলাষী।
মধুকর হেন সদা চাহি পুষ্প-সুধা।
পিয়ে পিয়ে সে অমৃত,
তবু নহে তিরপিত,
পূরেনা আকাঙ্ক্ষা সাধ, মিটেনা ক্ষুধা।
নূতনে প্রমত্ত সদা মানবের মন।
দেও হে নূতন জ্ঞান,
নব মন্ত্র করি ধ্যান,
সজীব উৎসাহ লয়ে করি আয়োজন।
অক্ষয় অব্যয় যিনি চির অপ্রাচীন,
করিব তাঁহার সেবা
দিয়ে ভক্তি মনোজবা,
এ হৃদি কন্দরমাঝে থেকো চিরদিন।
প্রবেশ নবীন বর্ষ সদয় হইয়ে।
চরণ-কমল তব,
প্রস্ফুটিত নব নব
সুরভি প্রসূনরাজি রহিবে ছাইয়ে।
গাইব তোমার গুণ আমোদে মাতিয়ে॥

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

গৃহী কে ?

সেই গৃহী যাঁর গৃহে
শোকার্ত্তের তরে
আছে দুটী আশ্বাস বচন।
যে করেছে-নিজ হৃদে
তাপিতের তরে
আসন রচন।
সেই গৃহী, যাঁর গৃহে
দুঃখি-আতুরের
আছে জুড়াবার স্থান;
পরদুঃখে ঝরে যাঁর
সকরুণ আঁখি দুটী,
ব্যাকুল পরাণ।
গৃহী সেই, যাঁর চিত্ত
শান্ত সমাহিত
সংগ্রামের মাঝে।
বিপদ দুর্দ্দিনে যাঁর
অনিমেষ আঁখি দুটী
"তাঁর" প্রতি রাজে।

সেই গৃহী, যাঁর গেহে
সদা গুরুভক্তি—
অতিথির সেবা,
ধন্য সেই গৃহী জনা
ধরা-ধামে তাঁর মত
সুখী আছে কে'বা ?
যে গৃহের নারী নরে
প্রতিদিন ভক্তিভরে
পূজে "প্রতিভায়",
সে পূত গৃহের শিরে
বরষিত হয় ধীরে
বিধাতার শুভাশীষচয়।
গৃহী সেই, যাঁর গৃহে
নিত্য আরাধনা
বিধাতার নাম গুণ গান;
যেই গৃহে জন্মিয়াছে
কুলের তিলক সুধী
ধার্ম্মিক সন্তান।

শ্রীমতী সরলা দত্ত, মেদিনীপুর।

আমার ভাইটী।

এমন সুন্দর ভাই কার হবে আর ?
হয়েছে কেমন সুশ্রী ভাইটী আমার!
ওষ্ঠখানি কি সুন্দর টুকটুকে লাল,
রাঙ্গা রাঙ্গা আভা তার কমনীয় গাল!
এমন সুন্দর ভাই হয়েছে আমার।
পদতল টুকটুকে মরি কি বাহার!

দেখিতে সর্ব্বদা আমি বড় ভালবাসি,
প্রাণাধিক ভাইটীর বদনেতে হাসি।
শুনিতে সর্ব্বদা মোর বড় অভিলাষ,
অনুপম ভাইটীর আধ আধ ভাষ।
এমন সুন্দর ভাই কার হবে আর ?
হয়েছে কেমন সুশ্রী ভাইটী আমার।

শ্রীমতী সুরুচিবালা সেন।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 502-3. June & July, 1905.

BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৪৩ বর্ষ। ৫০২-৩ সংখ্যা ; জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়, ১৩১২। ৮ম কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাফল—এ বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষার ফল এইরূপ হইয়াছে :—

প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ প্রথম বিভাগ ৩৯৮ ; দ্বিতীয়,—১০৬৬, তৃতীয়,—১৫৫৭, মোট—৩০২১ জন।

এফ, এ—প্রথম বিভাগ—৮৩, দ্বিতীয়,—৩৭৭, তৃতীয়,—৭২৭, মোট—১১৮৭ জন।

বি, এ, — পাশ—৪৫৩, অনর—৭৬ জন।

এ বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১৪টী বালিকা উত্তীর্ণ হইয়াছে। বিভাগানুসারে উত্তীর্ণ ব্রাহ্ম বালিকাদিগের বিবরণ এই—

হৈমবতী চক্রবর্ত্তী ২য় বিভাগ ব্রাহ্ম বালিকাবিদ্যালয়

জ্যোতির্ম্ময়ী দত্ত ৩য় ঐ

অকিঞ্চন বালা পাল ,, বাঁকিপুর ফিমেল স্কুল।

শৈলবালা সমদ্দার ,, ময়মনসিং বালিকাবিদ্যালয়।

হেমবালা সেন ,, ইডেন ফিমেল স্কুল।

নয়নবালা সেন ,, বেথুন কলিজিয়েট স্কুল।

এফ, এ, পরীক্ষোত্তীর্ণা—

নির্ঝরপ্রিয়া ঘোষ ১ম বেথুন কলেজ।

শোভনবালা রক্ষিত ২য় ঐ

প্রতিভা গুহ ,, ঐ

হেমন্তকুমারী বাগচী ,, ঐ

বল্টিক ফ্লিট—রুষীয়েরা যে রণ-পোত ব্যূহের বড় অহঙ্কারী ছিল, তাহা অনেক কষ্টে জাপানের নিকটে না আসিতে আসিতে জাপ এডমিরাল টোগোর কৌশলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে!

শান্তি সূচনা—মার্কিন্ প্রেসিডেন্ট রুসভেল্ট্ রুসিয়া ও জাপানের সম্মতি লইয়া উভয়ের মধ্যে সন্ধিস্থাপনের উদ্যোগী হইয়াছেন। ঈশ্বর তাঁহার সাধু-চেষ্টার সহায় হউন।

হেয়ার উৎসব—গত ১লা জুন কলেজ স্কোয়ারে ডেভিড হেয়ারের ৬৩ বাৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। অনেকগুলি অনুরাগী ও প্রবীণ লোক উপস্থিত ছিলেন।

সুবিচার—হুগলির ম্যাজিষ্ট্রেট কেরী সাহেব অনেক দিন অনেকের উপর জবরদস্তি করিয়া পার পাইয়াছেন। এবার রাজা রামমোহন রায়ের পৌত্র বাবু প্যারীমোহন রায়ের প্রতি অন্যায় অত্যাচার করাতে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে নিম্নপদস্থ করিয়া সারণে বদলি করিয়াছেন।

ভূমিকম্পে দান—কলিকাতার বণিক সমাজ ইহার জন্ত প্রায় ৭৫ হাজার টাকা তুলিয়া দিয়াছেন।

মৃত্যু—গত ২৭শে মে, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক ভাই প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার মহাশয় ৬৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি সমস্ত জীবন জ্ঞানচর্চ্চা, স্বদেশহিতৈষিতা এবং সর্ব্বোপরি ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে অতিবাহিত করিয়া স্বদেশে ও বিদেশে প্রভূত যশোমান লাভ করিয়াছেন। ইনি বামাবোধিনীকে বড় ভাল বাসিতেন। সর্ব্বদা ইহাকে উৎসাহ দান করিতেন এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সময় সময় ইহাতে প্রবন্ধও লিখিতেন। তাঁহার বিয়োগে ভারতমাতা এক পুত্ররত্ন হারাইয়াছেন। শান্তিদাতা বিধাতা তাঁহার আত্মার শান্তি এবং তাঁহার নিরাশ্রয়া পতিপ্রাণা সাধ্বী পত্নীর প্রাণে সান্ত্বনা বিধান করুন।

কাবুল মিশন—রাজদূতগণ নির্ব্বিঘ্নে ফিরিয়া বিলাতে গিয়াছেন। আমীরের সহিত যে পুরাতন সন্ধি ছিল, তাহা পাকা করা হইয়াছে। তবে এখন হইতে আমীরকে রাজার স্থায় "রাজশ্রী" (His Magesty) বলিয়া সম্বোধন করিতে হইবে।

ভূমিকম্প নিদান নিরূপণ—জাপানের বিখ্যাত ভূমিকম্পতত্ত্ববিৎ ডাক্তার এক ওমোরি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, ধর্ম্মশালা ও মুসোরী গমন করিয়াছেন। ঐ সকল স্থানে প্রায় দুই মাস বাস করিয়া তিনি ভারতের ভূমিকম্পের কারণ স্থির করিবেন।

দুর্ঘটনা—(১) সম্প্রতি জলপ্লাবনে কাশ্মীর বিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। শ্রীনগরের চতুঃপার্শ্বস্থ সমস্ত স্থান জলমগ্ন রহিয়াছে। ২২ খানি গ্রাম ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে।

(২) লক্ষ্ণৌয়ে দুই দিবস ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি হইয়াছে।

কার্ণাজির উদারতা—দানবীর কার্ণাজীর এক ভ্রাতুষ্পুত্রী তাঁহার মাতার কোচম্যানের সহিত বিবাহিত হওয়াতে তাঁহার জ্ঞাতি কুটুম্ব সকলেই মহা বিরক্ত। কিন্তু কার্ণাজী তাঁহাকে ৭৫ হাজার টাকা যৌতুক দিয়া বলিয়াছেন "আমার ভাইঝি কোনও হীনচরিত্র লর্ডকে বিবাহ না করিয়া যে এই সচ্চরিত্র কর্ম্মশীল ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়াছে, ইহাতে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি।"

তারের সুবিধা—আগামী জুলাই হইতে ঠিকানা ও সংবাদ সহিত ১০টী কথায় ডেফার্ড (বিলম্ব) টেলিগ্রাম চারি আনায় যাইবে।

ফ্রেজারগঞ্জ—ছোটলাটের এক কীর্ত্তি

যেমন রাঞ্চী কলেজ, আর এক কীর্ত্তি সুন্দরবনে শ্বেতাঙ্গগণের স্বাস্থ্যনিবাস জন্য অরণ্য কাটিয়া নূতন বাসস্থান ফ্রেজারগঞ্জ প্রতিষ্ঠা।

ডাক্তার জগদীশ চন্দ্রের আবিষ্কার—জন্তুদিগের ন্যায় উদ্ভিদদিগের হৃৎপিণ্ড ও সূক্ষ্ম ধমনী আছে এবং শারীরিক প্রাণ ও প্রক্রিয়া বিষয়ে উভয়েরই সৌসাদৃশ্য আছে। এ বিষয়ে তিনি একখানি পুস্তক লিখিয়া লণ্ডন সোসাইটীতে পাঠাইয়াছেন।

কুক্কুর-প্রদর্শনী – যুবরাজের আগ্রা ভ্রমণ কালে তথায় একটি বড় গোচের কুক্কুর-প্রদর্শনী হইবে।

মার্কিন মহিলা সমিতি—আমেরিকান "International Women's Association" নামক মহিলাসমাজ প্রেসিডেন্ট রুযভেন্টকে এক দরখাস্ত দ্বারা অনুরোধ করিয়াছেন যে মার্কিন যুবকগণ চিরকুমার থাকিবার প্রতিজ্ঞা করাতে লক্ষ লক্ষ রমণীকে অবিবাহিত অবস্থায় কাল কাটাইতে হইতেছে, শীঘ্র একটী আইন প্রণয়ন করিয়া এ অনিষ্টের প্রতিষেধ করা দরকার।

মূকবধির-হাঁসপাতাল—আমেদাবাদের ধনাঢ্য সেট্ লাবুভাই রাইচাঁদ স্থানীয় হাঁসপাতালে মূকবধিরদিগের জন্য একটি বিভাগ স্থাপনার্থ গবর্ণমেণ্টের হস্তে ২৫ হাজার টাকা দিয়াছেন।

কাশীবাসিনী। *

আমি বড় দুঃখিনী। আমার বিশ্বাস আমার মত দুঃখিনী এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অতি অল্পই আছে। ইহা সত্য কি অসত্য, তাহা অনন্ত জ্ঞান-স্বরূপই জানেন, কারণ উপস্থিত আমি আপনার দুঃখ লইয়াই মহাব্যস্ত, এ সময় অন্যের দুঃখ দেখিবার অবসর আমার নাই।

আমি একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণের কন্যা, আমার নাম ঐক্যলতা। পিতা যখন আমাকে পাত্রস্থ করেন, তখন আমি ত্রয়োদশ বৎসরের বালিকা। যিনি আমার পাণিগ্রহণ করিলেন, তিনি বেশ বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, রূপবান্ এবং ধনবান্ যুবক, আমি তাঁহাকে পাইয়া নারীজন্ম সফল মনে করিলাম। কিন্তু তিনি আমাকে পাইয়া বিষম বিষাদিত হইলেন, কারণ আমি দেখিতে সুন্দর ছিলাম না।

বিবাহের পর শ্বশুরগৃহে আসিয়া ঘরকন্না দেখিয়া শুনিয়া লইলাম। ঘরে শাশুড়ী ছিলেন না, সমুদয় কাজই আমাকে করিতে হইত। শ্বশুর ঠাকুর আমাকে বড় স্নেহ করিতেন। আমিও প্রাণপণে তাঁহার সন্তোষ সাধনের চেষ্টা করিতাম। অল্পদিনের মধ্যে দাসদাসী লোকজন আমাকে যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা ও আদর যত্ন করিতে আরম্ভ করিল।

আমার রূপ নাই, গুণে আমি বিশ্ব-

* সত্যমূলক ঘটনা।

ব্রহ্মাণ্ডকে বশীভূত করিব মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম। এ প্রতিজ্ঞা অল্প পরিমাণে পূর্ণও হইল। স্বামিদেবতা ভিন্ন সকলেই আমার গুণের পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন। শ্বশুরের স্নেহ, দাস-দাসীদের ভক্তি ও গ্রামবাসীদের ভালবাসা লাভ করিয়াও একমাত্র স্বামীর প্রেমে বঞ্চিত হইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া দিবা যামিনী যাপন করিতে লাগিলাম। ধিক্ অবলা জাতি!!

হাসিতে দেখিলেও দিন থাকে না, কাঁদিতে দেখিলেও দিন থাকে না। দিন চলিল। দুই বৎসরের মধ্যে আমি গর্ভ-বতী হইলাম, অসময়ে একটি মৃত সন্তান প্রসব করিয়া নিজেও সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইলাম। পেটের ভিতর পীড়া হইল, লেডি ডাক্তারেরা পরীক্ষা করিয়া কহিলেন "জরায়ু খারাপ হইয়া গিয়াছে, ইহার আর কখনও সন্তান হইবার সম্ভাবনা নাই।" আমি নীরবে অশ্রুজল মুছিতে মুছিতে আরোগ্য লাভ করিয়া উঠিলাম, বুঝিলাম সেই সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর অনাদরও বৃদ্ধি হইল।

মন্দভাগিনী আমি এই দুঃসময়ে পিতৃ-তুল্য শ্বশুরের স্নেহেও চিরবঞ্চিত হইলাম, তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হইল। আমি সংসারসাগরে ক্ষুদ্র তৃণবৎ ভাসমানা রহিলাম।

পিতার শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া শেষ করিয়া আসিয়া এক দিন স্বামী আমাকে ডাকি-লেন "ঐক্যলতা!"

আমি অধোমুখে উত্তর দিলাম "আজ্ঞে।"

স্বামী—ঐক্যলতা, আমি আবার বিবাহ করিতে চাই।

আমি অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া পরে কহিলাম "কবে?"

স্বামী—অল্পদিনের মধ্যেই।

আমি—কালা অশুচে?

স্বামী—ক্ষতি কি?

আমি—দোষ হয়।

স্বামী—কি দোষ?

আমি—বিবাহিতা স্ত্রী শীঘ্র বিধবা হয়।

স্বামী—আমি মরিব না, সে ভয় নাই।

আমি অঞ্চলে মুখাবরণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। তিনি ধীরে ধীরে সে কক্ষহইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

বলিতে লজ্জা করে, তারপর ছয়-মাসের মধ্যে স্বামী দেবতা সুমুখী-নাম্নী এক সুন্দরী রমনীকে বিবাহ করিয়া ঘরে আনিলেন। তিনি যতই নির্দ্দয়াচরণ করুন, আমি তাঁহাকে দেবতাই ভাবিব। বিবাহের পর একদিন তিনি আমাকে কহিলেন "ঐক্যলতা।"

আমি "আজ্ঞে" বলিয়া উত্তর দিলাম।

স্বামী যথেচ্ছাচরণ করিলেও স্ত্রীর তাঁহাকে পূজা করিতেই হইবে। হায়! স্ত্রীভাগ্য! তিনি কহিলেন "ঐক্যলতা, তুমি কাশী গিয়া থাক।"

আমি নতমুখে কহিলাম "কেন?"

তিনি আর কোনও উত্তর দিলেন না, ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।

আমার সেই "কেন" প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্ত হাস্তমুখে স্থমুখীর একজন প্রাচীনা পরিচারিকা আসিল। সে কহিল "হাঁগা, তুমি কাশী বাস করিবে?"

আমি—স্বয়ং স্বামীও অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন, কেন যে তোমরা আমাকে কাশীবাস রূপ মহাধর্ম্মে প্রবৃত্তি লওয়াইতেছ, তাহা কি শুনিতে পাই না?

পরিচারিকা—তবে শোন।--তোমাকে চিরকালের মত পরিত্যাগ করিয়া গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিবেন, এইরূপ প্রতিজ্ঞাপত্র রেজিষ্টারী করিয়া দিয়া তোমার স্বামী স্থমুখীকে বিবাহ করিয়াছেন। তা তুমি ভদ্র ঘরের মেয়ে, আর কোথায় বাহির হইয়া যাইবে? কাশী গিয়ে থাক।

পরিচারিকার কঠিন কথা শেলের মত আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হইল। আমি হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম।

দাসীদের শুশ্রূষায় জ্ঞানপ্রাপ্তি হইয়া স্বামীকে ডাকিলাম। তিনি স্থমুখীর গৃহ হইতে আসিলেন। এত দিনের মধ্যে ভয়ে একদিনও স্বামীর নিকট অবগুণ্ঠন মুক্ত করিতে পারি নাই, আজ করিলাম। যোড় হাত করিয়া কহিলাম "কাশী গিয়ে কাহার আশ্রয়ে থাকিব? এখনও আমার বয়স আছে।" তিনি কহিলেন "কেন? কাশিতে তোমার জ্ঞাতি খুড়শ্বশুর আছেন, তাঁহার নিকটে গিয়ে থাক।"

আমি তাঁহার পদানত হইয়া কহিলাম "আচ্ছা। আপনার সুখের পথের কণ্টক হইয়া থাকিতে চাই না।"

তিনি কহিলেন "পঞ্জিকা দেখিয়াছি কাল প্রাতে দিন ভাল।"

আমি কাঁদিয়া কহিলাম "আমার দিন অদিন আর কি? একদিন অপেক্ষা না করিয়া আজই যাইতাম, কিন্তু আপনার ভালমন্দ আমাকেই দেখিতে হইবে। কালই যাইব।"

তিনি স্থমুখীর ঘরে চলিয়া গেলেন।

আমার কালস্বরূপ হইয়া শীঘ্র সে কাল আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি কাঁদিতে কাঁদিতে যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। স্থমুখী আসিয়া আমার হাতে গোটা কয়েক টাকা দিল। আর বলিল "দিদি! তোমার টাকা পয়সার দরকার হইলে আমাকে লিখিও।"

স্বামী আসিয়া কহিয়া গেলেন "শীঘ্র শীঘ্র, ঐক্যলতা, লগ্ন বহিয়া যায়।" দুইজন ভৃত্য এবং দুইজন দাসীর সঙ্গে আমি কাশী চলিয়া গেলাম। সে সময় শরীর কাঁপিতেছিল, হৃদয় বিঁধিতেছিল, কিন্তু পোড়াচক্ষে জল ফেলিলাম না, পাছে তাঁহার অমঙ্গল হয়। আজ হইতে তিনি সম্পূর্ণ সুখী হইলেন ভাবিয়া মনে একটু সুখও হইল। ধন্য ধন্য সাধ্বী নারী-চরিত্রকে, আর শত ধন্য ইহার রচয়িত্রী সেই মহামহিমাময়ী জগৎজননীকে।

২০বৎসর গত হইল, ইহার মধ্যে গুটি কয়েক পুত্র কন্যা রাখিয়া স্থমুখী স্বর্গা-

রোহণ করিল। তাহার শিশু সন্তান গুলির প্রতিপালনের গুরুভার তাহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর উপর অর্পিত হইল। অল্পকালের মধ্যে সুমুখীর দিদি দেখিলেন তিনি পরের সংসারের মায়া জালে বৃথা জড়িত হইতেছেন। এই সময় তিনি আমাকে একবার তলব করিলেন, আমি ফিরিয়া যাইতে আর স্বীকৃত হইলাম না।

কাশীতে আমাদের বিষয় ছিল অতএব কাশীতেই স্বামীর সঙ্গে মধ্যে মধ্যে আমার দেখা হইত।

একদিন আমি স্বামীকে কহিলাম "সুমুখীর দিদি আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। কিন্তু এখন আমার বয়স হইয়াছে, এখন আর হাঁটিবার খাটিবার শক্তি নাই; বিশ্বেশ্বরের পাদপদ্মে পতিত আছি, বৎসর বৎসর পতিপদ-দর্শন পাই, ইহার চেয়ে সুখ স্ত্রীলোকের আর কি আছে? তবে আপনিও যদি এইরূপ আজ্ঞা করেন, তবে তাহা আমাকে পালন করিতেই হইবে।"

তিনি আমার কথার উত্তর না দিয়াই চলিয়া গেলেন। আমি বুঝিলাম, তিনি এখনও পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হন নাই।

অম্বুজা সুন্দরী দাস গুপ্ত।

প্রায়শ্চিত্ত।

একদা কাঞ্চনকান্ত বসন্ত উদয়,
কিন্তু ভ্রান্ত নর নিজ দুরদৃষ্ট-দোষে
একবার তার পানে দেখিল না চাহি।
সময়ে সে চলি গেল সাধি নিজ কাজ,
মাগিল না কারো কাছে করুণা মমতা,
ধীরে ধীরে অতি ধীরে চলিল স্বদেশে!
যবে সে মিশিয়া গেল অসীম-শরীরে,
তখন জাগিল বিশ্ব তাহারি সৌরভে!
নিরখিল ফুলকুল পড়িছে ঝরিয়া,
বিরত বিহঙ্গগণ মধুর সঙ্গীতে,
পলায় মলয়ানিল, খুলিছে প্রকৃতি
সবুজ সোণালী বাস দীর্ঘ শ্বাস ফেলি।
তখন খুঁজিল তারে সমস্ত ধরণী,
সারমাত্র অস্থিরতা—কোথা পাবে তারে?
হেন জাগরণ হায়! কাঁদিতে কেবলি,
সমস্ত জীবনে জাগে সেই হাহাকার!
তেমতি বঙ্গের দশা অদৃষ্টের দোষে,
কিম্বা বুঝি ব্রহ্মশাপে থাকিতে সময়,
বোঝেনি সে কি যে মণি শ্রীমধুসূদন!
মেঘনাদ, বীরাঙ্গনা, পদ্মাবতী আদি
কত রত্ন ভরি দিলা মায়ের অঞ্চল,
চিনিল না অভাগিনী—আপনি ছিঁড়িল
আপন সৌভাগ্যমালা! জনমের মত!
সে দারুণ অনাদরে কবিকুলরাজা,
চলি গেল উপেক্ষিত আঁখিজলে ভাসি!
সেদিন অনেক দিন গিয়াছে চলিয়া,
নিষ্ঠুর চেতনা আজি দিয়াছে জাগায়ে,
বুঝেছে মা—ছিল পুত্র অমূল্য রতন।

বুঝেছে সে দিয়ে গেছে অফুরন্ত নিধি,
আর কি পাইবে তারে ?-হায় এ চেতনা
শত মরণের চেয়ে নির্ম্মম নিষ্ঠুর !
তাই গড়ে স্মৃতিস্তম্ভ বিশুভ্র পাষাণে,
জীবন চরিত্র লেখে অমর অক্ষরে ;
কবির বিদায় দিনে বিরাট শ্মশানে,
তাই বঙ্গবাসি-নেত্রে বহে শত ধারা !
আজি তাই জন্মোৎসব করে সবে মিলি,
"যশোরে সাগরদাড়ী কপোতাক্ষী-তীরে।"
এত নহে আর কিছু—বঙ্গ অভাগিনী;
করিছে মা প্রায়শ্চিত্ত মৌন অনুতাপে।

শ্রীবীরকুমারবধ-রচয়িত্রী।

পুষ্পোদ্যান।

পাপসাগরে নিমগ্ন ভোগরত মানবের বাসভূমি এই পৃথিবী এবং পুণ্যসাগরে নিত্য সন্তরণশীল অনন্ত সুষমায় পূর্ণাকর মানবের মস্তকোপরি ঐ বিচিত্র নভঃ—এই দুইটীই পরমেশের নিজহস্তরোপিতোদ্যান। এই উদ্যানদ্বয়ের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির নিমিত্ত অনন্ত সৌন্দর্য্যাকর দেবতা তাঁহার নিজ সৌন্দর্য্য বিতরণ করিয়া পৃথিবী এবং আকাশকে সৌন্দর্য্যের পূর্ণ লীলাভূমি করিয়াছেন। সেই অপার মহিমাময়ের মহিমা-কণিকা আদিত্য দেব যখন এই পৃথিবী পানে দৃষ্টিপাত করেন—তখন এই উদ্যান হাসিতে পূর্ণ হয়—তখনই ধরা স্বর্গীয় সুগন্ধযুক্ত হইয়া পাপদগ্ধ মানবকেও কিয়ৎকাল সেই মহিমার অনন্ত সৌরভে মুগ্ধ করে।

একদিন নিম্নোদ্যানের একটী জীব উন্মত্তবৎ কি যেন ভাবিতেছে—একবার সুদূর আকাশপানে এবং একবার নিম্ন পৃথিবীপানে তাকাইয়া আপন ভাবে আপনি বিভোর হইয়া আবার কি ভাবিতেছে—পৃথিবীর উদ্যানে স্তবকে স্তবকে কুসুমরাশি বিকশিত হইয়াছে আর ঐ আকাশের উদ্যানেও তারাফুলদল ফুটিয়াছে।

কি প্রাণ বিমোহন, কি সুন্দর, কি মধুময় দৃশ্য! নিম্নোদ্যানের সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া ভৃঙ্গ উন্মত্ত, ভ্রান্ত, মোহিত। আর এ অনন্ত বিস্তারের সুষমায় মোহিত হইয়া চকোরও তদবস্থাপন্ন। নানাবর্ণের নানাবিধ ফুল—গোলাপ, মল্লিকা, চাঁপা, চন্দ্রমল্লিকা, রজনীগন্ধা পৃথিবীর উদ্যানে প্রস্ফুটিত হইয়াছে, আর ঐ আকাশের তারা ফুলও নানাবর্ণে—কেহ শ্যামল, কেহ নীলাভ, কেহ নবসূর্য্যের রক্তিম রাগে রঞ্জিত। মহিমার কি অপূর্ব্ব বিকাশ! তারাফুল আরও মনোরম ফুল, আরও ভাবের বিচিত্র ক্ষেত্র। এ ফুল পৃথিবীর ফুল অপেক্ষা শতগুণে সুন্দর, উজ্জ্বল ও উন্নত। পৃথিবীর ফুলে যদি একটি সৌন্দর্য্যের বিকাশ হয়, স্বর্গের ফুলে শত সৌন্দর্য্যের সমাবেশ। পৃথিবীর ফুল স্বার্থদ্বেষপাপের

গভীর সাগরে নিমগ্ন ক্ষুদ্র মীনের—প্রকৃত সৌন্দর্য্যাস্বাদনে—এমন কি মানবচক্ষেও নিরীক্ষণে অক্ষম জীবের নিমিত্ত। আর ঐ আকাশের ফুল পবিত্রতা-নির্ম্মলতা-পুণ্যের অনন্ত সুষমাময় পরমেশ-চিরাশ্রিত দেবগণের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত। তাহাতেই এত পার্থক্য, এত স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রভেদ।

উদ্যানের আর একটি দৃশ্যে তুমি দৃষ্টিপাত কর। পৃথিবীস্থিত উদ্যানের বহুপুষ্পসমাকীর্ণ ঐ চন্দ্রকিরণস্নাত বিটপীর স্নিগ্ধ ছায়ায় উপবেশন করিয়া আকাশোদ্যানের আর একটি দৃশ্য দেখ। ঐ যে বিস্তৃত হীরকখণ্ড উদ্যান-নৃপতির মুকুটরূপে শোভা পাইতেছে, মানব উহা কি? উনি কি শারদীয় পূর্ণশশধর? না, তাহা নহে। মহিমাময়ের উদ্যানের আর একটি মহিমার জলন্ত বিকাশ। নিয়োদ্যানের সরোবরে কমলিনী কুমুদিনী সতত শোভা পায়। পৃথিবীর উদ্যানে যাহা এত মধুর, প্রকৃতি-দেবীর এত মধুর রত্নভাণ্ডার আকাশোদ্যানে কি তাহা নাই? ঐ দেখ আকাশের এ অত্যুজ্জ্বল হীরকখণ্ড উদ্যান সরোবরে উৎপলরূপে শোভার অতুল কিরণঘটা বিক্ষিপ্ত করিয়া উদ্যানভ্রমণকারী দেবদেবীর প্রীতিসাধনার্থ বিরাজমান। আকাশোদ্যানের পদ্ম হাসিতেছে, বড় বড় মধুর। আর সেই হাসি চুরি করিয়া নিয়োদ্যানের কুসুমগুলি নীরবে হাসিতেছে; যূঁই, চামেলী, মল্লিকা সকলেই হাসিতেছে—হাসির তরঙ্গমালা স্তরে স্তরে উঠিয়া মধুরে মধুর মিশাইতেছে। স্বর্গীয় উদ্যানের মাধুর্য্য ভ্রান্তজীবের পক্ষে সম্যক্ উপলব্ধি করা বড় কঠিন। মানব! যদি হৃদয় থাকে, যদি প্রকৃত সৌন্দর্য্যের উপাসনা করিতে কামনা কর, যদি মহিমাময়ের অপূর্ব্ব মহিমা হৃদয়ে ক্ষণেক উপলব্ধি করিতে সচেষ্ট হও, তাহা হইলে এই উন্নত প্রাণীর মত একবার সুন্দর আকাশপানে আর একবার পৃথিবীর উদ্যান পানে দৃষ্টিপাত কর এবং ফুলের সৌরভে তোমার নরদেহ আমোদিত কর। বৃক্ষে স্তবকে স্তবকে ফুল ফুটিতেছে—ফুল কখনও নিজসুখের দিকে দৃষ্টিপাত করে না, সতত তোমাদের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত ও দেবগণের প্রীতি সাধনার্থ আত্মোৎসর্গ করিয়াছে। পুষ্পজীবন বড় পবিত্রতাময় —ভাবের অনন্ত সৌন্দর্য্যের সংমিশ্রণ! মানব! একবার দিব্যচক্ষু উন্মীলন কর—একবার পুষ্পজীবনের অনন্ত সৌন্দর্য্য উপভোগ কর। তুমিও কি ফুলের মত পবিত্রতা নির্ম্মলতা ও স্বার্থত্যাগের মধুর আকর হইয়া মানবের কার্য্যে, দেবের কার্য্যে তোমার জীবন উৎসর্গ করিতে পার না?

অমলা।

(৫০১ সংখ্যা ১৫ পৃষ্ঠার পর)

দৈববাণী শ্রবণে উভয়ের সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইয়া উঠিল; হস্তস্থিত বহ্নি ভূমে পড়িয়া গেল; বক্ষোপরিস্থ স্তূপীকৃত কাষ্ঠ চারিদিকে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল; উভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া কাষ্ঠশয্যায় উপবিষ্টা হইলেন।

বহুক্ষণ উভয়ে নীরব; উভয়ের হৃদয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের উদয় হইল। অমলা তাঁহার সংশয়োৎপাদনকারী আত্মাকে মনে মনে শত সহস্র ধন্যবাদ দিতেছেন; অমিয় আশা ও সংশয়-তরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাতে উদ্বেলিত হইতেছেন। অমলার দৃঢ়বিশ্বাস হইল তিনি সধবা; অমিয় ভাবিতেছেন মনুষ্যের মৃত্যুর পর তাহার দেহ ভস্মীভূত হইবার ৬।৭ বৎসর পরেও যদি সেই মনুষ্যের পূর্ব্ব দেহ, বয়স, প্রকৃতি, স্মৃতি লইয়া পুনরায় আবির্ভাব সম্ভব হয়, তবেই তিনি সধবা; নচেৎ নয়। ক্ষণকাল পরে অমিয় কহিলেন "বৌদিদি, এ আবার কি? এমন সাধের কাজে বাদ সাধিল কে? পাছে কোনও বাধা বিঘ্ন হয়, সেই ভয়ে এমন নির্জ্জন জঙ্গলের মধ্যে এলুম, তবুও নিস্তার নাই; তবে কি আমাদের এ দশার আর উদ্ধার হবে না?

অমলা। একে বলে দৈববাণী; আমরা বিধবা ভেবে মরতে যাচ্ছিলেম বলে ভগবান্ আমাদি'কে নিষেধ ক'রলেন।

অমিয়। তা হ'লে বৌদিদি, ভগবান্ তোমাকেই নিষেধ করেছেন,—আমায় করেন নি। তবে তুমি পুনরায় আমায় কাঠ সাজিয়ে দাও; আমি তো আর সধবা নই; তুমি হ'লেও হতেপার; কেননা তোমার বিশ্বাস তুমি বিধবা নহ, সধবা।

অমলা। এ দৈববাণী দুই জনেরই উদ্দেশে।

অমিয়। না বৌদিদি, আমি মর্ছিলেম বলে হয়ত ভগবানের মনটা কেমন কেমন করেছে, তাই আমাকে ভুলাবার জন্যে বল্লে কি না আমি সধবা; বৌদিদি আর কি আমি কথায় ভুলি; তা যাই হ'ক, বাবাই হ'ক আর ভগবানই হ'ক, কারো কথা শুনছি না।

অমলা। না অমিয়, ভগবান্ কখনও মিথ্যা করে ভুলাতে চান না। হতে পারে ঠাকুরজামাই বিদেশে কোনও গোলযোগে পড়ে আসতে পারেন নি। তুই আমার কথা বিশ্বাস কর, আমি নিশ্চয় বল্‌ছি তুই সধবা। ঈশ্বরের কথার কি আবার দুই হবার যো আছে?

অমিয়। "এ কি করে সম্ভব হতে পারে বৌদিদি? আমি শুনেছি তিনি মহল হতে টাকা আদায় করে মেদিনীপুরের কালেক্টরীতে দাখিল ক'রতে

আস্‌ছিলেন, পথে ডাকাতেরা তাঁকে আর তাঁর তিনজন সঙ্গীকে মেরে টাকা কড়ি সব কেড়ে নিয়েছে। অন্ত যে তিন জনকে ডাকাতেরা মেরে ফেলেছিল, তাদের লাস পাওয়া গিয়েছিল; কিন্তু তাঁর—" এই পর্য্যন্ত বলিয়াই অমিয়ের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। মুখে যাহা বলিতে অসমর্থা হইলেন, অশ্রু তাহা বলিয়া দিল।

অমলা। তবেই দেখ না, সবার মৃত-দেহ পাওয়া গেল, আর তাঁর দেহটা পাওয়া গেল না কেন? হতে পারে ঠাকুরজামাই দৌড়ে কোন রকমে প্রাণ বাঁচিয়েছেন; এটা কি আর অসম্ভব কথা? আমি নিশ্চয় বলছি তিনি বেঁচে আছেন।

অমিয়। বৌদিদি! তা হ'লে আজ ৬।৭ বৎসরের মধ্যে তিনি একবারও বাড়ী এলেন না কেন?

অমলা। তার কোনও বিশেষ কারণ থাকতে পারে।

অমিয়। আচ্ছা বৌদিদি, আমার না হয় তাই হলো; দাদা বেঁচে আছেন বলে তোমার বিশ্বাস হবার কারণ কি? তোমার তো প্রথম হতেই বিশ্বাস তুমি বিধবা হওনি।

অমলা। আমার সেই বিশ্বাস এখন দৃঢ়তর হলো;—আমি সধবা।

অমিয়। কেমন ক'রে জানলে?

অমলা। সেই পাখীটাই জানালে।

"কি করে?"

"পাখীটা 'অঞ্জনা' 'অঞ্জনা' বলে ডাকে, তুই শুনিসনি?

"সময় সময় ডাকে বটে"

"সময় সময় নয়,—সদা সর্ব্বদা।"

"তাই না হয় হলো,—তাতে ক্ষতি-বৃদ্ধি কি?"

"ঐ অঞ্জনা কে—জানিস?"

"না"

"ও একটী খুব সুন্দরী স্ত্রীলোক"।

"কে বল্লে?"

"তোর দাদাই বলেছেন।"

"পাখী তার নাম জানলে কেমন করে?"

"ওটী তার পোষাপাখী।"

"তবে আমাদের বাড়ী এলো কেমন করে?"

"কি রকমে একজন সন্ন্যাসী তাকে পেয়েছিলেন; তিনি আবার তোর দাদাকে ঐ পাখীটা দেবার সময় বলে-ছিলেন যে এ যার পাখী, তেমন সুন্দরী রমণী পৃথিবীতে আর আছে কি না সন্দেহ।"

"অঞ্জনার বাড়ী কোথায়?

"তা জানি না।"

"দাদা কিছু বলেন নি?"

"পশ্চিম অঞ্চল দিয়ে কোন পাহাড়ের নিকট,—প্রায় ছয় মাসের পথ; তাও যে কোন্ দেশ, সে কথা সন্ন্যাসীও তোর দাদাকে বলেননি, আর তিনিও আমাকে বলেননি। তবে এমন হতে পারে সন্ন্যাসী তাঁকে বলেছেন, কিন্তু তিনি আমার কাছে এ বিষয় গোপন করেছেন।

"তাই না হয় হলো,—তাতে পাখী কি করলে?"

"ঐ পাখীটা দিনরাত 'অঞ্জনা' 'অঞ্জনা' করে ডাকত, তাতেই তোর দাদার মনটা যেন তার দিকে বড় টেনেছিল।"

"তুমি কেমন করে জানলে?"

"প্রায় প্রতি রাত্রেই তিনি বলতেন 'পাখীটা বেশ ডাকে—'অঞ্জনা' 'অঞ্জনা'; যেন প্রাণটা ঠাণ্ডা করে দেয়—এ পাখী যার, তার কথা কেমনই না মিষ্ট;—আহা! সে পাখীটাকে হারিয়ে কত ভাবছে!—যদি তার সন্ধান পেতুম, তা হলে তার পাখী তাকে দিয়ে আসতুম;—তাহলে সে আমায় কত ভালবাসতো।' এতেই আমি বুঝতে পেরেছিলেম যে হয় তো একদিন সেই অঞ্জনারই অনুসন্ধানে বাহির হবেন।"

"এখন যে দাদা অঞ্জনাকেই খুজতে গেছেন, তার ঠিক্ কি? যারা দাদার সঙ্গে শিকার করতে গিয়েছিলেন, তারা দাদার যে মৃত্যুসংবাদ প্রচার করলে, এ সকল কি মিথ্যা কথা?"

"তাঁরা যেমন দেখেছেন, তেমনি বলেছেন; তাঁর ছিন্ন ভিন্ন পরিধেয় বস্ত্র দেখে এসেছেন, তাঁর দেহতো দেখে আসেননি।"

"এ কথা সত্য; কিন্তু বৌদিদি, কাপড়গুলো ছিঁড়ে রেখে গিয়ে দাদার ফল কি?

"ফল এই, তা হলে সবাই ভাববে যে বাঘ ভালুকে তাঁকে খেয়ে ফেলেছে; আর কেহ খোঁজ করবে না।"

"আর তুমি যে এত কাঁদবে,—কি এমন হয়ে পুড়বে, তাতে কি তাঁর প্রাণ কাঁদবে না?"

"তা হলে কি আর যান। যা কিছু সব আমার কপালের দোষ।"

"তুমি না জেনে শুনে দাদার উপর দোষ দিচ্ছ কেন?"

"তিনি যে ছল করে অঞ্জনার সন্ধানে বেরিয়েছেন, তা আমি বেশ বুঝতে পেরেছি। অমিয়! তিনি যেখানে ইচ্ছা যান, তাতে ক্ষতি নাই;—তবে এত দুর্গম পাহাড় জঙ্গল অতিক্রম করে নিরাপদে যাবেন কেমন করে, সেই চিন্তায় আমার মন হু হু করছে।"

"তাহলে দাদা বেঁচে আছেন?"

হাঁ। পথে যদি বিপদ না হয়, তাহলে তিনি এখনও জীবিত আছেন।"

"ভগবান্ আমার দাদাকে বাঁচিয়ে রেখো!"

নিবিড় জঙ্গল মধ্যে উভয়ে একমনে এইরূপ কথা বার্ত্তা কহিতেছেন, কিন্তু যামিনী যে অংশুমালীর আগমন সম্ভাবনায় নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে অবগুণ্ঠনাবতী হইয়া অরণ্য হইতে দ্রুতবেগে অপসৃতা হইতেছেন, সে দিকে কাহারো লক্ষ্য নাই। অবশেষে যামিনী বধুর অলঙ্কারের ঝনাৎকারে উভয়ের চৈতন্য উদয় হইল। গায়ক পক্ষীর সুস্বর লহরী ও বায়সের কাকা রবে তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে শর্ব্বরী প্রভাতা। আর বিলম্ব করা চলে না; এখনও সকলে জাগরিত হয় নাই;

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে জঙ্গলের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিতে হইবে। এখন মহাবিপদ্—তাঁহারা জঙ্গলের বাহিরে আসেন কিরূপে?

অমলা কহিলেন "অমিয়! এখন কি করা যায় বল্ দেখি? জঙ্গলের বাহিরে গেলে যদি কেহ আমাদিগ্‌কে দেখে চিন্‌তে পারে, তাহলে কি হবে! কেবল যে কোন্ গৃহস্থঘরের স্ত্রীলোক বলে চিন্‌তে পারবে, সে ভয় নাই; আমাদিগ্‌কে স্ত্রীলোক বলে চিন্‌তে পারলেই বিপদ। বাঙ্গলা দেশের কেমন একটা রোগ আছে, সুন্দরী পরস্ত্রী দেখলেই পিছু ফেউ লাগ্‌বে—ধর্ম্ম বজায় রাখা দায় হবে।"

অমিয়। "তবে পুরুষের মত কাপড় পরি এসোনা, তা হলেই তো হবে; এক-খান করে বেশী কাপড় আছে, গা ঢাকা দিবারও উপায় রয়েছে।"

অমলা। মাথার চুলগুলোর কি করা যাবে? কাঁচি নাই যে এগুলোকে কেটে ফেলি।

অমিয়। বৌদিদি, এক কাজ করি এসনা; দিয়াশালাই রয়েছে আর আগুনও রয়েছে; চুল গুলোকে পুড়িয়ে দিই এস, তাহলে সব জ্বালা চুকে যাবে।"

অমলা। এ বেশ যুক্তি, এখন তাই করা যাক্। আরও এক কাজ করতে হবে, এই যে আগুন রেখেছিলুম, তার যে ছাই পড়েছে ওতে করে সর্ব্বাঙ্গ মাথাতে হবে, যেন গায়ের রংটা আদৌ টের পাওয়া না যায়। আর এই কাপড় গুলোর পাড়গুলো ছিঁড়ে দিয়ে ধূলা বালি মাখিয়ে কাপড় গুলোকে ময়লা করে ফেলতে হবে, তাহলেই এখনকার মত চলবে।

যুক্তি স্থির হইল; যে কুন্তলরাশি নানাবিধ সুগন্ধি তৈলে সুবাসিত হইত, যাহা স্বর্ণ ও মণিমুক্তার অলঙ্কারে সুশোভিত থাকিত—যাহাকে স্বজাতীয় সমষ্টি ভাবিয়া অলিকুল পুনঃ পুনঃ তদুপরি বসিবার চেষ্টা করিলে পিছলাইয়া পড়িত—আজি সর্ব্ব-ভুক্ তাহাদিগের অস্তিত্ব লোপ করিল। যে বস্ত্র পরিধান করিয়া তাঁহারা অসীম উৎসাহে জীবনের একটী মহৎ ব্রত উদ্‌যাপন করিতে যত্নবতী হইয়াছিলেন, আজি সেই নববস্ত্রই আবার ছিন্ন ভিন্ন মলিন ভিখারিণীর বসনে পরিণত হইল; যে গাত্র সুগন্ধি চন্দনে চর্চ্চিত হইত, আজি তাহা ভস্মাচ্ছাদিত হইল; যে চরণ-যুগল ক্ষণপূর্ব্বে অলক্তরাগে রঞ্জিত ছিল, মুহূর্ত্তমধ্যে তাহা কর্দ্দমাবৃত হইল! লোকের মানসিক ভাবের যে প্রকার পরিবর্ত্তন হয়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে পোষাক পরিচ্ছদ ও বাহ্যিক ভোগবিলাসের ভাবও সেইরূপ হয়। এক সময়ে যে দ্রব্যের অভাবে মনে কষ্ট হয়, আর এক সময় সেই দ্রব্য নিকটে না থাকিলেই সুখ হয়; এক সময় যাহা ভোগ করিতে পাইলে মনে আনন্দ উপস্থিত হয়, আর এক সময় তাহা ভোগ করা দূরে থাকুক, তাহার কথা মনে উদয় হইলেই মহা কষ্ট হয়। একদিন যাহাকে আদর করিবে, পরদিন তাহা চক্ষুশূল হইবে।

আজি অমিয় ও অমলার বেশ অন্যের চক্ষে যেরূপ লাগুক, কিন্তু তাঁহাদিগের চক্ষে বেশ সুন্দর বলিয়া বোধ হইল ;—কেন না আজি এই ভিখারিণীর বেশই তাঁহাদের ইষ্টসিদ্ধির সহায় হইবে।

ধর্ম্ম ভিন্ন নিরবচ্ছিন্ন ভাল কিছুই নাই। ভাল মন্দ বলিয়া একটী সাধারণ জিনিস জগতে দৃষ্ট হয় না। যাহা আমি ভাল বলি, তাহা হয়তো আর একজন মন্দ বলে ; যাহা আমি মন্দ বলি, হয়তো অন্য একজন তাহাকে ভাল বলে ; অতএব ভাল মন্দ আবশ্যকতা ও রুচি-সাপেক্ষ। আজি অমিয় ও অমলা তাঁহাদের রুচি ও আবশ্যকতা অনুযায়ী মনোরম বেশে বিভূষিতা হইয়া ভিক্ষান্নে উদরপোষণে কৃতসংকল্প হইয়া হারা পতি অন্বেষণার্থে অরণ্য হইতে বহির্গত হইলেন। তখনও সূর্য্যদেব শীতের ভয়ে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া স্বকার্য্যে মনোনিবেশ করেন নাই। ছদ্মবেশা সতীদ্বয় আসিয়া বাসুড়ীর ঘাটে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। যাঁহাদিগকে অরণ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া পশু পক্ষিগণ নীরব হইয়াছিল, এখন যেন তাঁহারা তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে যাইতেছেন দেখিয়া সকলে এত উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল যে সূর্য্যদেব পর্য্যন্ত রোদনের কারণ অবগত হইবার জন্য পূর্ব্বদিক্ হইতে উঁকী মারিতে লাগিলেন।

বাসুড়ীর ঘাটে বহু লোক আসিয়া পারের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। পবিশেষে ভৈরবীপারের কাণ্ডারী নধর চিকণ-কালবরণ অম্বিকা ওরফে ঝড়ু গজেন্দ্রগমনে দুলিতে দুলিতে সুদীর্ঘ বেণুদণ্ড স্কন্ধে লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। সকলেই নদীপার হইবার জন্য ব্যস্ত ; সকলেই গন্তব্য স্থানে পৌছিবার জন্য ব্যগ্র। কিন্তু অমিয় ও অমলা যেন নিশ্চেষ্ট জড় পদার্থ, যেন সংসারে তাহাদিগকে কোনও কার্য্য করিতে হইবে না। সংসারে উদ্দেশ্যবিহীন মনুষ্য অপেক্ষা কষ্টের জীবন কার ? প্রত্যেক মনুষ্যেরই একটা বিশেষ উদ্দেশ্য থাকা আবশ্যক,—যাহা ভিন্ন মনুষ্য যথার্থ মনুষ্য নামের অধিকারী হইতে পারে না। অমিয় ও অমলার উদ্দেশ্য মহৎ ; কিন্তু কি উপায়ে সে উদ্দ্যেশ্য সিদ্ধ হইবে, তাহা তাঁহারা এখনও ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছেন না। যাহা হউক ভগ্নতরী ও ঝড়ুর সাহায্যে তাঁহারা নদী পার হইলেন।

চিন্তাকুলা চলে উভে বসুন্দিয়া পথে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকরালীচরণ হাজরা।

আহার সম্বন্ধে বিজ্ঞান শাস্ত্রের মত।

শরীর রক্ষা করিতে হইলে আহার আবশ্যক। সাধারণতঃ প্রতিমুহূর্ত্তেই শরীরাভ্যন্তরে রাসায়নিক ক্রিয়া চলিতেছে। এই ক্রিয়ার ফলে শারীরিক উত্তাপ

উৎপন্ন হয়। জীবদেহের অভ্যন্তরস্থ ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন রকম ক্রিয়া হয়, এই সমস্ত ক্রিয়াই শরীরকে রক্ষা করে। কিন্তু সকল সৃষ্ট পদার্থই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। দুই দিন বা দুই শত বৎসর হউক না কেন, কখন না কখনও অবশ্যই তাহার পরিবর্ত্তন হইবে ও অবশেষে নাশ হইবে। আমাদিগের শরীরও সৃষ্ট পদার্থ, ইহারও বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু অনেক স্থলেই দেখা যায় যে আহারের দোষে শরীর অতি শীঘ্রই পীড়িত হয় এবং দেহ দুর্বহ ভারস্বরূপ হইয়া উঠে।

দারুণ মানসিক পরিশ্রম, চিন্তা, নিদ্রারাহিত্য, শোক, দুঃখ উদ্বেগ, হর্ষ প্রভৃতি কারণেও আহারের প্রবৃত্তি মন্দীভূত হয়। এরূপ অবস্থায় বহুপ্রকার মিষ্টান্নাদি আহার করিলে জীর্ণ হয় না, বরং উদরাভ্যন্তরে তাহা নানাপ্রকার রোগোৎপাদক বিষাক্ত পদার্থ উৎপন্ন করে। মাদক দ্রব্য সেবন, ক্রোধ, ইন্দ্রিয়সংযমের অভাব এই সমস্ত কারণেও স্নায়বিক শক্তির হ্রাস হয় এবং তজ্জন্য ক্রমে আহার-চেষ্টা মন্দীভূত হয়।

বিজ্ঞানশাস্ত্রবিদ্ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বহু পরীক্ষায় স্থির করিয়াছেন যে আহার সহজে পরিপাক জন্য অম্লত্তেজক পদার্থই প্রশস্ত। দুগ্ধদ্বারাই জন্ম কাল হইতে আমাদের শরীর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। রাসায়নিক প্রণালীতে দুগ্ধ বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায় যে তাহাতে বহু পরিমাণ জল, কিছু চিনি, কিছু ঘৃত, কিছু কেসিন (casin) নামক পদার্থ ও অত্যল্প মাত্রায় লবণ জাতীয় দ্রব্য আছে। এই সমস্ত পদার্থই স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

নিম্নে মাতৃস্তন্য ও গো-দুগ্ধে রাসায়নিক পরীক্ষায় যে যে পদার্থ পাওয়া যায়, তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল :—

	মাতৃস্তন্য	গো-দুগ্ধ
জল	৮৯০ ভাগ	৮৫৮ ভাগ
কঠিন পদার্থ (solid)	১১০ ,,	১৪২ ,,
	১০০০ ,,	১০০০ ,,
এই কঠিন পদার্থ সমূহের মধ্যে		
কেসিন (Casin)	৩৫ ,,	৬৮ ,,
মাখন বা ঘৃত (butter)	২৫ ,,	৩৮ ,,
চিনি (Sugars)	৪৮ ,,	৩০ ,,
লবণজাতীয় দ্রব্য (Salts)	২ ,,	৬ ,,
	১১০ ,,	১৪২ ,,

মাতৃস্তন্যে মিষ্টরস কিছু অধিক, এই জন্য তাহা শিশুর মুখে নিতান্ত উপাদেয় বোধ হয়। মাতৃস্তন্য অভাবে গো-দুগ্ধ দেওয়া যায়, কিন্তু গো-দুগ্ধ তত সহজে পরিপাক হয় না, এজন্য অধিক জল দিয়া ফুটাইয়া লইতে হয়, নতুবা শিশুর পীড়া হইবার সম্ভাবনা।

ডিম্বের মধ্যেও এই সমস্ত পদার্থ আছে, কিন্তু জলীয় ভাগ কম, এজন্য ডিম্ব শিশুর আহারের উপযোগী নহে। যাঁহারা জীব-হিংসা অবৈধ মনে করেন, তাঁহাদের পক্ষেও ডিম্ব আহার করা যুক্তিযুক্ত নহে।

শিশুর ৫।৭ বৎসর বয়স হইলে এবং

দুধে দাঁত সমস্ত পড়িয়া গেলে কঠিন পদার্থ কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে দেওয়া যায়; তাহাতে শরীর পোষণ ও বৃদ্ধির বিশেষ সুবিধা হয়। কৈশোর বয়স মধ্যে গুরু-পাক আহার বিধেয় নহে। যাহার যে রূপ কার্য্য, তাহার আহারও সেইরূপ হওয়া উচিত।

যুবাকালে আহারের কোনও বিশেষ নিয়ম পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলেন নাই। কারণ এ সময় প্রায় সকল রকম আহার্য্যই চলিতে পারে। ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে মাংসাদি আহার প্রচলিত। কিন্তু মাংসাদির ব্যয় অধিক, বাঙ্গালা দেশের জলবায়ুও প্রত্যহ মাংসভক্ষণের বিরোধী। গ্রীণলণ্ড প্রদেশে অত্যন্ত শীত, তথাকার অধিবাসীরা তিমি মৎস্যের চর্ব্বি এবং কাঁচা মাংস (বন্য হরিণের মাংস) প্রচুর পরিমাণে আহার করে। এক জন যুবা ব্যক্তির আহার প্রায় প্রত্যহ ⁄৩॥॰ সের কাঁচা মাংস ও ⁄২॥ সের চর্ব্বি। এই জাতীয় লোক "এস্কুইমো" নামে খ্যাত। আমাদিগের দেশে পুরাণাদিতে ইহারা সম্ভবতঃ রাক্ষস নামে অভিহিত।

বৃদ্ধাবস্থায় দন্তহীন হইলে গুরুপাক আহার উচিত নহে। দুগ্ধ, পরমান্ন, শক্তু প্রভৃতি ও পরিপক্ক ফল মূলাদি অল্প মাত্রায় প্রশস্ত আহার।

এক্ষণে দেখা যাউক—শাক সবজি নিরামিষ আহার ও মাংসাদি আহার সম্বন্ধে বিজ্ঞান শাস্ত্রের মত কি?

আহারের জন্য নাইট্রোজেন-যুক্ত পদার্থ (Nitrogenous food) এবং শ্বেতসার (Starchy food) এবং অল্প মাত্রায় তৈল, মাখন বা ঘৃতের ন্যায় পদার্থ (Fatty matter) আবশ্যক। ডাল প্রভৃতি আহার করিলে নাইট্রোজেনের অভাব হয় না। মাংস প্রভৃতিতে শতকরা ২৩ভাগ নাইট্রোজেন পদার্থ আছে। ডালে শতকরা ২৮ ভাগ আছে। ডাল বেশ করিয়া বাটিয়া লইতে পারিলে ভাল হয়। শ্বেতসার পদার্থ চাউল, গম, ময়দা ও ভুট্টা প্রভৃতি শস্যের মধ্যে বহু পরিমাণে আছে, মাংসে অনেক কম। তৈল বা ঘৃতজাতীয় পদার্থ মাংসে অধিক, চাউল প্রভৃতিতে প্রায় নাই বলিলেই হয়। কিন্তু কেবল আহারের দ্রব্যের দিকে দৃষ্টি রাখিলে নিরামিষ আহার ও আমিষ আহারের বিশেষ পার্থক্য নাই। আমাদিগের বাঙ্গালা দেশে মাংস অপেক্ষা মৎস্য অধিক প্রচলিত, আহার সম্বন্ধে লোক সকলেরই রুচি বিভিন্ন প্রকার। শরীর পীড়াতে অবসন্ন হইলে বা ক্ষয়রোগ থাকিলে বিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শে মাংসাদির ব্যবস্থা করা যায়, কিন্তু কেবল জিহ্বার তৃপ্তির জন্য জীবহিংসা ভাল নয়।—ইংলেণ্ডের কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ মহোদয় লিখিয়াছেন :—

"Never to blend our pleasure or our pride
With sorrow of the meanest thing that feels"

আমাদিগের আমোদ জন্য কিম্বা মদান্ধতাবশতঃ কোনও ক্ষুদ্র জীবকে ব্যথিত করা উচিত হয় না।

এই পর্য্যন্ত গেল বিজ্ঞান শাস্ত্রের কথা। কিন্তু আহার দ্বারা মানসিক অবস্থার কোনও পরিবর্ত্তন হয় কিনা, তাহা বিজ্ঞান-শাস্ত্রবিদ্ পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ নিশ্চয় করিয়া বলেন নাই। এ বিষয়ে এ দেশের চিকিৎসা ও ধর্ম্মশাস্ত্রে বহু বিচার এবং খাদ্যাখাদ্যের নির্দ্ধারণ দেখা যায়।

প্রত্যেকেই সামান্য পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন যে আহারে মানসিক অবস্থার তারতম্য হয়। যে ব্যক্তি কখনও লঙ্কা খাইতে পারেন না, তাঁহাকে যদি লঙ্কা খাওয়ান যায়, তবে সমস্ত দিন তাহার অসুস্থতা বোধ হয়, কর্ম্মে মন লাগে না। সেইরূপ সাধারণতঃ আহার সম্বন্ধেও বলা যায়।—এই স্থানে আহার সম্বন্ধে মহাত্মা ব্যক্তিদিগের মত সংগ্রহ করিতে ইচ্ছা হয়।

ক্রোধী ব্যক্তি যদি পিত্ত বৃদ্ধিকর আহার, লঙ্কা, সর্ষপ প্রভৃতি ভক্ষণ করেন —যাঁহার শরীরে কাম প্রবৃত্তি প্রবল, তিনি যদি মাংস মিঠাই, গুরুপাক মশলাযুক্ত আহার, ঘৃত, মধু প্রভৃতি ভোজন করেন, লোভী ব্যক্তি যদি তিক্ত আহার করেন, সংসারে আসক্ত ব্যক্তি যদি অধিক অম্ল আহার করেন, অভিমানী ব্যক্তি যদি অধিক লবণ আহার করেন, অহংকারী ব্যক্তি যদি অধিক মসুর ডাল খান, তবে তাঁহাদের ঐ সকল প্রবৃত্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং শরীর মন উভয়ই বিকৃত হয়।

সকলেই আপনার প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি পর্য্যালোচনা করিয়া আহার সম্বন্ধে বিধি নিষেধ অবগত হইতে পারেন এবং এই উপায়ে আহার সম্পন্ন করিলে সুস্থ মনে ও সুস্থ শরীরে বিদ্যার্জন, ধনোপার্জন এবং ধর্ম্ম জীবন লাভ করিতে পারেন।—জি।

পিতৃভক্তি সাধন।

ঈশ্বরভক্তির পর পিতৃমাতৃ ভক্তি মানবের প্রধান ধর্ম্ম। সকল জাতির সকল শাস্ত্রে ইহার ব্যবস্থা দেখা যায় এবং সকল দেশে পিতৃমাতৃভক্ত সন্তানদিগের গৌরব কীর্ত্তিত। প্রাচীন কালে কি হিন্দু, কি গ্রীক, কি হিব্রু, কি চিন, কি রোমান, সকল জাতিই পিতা মাতাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করিতেন এবং তাহাদের জন্য ধন, মান, সুখ—এমন কি প্রাণ উৎসর্গ করিতেও সঙ্কুচিত হইতেন না। হিন্দু শাস্ত্রে যেমন আছে—

"মাতরংপিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতাং। মত্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্ব্বপ্রযত্নতঃ।"

গৃহস্থ ব্যক্তি পিতামাতাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা জানিয়া সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রযত্নে তাহাদের সেবা করিবেক। ইহুদিদিগের বাইবেলে ঈশ্বরের এই আদেশ "তোমার পিতামাতাকে ভক্তি কর, তাহা হইলে যেখানে থাকিবে, দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া সুখী হইবে।"

পিতৃভক্তি উদ্দীপক কয়েকটী শ্লোক প্রথমে দিয়া পরে কয়েকটী সাধুচরিত এই প্রবন্ধে বর্ণিত হইবে।

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।

পিতা স্বর্গের ন্যায় উচ্চ, ধর্ম্মের আদর্শ এবং পিতাই তপস্যার শ্রেষ্ঠ সহায়। পিতা প্রসন্ন হইলে সমুদায় দেবতা প্রসন্ন হন।

পিতৃ-প্রণাম।*

পিত্রে তুভ্যং নমো নিত্যং সদারাধ্যতমায় তে।
বিমলজ্ঞানদাত্রে চ নমস্তে গুরবে নমঃ।

সদা আরাধ্যতম পিতা, তোমার চরণে নিত্য নমস্কার। তুমি বিমল জ্ঞানদাতা এবং গুরু, তোমাকে নমস্কার।

অপরাধক্ষমিণে চ সুখায় সুখদায় চ,
নমঃ সদাশুতোষায় শিব-রূপায় তে নমঃ।

তুমি অপরাধ-ক্ষমাকারী, সুখস্বরূপ এবং সুখদাতা, সদা আশুতোষ এবং কল্যাণস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার, তোমাকে নমস্কার।

দুর্লভং মানুষমিদং যেন লব্ধং ময়া বপুঃ।
সম্ভাবনীয়ং ধর্ম্মার্থে তস্মৈ পিত্রে নমোনমঃ।

যাঁহার প্রসাদে ধর্ম্মসাধনের উপযুক্ত এই দুর্লভ মানবশরীর আমি লাভ করিয়াছি, সেই পিতাকে নমস্কার, সেই পিতাকে নমস্কার।

পিতৃভক্তি সম্বন্ধে আখ্যায়িকা।

১। পুরাকালে সূর্য্যবংশে শ্রীরামচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠা মহিষী কৌশল্যার গর্ভজাত জ্যেষ্ঠ পুত্র। স্বীয় অলৌকিক প্রতিভা-বলে এবং বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষি-দিগের শিক্ষা দীক্ষায় তিনি সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদ, সর্ব্বগুণসম্পন্ন এবং পরম ধার্ম্মিক বলিয়া আপামর সাধারণ সকলের গৌরব ও আদরভাজন হইলেন। রামচন্দ্র হর-ধনুর্ভঙ্গে সকল নৃপতি ও বীরদিগকে পরাস্ত করিয়া অলোকসামান্যরূপবতী ও গুণবতী জনক-দুহিতা সীতাকে বিবাহ করেন। তাঁহার বিমাতা মধ্যম রাজ-মহিষী কৈকেয়ীর পুত্র ভরত এবং কনিষ্ঠা রাজ-মহিষী সুমিত্রার যমজপুত্র লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন। রাম ভাইদিগকে প্রাণ অপেক্ষাও ভাল বাসিতেন এবং তাঁহারাও ইহাঁকে পিতৃবৎ শ্রদ্ধা করিতেন। রাজা দশরথ বৃদ্ধ বয়সে রাজ্যভারবহনে অক্ষম হইয়া পাত্রমিত্র-দিগের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, রামচন্দ্রকে রাজপদে অভি-ষিক্ত করিবেন। অভিষেকের সমুদায় আয়োজন প্রস্তুত, নানা দেশ হইতে নিম-ন্ত্রিত ঋষি মুনি ও রাজন্যবর্গ উপস্থিত, অযোধ্যা নগর অশেষ শোভায় সু-সজ্জিত ও আনন্দকোলাহলময়। এমন সময় কি অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল—"কালি রাম রাজা হবে আজি বনবাস।" কৈকেয়ীর এক প্রিয় পরিচারিকা ছিল, তাহার নাম মন্থরা। রাম রাজা হইলে কৈকেয়ী ও তাহার পুত্র ভরতের বড়ই দুর্দ্দশা হইবে। সে কৈকেয়ীকে ইহা বুঝাইয়া দিল এবং কৈকেয়ীর সেবা শুশ্রূষায় সন্তুষ্ট হইয়া রাজা দশরথ তাহাকে বহুদিন পূর্ব্বে যে

* শাস্ত্রস্তোত্র হইতে গৃহীত।

দুইটী বর দিবার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহারই এক বরে রামের চৌদ্দ বৎসর বনবাস এবং অন্য বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক প্রার্থনা করিতে বলিল। দাসীর কুপরামর্শে কৈকেয়ী তাহাই করিল। রাজা দশরথ কি করেন—অনেক অনুতাপ বিলাপ করিলেন এবং কৈকেয়ীকে যথোচিত অনুযোগ ও ভর্ৎসনাও করিলেন। কিন্তু তিনি অটল। রাজা নিজে সত্যপ্রতিপালনে বাধ্য, কিন্তু রামকে মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিতে পারিলেন না। এদিকে রামচন্দ্র অভিষেকের পোষাক পরিয়া মধ্যম রাজমাতার গৃহে তাঁহাকে প্রণাম করিবার জন্য উপস্থিত হইয়া দেখেন রাজা সেখানে অচেতন হইয়া পড়িয়া আছেন। রাম ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কৈকেয়ী লজ্জা ও মমতার বিসর্জ্জন দিয়া রামকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন এবং বলিলেন রাজা যদি আপনার সত্য পালন না করেন, আমি সর্ব্বত্র ঘোষণা করিব :—

"পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি।"

রাম পিতার মুখে কোনও কথা শুনিবার আর অপেক্ষা না করিয়া বলিলেন "আমি প্রাণ দিয়া পিতৃসত্য পালন করিব। পিতা সত্য হইতে পতিত হইলে নরকগামী হইবেন, ইহা অপেক্ষা সন্তানের পক্ষে দুর্ভাগ্য ও ক্লেশের বিষয় আর কি আছে? আমি এখনি রাজ্য ঐশ্বর্য্য এবং গৃহ পরিবার সকলই পরিত্যাগ করিয়া বনবাসে যাইতে প্রস্তুত হইলাম। মা! তুমি ও রাজা আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আশীর্ব্বাদ কর, আমি যেন পিতৃসত্য রক্ষা করিয়া পিতাকে অঋণী ও চিরসুখী করিতে পারি।" তৎপরে রামচন্দ্র রাজপরিচ্ছদ ছাড়িয়া জটা বাকল পরিয়া সকল গুরুজনের নিকট বিদায় লইলেন। সাধ্বী পত্নী সীতা এবং অনুজ লক্ষ্মণ কোনও মতে তাঁহাকে ছাড়িতে পারিলেন না—তাঁহারাও সন্ন্যাসিনী ও সন্ন্যাসীর বেশে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

ইহার পরিণাম কি হইয়াছিল, সকলেই জানেন—রামচন্দ্র অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়া এবং মহাযুদ্ধে হারা পত্নী সীতাকে রাক্ষসহস্তহইতে উদ্ধার করিয়া পুনরায় অযোধ্যাতে আসিয়া রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন। তিনি আদর্শ রাজা হইয়া রামরাজ্য চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। রামচন্দ্র পিতৃভক্তদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য। তিনি পিতাকে সত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিয়া নিত্য সুখের অধিকারী করিবার জন্য ঐহিক সর্ব্বসুখ পরিত্যাগ এবং আপনার সুকুমার মস্তকে গুরুতর দুঃখভার বহনে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। ধন্য কুলপাবন সৎপুত্র শ্রীরামচন্দ্র!

২। মহাত্মা ভীষ্মদেবও অদ্ভুত পিতৃভক্তির দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। তিনি কুরুরাজ শান্তনুর একমাত্র পুত্র এবং তাঁহার রাজ্যের উত্তরাধিকারী। তাঁহার মাতা গঙ্গাদেবী অতি শৈশবে তাঁহাকে ফেলিয়া যান। শান্তনু-তনয় যখন প্রাপ্তবয়স্ক যুবরাজ, তখন তাঁহার পিতা সত্যবতী বা মৎস্যগন্ধা-নাম্নী এক পরমা সুন্দরী ধীবর-

কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য ব্যগ্র হন। কিন্তু ধীবরের দৃঢ়পণ "আমার কন্যার গর্ভে যে পুত্রসন্তান হইবে, তাহাকে রাজ্যের উত্তরাধিকারী না করিলে কন্যাদান করিব না।" রাজা সেই কন্যাকেই চান। আবার উপযুক্ত পুত্রকে তাহার প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিলে লোকতঃ ও ধর্ম্মতঃ নিন্দনীয় হইবেন, এই জন্য বিষম সমস্যায় পড়িলেন। ভীষ্মদেবের নাম তখন দেবব্রত ছিল। তিনি পিতার মনোগত ভাব অবগত হইয়া স্বয়ং এই বিবাহের ঘটকতা কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন। তিনি ধীবররাজের নিকট উপনীত হইয়া পিতার অভীষ্টসাধনার্থ তিনি যাহা চাহিবেন তাহাই দিবেন বলিলেন। ধীবর বলিলেন "আমার কন্যার গর্ভস্থ পুত্র রাজ্যাধিকারী হইবে—এই সত্য করিলে তোমার পিতাকে কন্যাদান করি; কিন্তু ইহা হইলে, তোমার দশা কি হইবে ভাব। তাহা কি স্বীকার করিতে পার?" ভীষ্ম বলিলেন "পিতৃদেবের সন্তোষের জন্য আমি সকলই করিতে পারি। প্রতিজ্ঞা করিতেছি পৈতৃক রাজ্যে আমার যে স্বত্বাধিকার, এখনই তাহা পরিত্যাগ করিলাম।" দাসরাজ বলিলেন "এ কথায় প্রত্যয় কি? আর বাপু, তুমিই যদি রাজ্য-লোভ পরিত্যাগ কর, তোমার সন্তানাদি যাহারা হইবে, তাহারা যে রাজ্য লইয়া বিবাদ করিবে না, তাহার প্রমাণ কি?" দেবব্রত তখনই ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন "আমি কখনও দার-পরিগ্রহ করিব না। তাহা হইলে ত আর সন্তান হইবার কোনও সম্ভাবনা থাকিবে না।" কথিত আছে যখন তিনি এই প্রতিজ্ঞা-বাণী উচ্চারণ করিলেন, তখন এক আকাশ-বাণী হইল "ভীষ্ম" অর্থাৎ কি ভয়ানক! যৌবন ধন সম্পদ ও প্রভুত্বসম্পন্ন, পৈতৃক রাজ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী রাজপুত্র পিতার সন্তোষার্থ চিরজীবনের জন্য সমুদায় ভোগসুখেচ্ছা পরিত্যাগ করিলেন, ইহার অপেক্ষা ভীষণ প্রতিজ্ঞা মানুষের পক্ষে আর কি হইতে পারে? তদবধি দেবব্রত "ভীষ্ম"নামেই পরিচিত হইলেন। ধীবররাজ নিঃসন্দেহ হইয়া তখন শান্তনুকে কন্যাদান করিলেন। ভীষ্ম-দেব কি কঠোরতার সহিত যাবৎ জীবন আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা মহাভারতে সবিস্তার বর্ণিত আছে। পিতার মৃত্যুর পর তিনি চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য নামে দুইটী বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকে ক্রমে ক্রমে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। স্বয়ম্বরস্থলে সকল প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজয় করিয়া কাশীরাজ-কন্যা অম্বিকা ও অম্বালিকাকে আনিয়া ভ্রাতাদিগের সহিত বিবাহ দেন এবং আপনি রাজ্যরক্ষণের সমুদায় ক্লেশ ভার গ্রহণ করিয়া ভ্রাতাদিগকে রাজত্ব ও রাজভোগের অধিকারী করেন। কেবল তাহাই নহে, ভ্রাতাদিগের মৃত্যুর পর তাঁহাদের নিরাশ্রয় অপগণ্ড পুত্র ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডবকে মানুষ করিয়া তাহাদিগকে রাজ্যাধিকারী করেন এবং পরে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দুর্য্যোধনের রাজত্বকালে কেবল

গ্রাসাচ্ছাদন প্রাপ্ত হইয়া ভৃত্যের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে তাঁহার সেবা করেন। ভীষ্মের ন্যায় ত্যাগশীল, সচ্চরিত্র ও ধর্ম্ম-প্রাণ জীবনের উদাহরণ অতি বিরল।

৩। রাজা পুরু, পুরাণপ্রসিদ্ধ শকুন্তলার সহিত যাঁহার বিবাহ হইয়া ভরতনামে পুত্র জন্মে এবং সেই ভরত হইতে ভারতবর্ষ, তিনিও একজন আদর্শ পিতৃভক্তিপরায়ণ ছিলেন। এই পুরু চন্দ্রবংশীয় রাজা যযাতির সন্তান। রাজা যযাতি বাল্যকাল হইতে বিষয় ভোগ করিয়া জরাগ্রস্ত,কিন্তু তথাপি তাঁহার ভোগ-লালসার নিবৃত্তি হয় নাই। তাঁহার ভোগের সামগ্রী যথেষ্ট রহিয়াছে, ভোগবাসনাও আছে, কিন্তু জরা প্রযুক্ত ভোগশক্তি নাই। যযাতির ৫টী পুত্র ছিল—যদু, তুর্ব্বসু,দ্রুহ্য, অনু, পুরু। রাজা একে একে সকল পুত্রকে ডাকিয়া আপনার জরার বিনিময়ে তাঁহাদিগের যৌবনাবস্থা তাঁহাকে দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। "কিন্তু জরাতে দুঃখ বিপুল, উহা আধি-ব্যাধি-সমাকুল" এই ভয়ে জ্যেষ্ঠ চারি পুত্রের কেহই তাহা গ্রহণে স্বীকৃত হইল না। কনিষ্ঠ পুত্র পুরু পিতার সুখের জন্য আত্মবলিদান করিলেন। তিনি পিতার জরাগ্রহণ করিয়া আপনার নবযৌবন তাঁহাকে প্রদান করিলেন। যযাতি যৌবনের উদ্যম সহকারে পুনরায় বিষয়ভোগে প্রবৃত্ত হইলেন। পুরু পিতাকে সুখী করিয়াই সুখী, আপনার ক্লেশ কিছুই গ্রাহ্য করিলেন না। পুরাণে বর্ণিত আছে, তাঁহার এই অসাধারণ পিতৃভক্তি হেতু তাঁহার বংশই ভারতে একচ্ছত্র রাজত্ব লাভ করিল। তাঁহার ভ্রাতারা এ দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন।

৪। পিতৃভক্ত সন্তানের দৃষ্টান্ত যেমন ভারতবর্ষে, তেমনি অন্যান্য দেশেও দেখা যায়। ফরাসীবালক "ক্যাসাবিয়াঙ্কা" পিতৃ-আজ্ঞাপালনে প্রাণ দিয়া অমরকীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। যুদ্ধ-জাহাজে পিতা অধ্যক্ষ, তিনি আপনার বালক সন্তানকে একটী স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া বলেন "আমার অনুমতি ব্যতীত এ স্থান পরিত্যাগ করিবে না।" পিতা নিহত, জাহাজের অন্যান্য লোক বিনষ্ট, আগুন ধুধু করিয়া সকল পোড়াইয়া ক্যাসাবিয়াঙ্কাকে দগ্ধ করিতে আসিতেছে। তথাপি সন্তান অটল ও নির্ভয়। "পিতা এ স্থান কি ছাড়িব?" বার বার জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর না পাইয়া বালক স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল এবং দেখিতে দেখিতে ভস্মসাৎ হইয়া গেল।

৫। অনেকে বেকনারের গল্প অনেকে পড়িয়াছেন। বেকনার এক জাহাজের নাবিক হইয়া সমুদ্রপথে যাইতেছিল, এক ভীষণ হাঙ্গর তাহাকে আক্রমণ করিতে আইসে। পুত্র তাহা দেখিতে পাইয়া এক তরবারির আঘাতে হাঙ্গরকে প্রতিহত করে। ইহাতে পিতার প্রাণ রক্ষা পায়, কিন্তু হাঙ্গর ক্রুদ্ধ হইয়া প্রত্যা-গমনপূর্ব্বক পুত্রের কটিদেশ পর্য্যন্ত গ্রাস করে। পুত্র পিতার উদ্ধারে আনন্দপ্রকাশ করিতে করিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিল।

৬। এটনা পর্ব্বতের অগ্ন্যুৎপাতকালে

আনাপিয়স ও আম্পিনোমস নামে দুই সহোদর মূল্যবান গৃহসামগ্রী সকল পরিত্যাগ করিয়া বৃদ্ধ পিতামাতাকে স্কন্ধে বহনপূর্ব্বক প্রস্থান করে। কথিত আছে এই ভক্তিমান্ পুত্রেরা যে পথ দিয়া গিয়াছিল, তাহাতে অগ্নিস্পর্শ হয় নাই এবং তাহা "Field of the Pious'—ধর্ম্মক্ষেত্র—বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ আছে।

(ক্রমশঃ)

বিবি বেসাণ্টের বালিকা-বিদ্যালয়।

বিবি বেসাণ্টের কীর্ত্তি সম্বন্ধে আর বিশেষ পরিচয় পাঠক ও পাঠিকাগণকে দিতে হইবে না। এই বিদুষী ও ধর্ম্মপ্রাণা মহিলার একটি নূতন কীর্ত্তি সম্প্রতি কাশীধামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিদেশী ও বিজাতীয়গণের জন্ম প্রাণ ঢালিয়া তাহাদের ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ-চেষ্টার প্রথম দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষে ইনিই দেখাইলেন।

বেনারস হিন্দুকলেজ স্থাপনপূর্ব্বক বালকগণের উন্নতির চেষ্টা করিয়া বিবি বেসাণ্ট নিশ্চিন্ত হন নাই; তিনি সম্প্রতি হিন্দুবালিকাগণের জন্ম একটী সুন্দর বিদ্যালয় খুলিয়াছেন। ইহা একটি বিস্তৃত নূতন ভবনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই বাড়ীটি হিন্দুস্ত্রীলোক-দিগের উপযোগী, কোনও পুরুষের সহিত ইহার কোনও সংস্রব নাই। চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রাচীর-বেষ্টিত দুইটি প্রশস্ত প্রাঙ্গণ-বিশিষ্ট সুপরিষ্কৃত একতল গৃহ। ইহাতে কতকগুলি সুপ্রশস্ত কক্ষ ও বাতায়ন আছে। প্রধান কক্ষে প্রথম শ্রেণীর বালিকাদিগকে পড়ান হয়। এখানে মিস পামার-নাম্নী একটি ইয়োরোপিয়ান থিয়োসফিষ্ট মহিলা ইংরাজী শিক্ষা দেন। দুধারি ছোট ছোট কাষ্ঠাসন। একটী একটী বালিকা বসিবার উপযুক্ত আসন-গুলি—অবশ্য চেয়ারের মত নহে, পিঁড়িও বলা যায় না। ইহা ছাড়া কয়েকখানি বোর্ড টাঙ্গান আছে। আলমারীতে মেয়ে-দের শ্লেট, পেন্‌সিল ও পুস্তকাদি থাকে।

অপর চিত্রবিদ্যা শিখাইবার জন্ম (Brush, Painting) রং, তুলি, খাতা প্রভৃতিও আছে। এই কার্য্যের ভার আর একটি ইংরাজ মহিলার উপর। ইঁহার নাম মিস এরেণ্ডল। ইনি এই বিদ্যালয়ের লেডি প্রিন্সিপাল। ইঁহার ভগিনী-পুত্র (বোন-পো) মিষ্টর এরেণ্ডল এক্ষণকার হিন্দু কলিজিয়েট স্কুলের হেড্‌মাষ্টার। ইঁহারা অবৈতনিক ভাবে ভারতবর্ষে আসিয়া কার্য্য করিতেছেন।

উক্ত বিদ্যালয়ে সর্ব্বশুদ্ধ তিনটি শ্রেণী, তাহাতে ইংরাজী, বাঙ্গলা ও হিন্দী ভাষা শেখান হইয়া থাকে। বাঙ্গলা শিখাইবার জন্ম একটি হিন্দু বিধবা স্ত্রীলোক নিযুক্ত হইয়াছেন; এবং হিন্দি পড়াইবার জন্ম

একটি ক্ষত্রিয়াণী আছেন। ইহা ব্যতীত দু-একটি হিন্দু থিয়োসফিষ্ট ভদ্র মহিলারাও গিয়া বালিকাগণকে সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করাইয়া থাকেন। ইহা ছাড়া শিল্পশিক্ষাও হয়।

বালিকাগণের শিক্ষা ব্যতীত এখানে আর একটি অতি শুভ অনুষ্ঠানের প্রস্তাব হইয়াছে। বিবাহিত বালিকা ও বয়ঃস্থা মহিলাগণের জন্য সপ্তাহে তিন দিন করিয়া একটি ক্লাশ খোলা হইয়াছে। সেখানে চিত্রবিদ্যা, ফটোগ্রাফ, শিল্প ও গীতাপাঠ এবং ইংরাজি কথাবার্ত্তা, যিনি ইচ্ছা করেন, শিখিতে পারেন। বয়ঃস্থা স্ত্রীলোকের শ্রেণী একটি ভিন্ন গৃহে স্থাপিত। সেখানে দেশী ধরণে বসিবার বন্দোবস্ত। সে গৃহটি আরও নির্জন। এই সকল সুব্যবস্থার পর পাঠার্থিনীগণকে আনিবার ও লইয়া যাইবার নিমিত্ত একখানি বৃহৎ ঢাকা দেওয়া 'অম্নিবস' গাড়ী আছে। কিন্তু এত সুবন্দোবস্ত সত্ত্বেও দেশীয় ভগিনীরা নিশ্চেষ্ট, ইহা অতিশয় দুঃখের বিষয়।

বারাণসী তুল্য প্রধান নগরীতে এইরূপ মহৎ আশ্রমের আদর ও প্রতিষ্ঠা না হইলে আর কোথায় হইতে পারে? আমাদের স্ত্রীগণের শিক্ষার প্রতি আমরা নিজে উদাসীন। দৈন্য দরিদ্রতা ভারতের সর্ব্ব কার্য্যের প্রতিবন্ধক হইয়া ভাবী মঙ্গলের বিষয়ে সকলকে নিরুৎসাহ করিয়া তুলিয়াছে। বিদেশীয়েরা অকাতরে অর্থব্যয় ও পরিশ্রম করিয়া যখন আমাদের এত উপকার করিতে প্রস্তুত, তখন আমাদেরও উৎসাহ প্রদর্শন করা সুসঙ্গত।

সকলেই জানেন যে সমাজের এক-দিক্ ধরিয়া তুলিলে সে দাঁড়াইতে পারে না। কিন্তু এ বিষয়ে কেহই চিন্তা করিয়া অগ্রসর হইতে চেষ্টিত হয়েন না।

বারাণসীস্থ থিয়সফি সোসাইটির কয়েকটি ইংরাজ মহিলার দ্বারা এই সকল কার্য্য পরিচালিত হইতেছে। তাঁহারা সকলে দেশীয় ভগিনীগণের উন্নতির জন্য আগ্রহশীল। বিবি বেসান্টের সাধু কার্য্যের ফল যেন অচিরে দেশের সর্ব্বত্র বিস্তারিত হয়, ইহাই প্রাণগত কামনা।

শ্রীনিঃ।

দেব ও আনন্দের দীক্ষা।*

বৈশাখের প্রখর নিদাঘে
ভাই দেব আনন্দে—দুজনে
শুভহস্তে দেও দিব্য দান,
এস প্রভু তোমার সদনে।
তব স্নেহ-আতপত্র-ছায়ে,
রাখ নাথ সদা নিরাপদে,

* ১৩১২ সালের ৩১শে বৈশাখ উপনয়ন উপলক্ষে।

নীতিপথে হোক অগ্রসর,
ধ্রুব লক্ষ্য রাখি তব পদে।
ধীর বলীয়ান্ কর প্রাণ,
জ্ঞান-সুধা অজস্র সিঞ্চনে;
যতদিন রাখ এ ধরায়,
দাস করি রাখ ও চরণে।
তব নাম লয়ে যেন নিতু
যায় দিন ধরমে করমে।
সুখে দুখে অচল অটল,
তুমি থেকো অতল মরমে।
তব স্নিগ্ধ আশীর্ব্বাদ-ধারা
ঝরে শিরে সারাটী জনমে।
স্বর্গফুল সম ফুটি ছুটি
দেবের সৌরভে মাতাইয়া,
আনন্দের উচ্ছ্বাস তুলিয়া,
সব প্রাণ দেয় জুড়াইয়া।
বাজে সুললিত দেব-বীণা,
আনন্দের উৎস প্রবাহিত;
প্রতি মুখে হর্ষলীলা খেলে,
হৃদি নাচে হ'য়ে প্রফুল্লিত।
দুটি ভাই নববেশে সাজি,
আসিয়াছে তব দ্বারদেশ;
মাগিতেছে শুভ শিক্ষা দীক্ষা,
জীবনের আকাঙ্ক্ষা অশেষ।
দেও দেব শুভ বর দান,
ইহাদের হউক কল্যাণ,
শান্তিসুখ সুসম্মান,
ধর্ম্মে মতি; আয়ুষ্মান্
বিনয়ী উদারপ্রাণ,
নিঃস্বার্থ করুণালয়ে তোমার আগারে
চিরদাস করে রাখ যুগল ভ্রাতারে।

পিসীমার আশীর্ব্বাদ।

উদাসীনের চিন্তা।

একদা কোন এক মহিলার সহিত বসিয়া ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিতেছিলাম। মহিলা নিরক্ষরা ছিলেন বটে, কিন্তু সাধুশীলা বলিয়া প্রতীয়মান হইল। আমার সহিত তাঁহার সেই প্রথম সাক্ষাৎ, সুতরাং একবার দর্শনে তাঁহার চরিত্রের গূঢ় স্থান সকল দেখিয়া লওয়া অসম্ভব ছিল। তিনি কথাপ্রসঙ্গে একটি প্রবাদবচন আও-ড়াইলেন, তাহা এই—"সাধুর বাতাস লাগিলে গায়, আপনা আপনি স্বভাব যায়।" এই বচনটি তলিয়ে দেখিলে দেখিতে পাইবে যে, ইহার মধ্যে অনেক গভীর তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। প্রথম কথা স্বভাব। স্বভাব বলিলে কি বুঝায়? সে বিষয়ে পরিষ্কার জ্ঞান থাকা চাই। স্বভাবের আর এক নাম প্রকৃতি। স্বভাবই মানুষের কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মাইয়া থাকে। সহজ কথায় বলিতে গেলে স্বভাবই কর্ম্মের উৎপত্তিস্থল। যাহার স্বভাব যেরূপ, তাহার কর্ম্মও সেরূপ হইবে। স্বভাব ভাল হইলে কর্ম্ম ভাল হইবে, স্বভাব মন্দ হইলে কর্ম্মও মন্দ

হইবে। কোন সৎস্বভাবান্বিত ব্যক্তি যদি অসৎ কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে সে উহা করিতে পারিবে না। পক্ষান্তরে অসৎস্বভাব ব্যক্তি সৎকর্ম্ম করিতে চাহিলেও সমর্থ হইবে না। সুতরাং স্বভাবই কর্ম্মের মূল। স্বভাব যখন কর্ম্মের মূল হইল, তখন স্বভাব পরিবর্ত্তন না করিয়া যদি কেহ কর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে সে চেষ্টা ভস্মে ঘি ঢালার ন্যায় নিষ্ফল হইবে। এখন জিজ্ঞাস্য এই স্বভাবের পরিবর্ত্তন মানবের শক্তিসাধ্য কি না? এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে স্বভাবের উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা কর্ত্তব্য। এই বিষয়ের অবতারণা করিতে যাইয়া আমি জন্মান্তরবাদের বিবাদময় ভূমিতে পদার্পণ করিব না। সাধারণের বোধগম্য দুই একটি কারণের অবতারণা করিব। পিতা মাতা এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী পুরুষদিগের স্বভাব উত্তরাধিকারসূত্রে কিয়ৎ পরিমাণে সন্তানবর্গে অবতীর্ণ হইয়া থাকে। পণ্ডিতগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, মাদক দ্রব্য সেবনের স্পৃহা কিয়ৎ-পরিমাণে পিতৃপুরুষ হইতে সন্তানবর্গে সংক্রামিত হয়। এতদ্ভিন্ন স্বভাবের আরও কোনও বিশেষ বিশেষ ধারাও পরবর্ত্তী পুরুষে প্রবাহিত হইতে দেখা যায়। বিবর্ত্তনবাদীদিগের সাধারণ বিশ্বাস এই যে, বর্ত্তমান পুরুষের স্বভাবের অনেক সূত্র (trait) পূর্ব্বপূর্ব্ববর্ত্তী পুরুষ হইতে অব-তরণ করিয়া অনুক্রমে দৃঢ়ীভূত হইতেছে। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, এই অবতরণের উপর জীবের কোনও হাত নাই। এক অলঙ্ঘ্য বিধানের অধীনে এই কার্য্য নিষ্পন্ন হইতেছে, সুতরাং এই পিতৃপরম্পরাগত স্বভাবের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। এই উত্তরাধি-কারসূত্রে প্রাপ্ত স্বভাবের সহিত আরও কতগুকলি সূত্র যুক্ত হইয়া থাকে, তাহা জীবের স্বোপার্জ্জিত দৃঢ়ীকৃত অভ্যাস-সমষ্টি। অভ্যাসের জনয়িতা জীব স্বয়ং, সুতরাং কোনও অভ্যাস উৎপাদন সম্বন্ধে তাহার সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব আছে। সে ইচ্ছা করিলে উহা জন্মাইতে, রূপান্তরিত করিতে এবং সম্পূর্ণরূপ বিলুপ্ত করিতে সমর্থ। এই প্রবন্ধের প্রথমভাগে যে প্রবচনটি উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা কি কেবল স্বভাবের শেষোক্ত অংশ সম্বন্ধেই প্রযুজ্য? না" পিতৃপিতামহ হইতে প্রাপ্ত অংশ সম্বন্ধেও প্রযুজ্য? সাধুতার সংস্পর্শে যদি কেবল স্বোপার্জ্জিত স্বভাবের বিলয়-প্রাপ্তিই সম্ভবপর হয়, আর যদি জন্মের সহিত উত্তরাধিকারসূত্রে যাহা পাওয়া যায়, তাহার বিনাশ সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে একদিকে যেমন সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য কিয়ৎ পরিমাণে খর্ব্ব করা হইল, অন্য-দিকে দুঃস্বভাবান্বিত সাধকের প্রাণেও গভীর নিরাশার সঞ্চার করিয়া দেওয়া হইল। যদি স্বভাবের কোনও অংশ চিকিৎসার বহির্ভূত হয়, তাহা হইলে পাপী ক্ষয়কাশগ্রস্ত রোগীর ন্যায় নিরাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়া অন্তকালেরই

...তে হয়। এ মত ...করিতে গেলে অনন্ত ...ই প্রাণকে আকুলিত ... আমার মতে স্বভাবের ...শই অপরিবর্ত্তনীয় পর্ব্বতবৎ ...লিয়া বোধ হয় না—সমস্ত অংশই ...হার্য্য। স্বোপার্জ্জিতই হউক কিংবা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত গুণই হউক, স্বভাব সর্ব্বাবস্থাতেই পরিবর্ত্তনশীল। এই পরিবর্ত্তনসাধনের বহুবিধ উপায় আছে। আমি আজ কেবল সাধুসঙ্গেরই আলোচনা করিব।

উল্লিখিত প্রবচনে দেখিতে পাই যে, সাধুসঙ্গের গুণে বিনায়াসে দুঃস্বভাব পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। আর এক জন কবি লিখিয়াছেন—

"মলয় বাতাস পেয়ে যেমন মালতী
ফুটেরে বনে,
তেমনি সাধুর প্রাণের বাতাস পেয়ে
নাম ফুটে শ্রবণে।"

এই উভয় বাক্যই সাধুসঙ্গ-পিপাসু ব্যক্তির সাধুসঙ্গে গমনকল্পে কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিয়া তৎপরে স্বভাব-পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে কর্ত্তৃত্ব-নিরপেক্ষ একটা অপরিলক্ষিত নিয়মের আধিপত্য মানিয়া লইতেছে। পর্ব্বতশিখরোপরি আরোহণ করিয়া কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে লম্ফ প্রদান করিতে পারে; কিন্তু তৎপরে পাদদেশে পতনের উপর তাহার আর কোনও কর্ত্তৃত্ব থাকে না, মাধ্যাকর্ষণের অলংঘ্য বিধি তাহাকে নিম্ন দেশে আকর্ষণ করিয়া লয়। উল্লিখিত দুই বচনের ভাবার্থ যাহা প্রকাশ করিতেছে, তাহা প্রকৃত পক্ষে সত্য কি না? সাধুসঙ্গে যাইবামাত্র কিম্বা সাধুর সহিত বহুক্ষণব্যাপী সঙ্গ করিলে বিনা চেষ্টায়ও দুঃস্বভাব পরিবর্ত্তিত হয় কি না? যদি সাধুর সঙ্গকারী কোনও ব্যক্তি সাধুর চরিত্র বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহার সদ্‌গুণাবলী অনুকরণ করিতে চেষ্টা না করে, তাহা হইলেও কেবল দেহটাকে সাধুর সম্মুখীন করিয়া রাখিলে কোনও পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে কি না? অর্থাৎ সাধুর পবিত্র হৃদয় হইতে সাধুতার স্বর্গীয় জ্যোতিরাশি স্বশক্তিতে বিকিরিত হইয়া পার্শ্বোপবিষ্ট ব্যক্তিদিগের হৃদয়ে প্রতিফলিত হইবে কি না? প্রভাতের নবীন সূর্য্যালোক যখন চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে, তখন যে কোন ব্যক্তি গৃহের বাহির হইলেই যেমন সূর্য্যোত্তাপ তাহার শরীরকে স্পর্শ করিতে থাকে, সাধুর হৃদয়ও তদ্রূপ যে কোন ব্যক্তিকে আলোকিত করিতে সমর্থ হয় কি না? এ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা সুকঠিন, কারণ সাধুসঙ্গরূপ মহৌষধে কিরূপে দুঃস্বভাবান্বিত ব্যক্তির রোগোপশম করিয়া থাকে, তাহা মানব-বুদ্ধির অতীত। আমার মনে হয় ঘাত প্রতিঘাতের নিয়মে পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া থাকে। কোন ব্যক্তি হাত পা গুটাইয়া নিরবচ্ছিন্ন নিষ্ক্রিয়ভাবে সাধুসন্নিধানে প্রত্যহ উপবিষ্ট থাকিলে কেবল সাধুর শক্তিবলে তাহার কোনরূপ পরিবর্ত্তন

হওয়া যেমন অসম্ভব, তেমনি আবার আত্মনির্ভরশীল অভিমানী প্রবর্ত্তক সাধক সাধুর শক্তিনিরপেক্ষ হইয়া কেবল স্বচেষ্টায় আপনার স্বভাব পরিবর্ত্তিত করিয়া লইতেও সক্ষম হইতে পারে না। উভয় শক্তির সংমিশ্রণে এ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া থাকে। সাধু এক অলক্ষিত সূত্র অবলম্বন করিয়া পার্শ্বোপবিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে শক্তি সঞ্চারিত করিয়া থাকেন, উপবিষ্ট ব্যক্তি সে শক্তি গ্রহণ করিয়া তাহাকে নিজস্ব ... উপকৃত হইতে থাকে ... স্বভাব যায়।" এ কথা ... হইবে না যে সাধুর সঙ্গে ... কোনও চেষ্টাই করিতে হইবে ... কারকে একেবারে ছাড়িয়া দিয়া ... শক্তির উপরেই নির্ভর করিতে হইবে। তাহা যে করে, সে ব্যক্তি সাধুসঙ্গের উপকারিতা প্রত্যক্ষ করিতে পারে না।

শ্রীচণ্ডীকিশোর কুশারী।

নবীন ভারতী।

এক নদীর এপারে এক ব্যক্তির /৩॥০ কাঠা জমী আছে। ইহা পৈতৃক এবং নিকটে জ্ঞাতি গোত্র অনেক আছে। জমীটুকুতে তার কুলায় না। দুটা গাছ যদি দেয়, বাড়ি ঘরের স্থান হয় না। একটা পুষ্করিণী কাটিতে গেলে বাস উঠাইতে হয়। চাষবাস করিয়া যে কিছু শস্য সঞ্চয় করিবে, তাহারও যো নাই। ইহার উপর প্রতিবেশীদিগের সহিত সেই জমী লইয়া নিত্য বিবাদ বিসম্বাদ ও মকদ্দমা করিতেও অনেক ব্যয়, ও কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। লোকটার এই দুর্দ্দশা দেখিয়া দেশের জমীদার তাহাকে নদীর ওপারে এক খণ্ড বৃহৎ জমী দান করিলেন, তাহাতে পাকা বাড়ি আছে, প্রশস্ত দীর্ঘিকা এবং সুন্দর সুন্দর উদ্যান ও তাহার সংলগ্ন চাষের জমীও যথেষ্ট আছে। উৎপন্ন শস্য ফলাদি সে নিজে ভোগ করিয়া আরো কত লোককে বিতরণ করিতে পারে। সেখানে দায়াদ বা ভাগিদার কেহ নাই, কাহারও সহিত বিবাদ বিসম্বাদের সম্ভাবনা নাই। এ পারে দরিদ্রতার কষ্টে যখন লোকটী অত্যন্ত উৎপীড়িত হয়, অথবা জ্ঞাতি কুটুম্বদিগের সহিত যখন বিবাদ ও মকদ্দমায় হায়রাণ হয়, তখন মনে করে আর এদেশে থাকিব না, নদীপারে গিয়া সুখে সচ্ছন্দে দিন কাটাইব। কিন্তু সেই পৈতৃক চৌদ্দপোয়া জমীটুকুর এত মায়া যে কোন ক্রমেই তাহা ছাড়িয়া যাইতে পারে না। সে বার বার প্রতিজ্ঞা করে, সকলকে বলে এবং বুচকি বাঁধিয়া কতক দূর চলিয়াও যায়, কিন্তু তখনি মনে হয় এ যে পৈতৃক ভূমি, ছাড়িব কেমন করিয়া? আবার সে ফিরিয়া আসে এবং যে

কষ্টের জীবন সেই জীবনই অতিবাহন করে।

সাধারণ মানুষের এই অবস্থা। এই চৌদ্দ পোয়া জমী শরীর এবং ইহার ভোগ্য স্থান এই ক্ষুদ্র সংসার; তাহাতেই মানুষ মায়ায় আবদ্ধ হইয়া থাকে। ইহাতে তাহার প্রাণের সাধ মিটে না, আশার সুসার হয় না; তথাপি সে ইহার মায়াতে বদ্ধ। করুণাময় বিশ্বরাজ ভব-নদীর পারে তাঁহার প্রেমরাজ্যে মানুষকে অনন্ত সুখ ও ঐশ্বর্য্যের অধিকার দিয়াছেন। তথায় কাহার সহিত বিবাদ বিসম্বাদ নাই অথচ সকল প্রভুত্ব ও সুখে সকলেরই পূর্ণ অধিকার আছে। মানুষ এ সংসারে রোগ শোক দুঃখ জরা মৃত্যুর জ্বালায় জ্বালাতন হয়, বাহিরের এবং অন্তরের শত্রুগণ সর্ব্বদাই তাহাকে উত্যক্ত করে ও তাহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইবার জন্য ব্যগ্র। মানুষ যখন মর্ম্মান্তিক ক্লেশ যন্ত্রণা পায়, তখন সংসার পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মরাজ্যে যাইবার জন্য কত ইচ্ছা করে, প্রতিজ্ঞা করে এবং সময় সময় মরকট বৈরাগ্যে সংসার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেও উদ্যত হয়। কিন্তু পৈতৃক চৌদ্দ পোয়া জমীর মায়া কাটাইতে পারে না। আবার ফিরিয়া ঘুরিয়া সংসার কারাগারে আসিয়া প্রবেশ করে; আবার ইচ্ছাপূর্ব্বক মায়ার বেড়ি পায়ে দেয় এবং সংসারী দশ জনের মধ্যে একজন হইয়া মৃত্যুর রাজ্যেই জীবন অতিবাহন করে। অমৃতের রাজ্যে এ জীবনে আর তাহার যাওয়া হয় না। যে মায়া ত্যাগ করিয়া ঐশ্বরিক প্রেমে ঝাঁপ দেয়, সেই মুক্ত হয় ও শান্তি পায়।

সন্ন্যাসিনী ও ক্রুজেডার।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

তৎপর দিন প্রভাতকালে অটাভিনো সেণ্ট ক্রিশ্চিয়ানা ভজনালয়ে আগমন করিয়া তাঁহার অভ্যস্ত স্থানে উপবেশন করিলেন। তাঁহার সম্মুখে তেমনি পুরোহিতের কণ্ঠ হইতে অর্চ্চনা-ধ্বনি উত্থিত হইল। কিন্তু হায়! সেই বাতায়ন-দ্বার, যাহা হইতে প্রতিদিন তিনি প্রেমের সুমধুর সৌন্দর্য্যরস পান করিতেন, তাহা সে দিন আর উদ্‌ঘাটিত হইল না। সে দিন মন্দিরে কুমারী মেরি দেবীর একটা উৎসব সম্পাদিত হইতেছিল। সেই বহুক্ষণব্যাপী উৎসবকালে যদিও লুসিয়ার সুমধুর সঙ্গীতসুধা তাঁহার কর্ণে বর্ষিত হইতেছিল, কিন্তু সে বাতায়ন পুনরায় আর উদ্‌ঘাটিত হইল না। তিনি সে দিন উপাসনান্তে ক্ষুব্ধমনে ভজনালয় হইতে বাহির হইলেন। প্রত্যেক প্রভাত ও সন্ধ্যাকালে সেই গ্যালারির সম্মুখস্থ আসনে উপবেশন করিয়া লুসিয়াকে

দর্শন করাই তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার হৃদয়ে আর অন্য কোন বাসনা ও অভিলাষ ছিল না। যখন পুনরায় সন্ধ্যাকালীন উপাসনার সময় উপস্থিত হইল, তিনি ভজনালয়ে গমন করিয়া তেমনি ব্যগ্রনয়নে সেই বাতায়ন পানে চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু বাতায়ন যেমন দৃঢ় আবদ্ধ, তেমনি রহিল— আর সে মনোহর মূর্ত্তি সে বাতায়ন-সন্নিধানে আসিয়া উপবেশন করিল না। লুসিয়ার অদ্যকার এই অদর্শনে হয়ত তাহাদের পরস্পরের অনুরাগের বিষয় অপর. সন্ন্যাসিনীগণের গোচরীভূত হইয়াছে, এই অনুমান যখন তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইল, তখন তিনি ব্যথিত ও অস্থির হইয়া পড়িলেন। হায়! তিনি কি লুসিয়ার দর্শনে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হইলেন? তৎপর দিন প্রভাতকালে পুনরায় তিনি নিরাশা-ব্যথিত ম্লান আননে সর্ব্বাগ্রে ভজনালয়ের দ্বারে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং অধীরচিত্তে ইহার দ্বার উদ্‌ঘাটনের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ভজনালয়ের সন্নিকটবাসী জনবৃন্দ যখন প্রাভাতিক উপাসনার জন্য মন্দির-দ্বারে সমবেত হইল, তখন তাহারা ম্লান-মুখশ্রী সেই সম্ভ্রান্ত যুবককে সর্ব্বাগ্রে সেখানে উপস্থিত দেখিয়া অত্যুৎকট ঐশ্বরিক ভক্তিতে তাঁহার এইরূপ ম্লানতা অনুভব করিয়া মনে মনে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিল না। যখন সকলে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া আসন গ্রহণ করিল, তখন অটাভিনোও তাঁহার প্রতিদিনকার নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। সেদিনও সেই বাতায়ন পূর্ব্বদিনের ন্যায়ই আবদ্ধ রহিল। কিন্তু লুসিয়ার সুস্বর সঙ্গীতধ্বনি প্রত্যেক দিনের ন্যায় সে দিনও তাঁহার কর্ণে মধুর-রূপে বর্ষিত হইতে লাগিল। এক্ষণে লুসিয়ার মনোহর মূর্ত্তি একটি বার দর্শনের জন্য তাঁহার সর্ব্বস্বও তিনি দান করিতে পারিতেন। কিন্তু আর কখনও সে. মূর্ত্তি তাঁহার নয়নসম্মুখে আবির্ভূত হইল না। সে দিন হইতে তিনি প্রত্যেক দিন প্রাভাতিক ও সায়াহ্নিক অর্চ্চনাকালে সেণ্ট ক্রিশ্চিয়ানা ভজনালয়ে কেবল লুসিয়ার সুস্বর শ্রবণার্থ আগমন করিতে লাগিলেন। অন্ধকার নিশীথে অদৃশ্য দেবদূতের কণ্ঠনিঃসৃত গূঢ় রহস্যাত্মক স্তোত্রগীতির ন্যায় সেই অন্তরালবর্ত্তিনী গায়িকার সঙ্গীত শ্রবণ করাই (যে সঙ্গীতধ্বনি সেই সন্ন্যাসিনীর সঙ্গীতময় মূর্ত্তির স্মৃতি তাঁহার অন্তরে জাগ্রত করিয়া তুলিত) তাঁহার একমাত্র সুখের কারণ হইয়া উঠিল। সেই গ্যালারি আসনে উপবেশন করিয়া লুসিয়া তাঁহার নিকটেই অবস্থিতি করিতেছে এবং তাহার নিশ্বাস-পবিত্রীকৃত বায়ুতে তিনি নিশ্বাস গ্রহণ করিতেছেন, এ চিন্তাও তাঁহার হৃদয়ে গভীরতর আনন্দ বর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু হায়! লুসিয়ার সে সুস্বর সঙ্গীত-শ্রবণানন্দ হইতেও তিনি শীঘ্রই বঞ্চিত হইলেন।

ইহার একমাস পরে একদিন সেণ্ট ক্রিশ্চিয়ানা ভজনালয়ে তাঁহার উদ্‌গ্রীব কর্ণে লুসিয়ার অন্তরাল-প্রবাহিত সঙ্গীতধ্বনিও আর সিঞ্চিত হইল না। সে দিন জীবনের এই একমাত্র সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়া তিনি গভীর যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট হইয়া পড়িলেন। ইহার পর কত দিন তিনি সেণ্ট ক্রিশ্চিয়ানার ভজনালয়ে গমন করিতে লাগিলেন, কিন্তু সে অদৃশ্য সন্ন্যাসিনীর সুস্বর শ্রবণ আর তাঁহার ভাগ্যে ঘটিল না। এক্ষণে তিনি একরূপ "মরিয়া" হইয়া উঠিলেন। জীবনের প্রতি তাঁহার আর কোনও মমতা রহিল না। যে কোন প্রকারে তিনি জীবন পরিত্যাগে বদ্ধপরিকর হইলেন। একদিন প্রভাতকালে যখন তিনি সেণ্ট ক্রিশ্চিয়ানা ভজনালয় হইতে বাহির হইয়া নগরের জনতাপূর্ণ স্থলে উপস্থিত হইলেন, তখন নগরের বহুসংখ্যক অধিবাসীকে দলে দলে বলগ্না নগরের প্রধান ভজনালয়ে গমন করিতে দেখিতে পাইলেন। কেন তাহারা এরূপ দলে দলে সে ভজনালয়ে সমবেত হইতেছে, তাহা অবগত হইবার জন্য তিনিও উৎসুকচিত্তে সেই বিপুল জনতার অনুসরণে ভজনালয়ে প্রবেশ করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

এই সময়ে অর্থাৎ একাদশ খৃষ্টাব্দে জিরারডো ডি স্কানাবিচি নামক একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি বলগ্না নগরের ধর্ম্মাধ্যক্ষ (বিসপ) পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তখন বিসপ পদাভিষিক্ত ব্যক্তিগণের হস্তে বলগ্না নগরের শাসনভারও অর্পিত হইত। এই সময়েই পবিত্র তীর্থস্থল জেরুজেলম বিধর্ম্মী মুসলমানগণের অধিকৃত হইয়াছে, এই সংবাদে সমস্ত খ্রীষ্টান ইউরোপভূমি আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল। খৃষ্টানগণের পবিত্র তীর্থস্থানকে বিধর্ম্মী মুসলমান-গণের কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য পোপ হইতে সামান্য ধর্ম্মযাজক পর্য্যন্ত ইউরোপের প্রত্যেক খৃষ্টানুরাগী স্ব স্ব প্রদেশের সাধারণ খৃষ্টান জনগণকে ধর্ম্মযুদ্ধে লিপ্ত হইতে অবিরত উত্তেজিত করিতেছিলেন। বলগ্না নগরের বিসপ জিরারডি স্কানাবিচি বিশেষ বাগ্মিতাসম্পন্ন এক ধর্ম্মযাজককে বলগ্নার প্রধান ভজনালয়ে নগরবাসি-বৃন্দকে ধর্ম্মযুদ্ধে আহ্বান জন্য বক্তৃতা করিবার আদেশ করিয়াছিলেন। তাঁহারই বক্তৃতা শুনিবার জন্য অদ্য বিপুল জনতাস্রোত বলগ্না নগরীর প্রধান ভজনালয়ে প্রবাহিত হইতেছিল। পিটার যখন সর্ব্বপ্রথমে খৃষ্টভক্ত ধর্ম্মোন্মত্ত খৃষ্টানদিগের নিকট ধর্ম্মযুদ্ধের সপক্ষে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তখন যেরূপ উত্তেজনা দৃষ্ট হইয়াছিল, অদ্য বলগ্না নগরীর প্রধান ভজনালয়ে এই ধর্ম্ম-যাজকের বক্তৃতায় সমবেত জনবৃন্দ তেমনি অধীর উত্তেজনায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তাহাদের মধ্যে অনেকেই তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট হইতে ধর্ম্মযুদ্ধে আত্মোৎসর্গ চিহ্নসূচক গৌরবান্বিত ক্রুশ-কাষ্ঠ

গ্রহণ করিল। অটাভিনো জীবন পরিত্যাগের ইহাই মহাসুযোগ ভাবিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আগ্রহে ধর্ম্মযুদ্ধব্রতে সেই যাজকের নিকট ক্রুশ-কাষ্ঠ দ্বারা অভিষিক্ত হইলেন। "আমি ঈশ্বরের ক্রুশ-কাষ্ঠ বহন করিব" দীক্ষাসময়ে, তাঁহার এই আগ্রহপূর্ণ কণ্ঠধ্বনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উচ্চৈঃস্বরে ধ্বনিত হইতে লাগিল। এক্ষণে এত দিন কেন তিনি (যাহা তাঁহার নিরাশ প্রেমের প্রতীকারস্বরূপ গৃহীত হইতে পারিত) তাঁহার মুক্তিদাতার জন্মভূমি উদ্ধারার্থ ধর্ম্মসংগ্রামব্রতে জীবন উৎসর্গ করেন নাই, তাহাই তাঁহার নিকট আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। লুসিয়া যেমন সন্ন্যাসিনীর অবগুণ্ঠন গ্রহণ করিয়া ঈশ্বরের সেবাব্রতে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিল, তিনি তেমনি এক্ষণে ঈশ্বরের সেবাব্রতে আত্মোৎসর্গ করিয়া জীবনকে ধন্য বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। তিনি ধর্ম্মযাজকের নিকট হইতে ধর্ম্মযুদ্ধগামিচিহ্ন ক্রুশ-কাষ্ঠ গ্রহণ করিয়া ঈশ্বরের মহিমান্বিত সৈনিকরূপে চিহ্নিত হইলেন এবং একেবারে তাঁহার সৌন্দর্য্যশালী স্বদেশ, বন্ধুবর্গ ও গৃহ হইতে প্যালেষ্টাইনে প্রস্থান করিতে প্রস্তুত হইলেন।

যদিও ইটালীর প্রত্যেক প্রদেশ খৃষ্টের জন্মভূমি-উদ্ধারার্থ বহুসংখ্যক সৈনিক ও যোদ্ধৃপুরুষ প্রেরণ করিয়াছিল, কিন্তু নব-উদীয়মান জেনোয়া ও ভেনিস নগরীদ্বয়কে ধর্ম্মযুদ্ধ ব্যাপারে লিপ্ত হইতে অধিক তৎপর দেখা গিয়াছিল। ধর্ম্মাপেক্ষা বাণিজ্য-ব্যাপারে লাভবান্ হইবার অভিসন্ধিই তাহাদের এই তৎপরতার কারণ ছিল। এই সুযোগে তাহারা নাবিক-বিদ্যায় অনভিজ্ঞ ভিন্নজাতীয় ধর্ম্মযুদ্ধগামী বহুসংখ্যক ব্যক্তিগণকে বহু অর্থ বিনিময়ে তরণীসমূহ ভাড়া দিয়া বিপুল ধন উপার্জ্জন করিতে লাগিল। এই সঙ্গে তাহারা অবাধ বাণিজ্যের পথ উদ্ঘাটন করিয়া পূর্ব্বদেশজাত বহুমূল্য রেশমি বস্ত্র ও অন্যান্য মহার্ঘ দ্রব্যজাত ভিন্ন ভিন্ন দেশে সরবরাহ করিয়া অচিরে অপরিমেয় ধনাগমে মহাসমৃদ্ধিশালী নগরীর মধ্যে পরিগণিত হইয়া উঠিল। ইহার পরবর্ত্তী কালে তাহারা যে শক্তি লাভ করিয়াছিল এবং যে উন্নত রুচি ও সৌষ্ঠবশালিত্বের শ্রেষ্ঠতার জন্য ইউরোপের নগরীসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল, এই সময় হইতে তাহার ভিত্তি সংস্থাপিত হইতে আরব্ধ হয়।

ভেনিসের পক্ষ হইতে অটাভিনো বহুসংখ্যক ধর্ম্মযুদ্ধযাত্রী ব্যক্তির সহিত প্যালেষ্টাইনে যাত্রা করিলেন। যে দিন সন্ধ্যা বেলা ধর্ম্মযুদ্ধগামী তরণীব্যূহ ভেনিসের খালসমূহ হইতে উন্নতগ্রীব মরালদলের ন্যায় যাত্রা আরম্ভ করিল, সেইদিনই সন্ধ্যার সময় সেণ্টক্রিশ্চিয়ানা ভজনালয় হইতে সন্ধ্যার্চ্চনা সঙ্গীতধ্বনি (যাহা এক সময়ে অটাভিনো উৎফুল্ল আনন্দের সহিত শ্রবণ করিতেন) সান্ধ্যনিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া আকাশে উত্থিত হইল। সেই সঙ্গীতশ্রবণে

স্বদেশ, বন্ধুবর্গ, স্বদেশের সুন্দর দৃশ্য-রাজি—এ সকলের স্মৃতি তাঁহার হৃদয়ে উজ্জ্বলরূপে জাগ্রত হইয়া উঠিতে লাগিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল যেন তিনি চিরকালের জন্যই স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছেন। সেই যুবতী সন্ন্যাসিনী, যাহার চরণে তিনি জীবনের সমস্ত সুখ শান্তি উৎসর্গ করিয়াছেন, তাহার বিরহ-স্মৃতি অতি বিষাদভাবে তাঁহাকে ব্যথিত করিতে লাগিল। অনুকূল বায়ুভরে গমন-শীল তরণীর পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মান হইয়া সেই অধীর ফেণময় সমুদ্রের ঢেউদলের সহিত যুবক বহু উষ্ণ অশ্রুজল মিশাইতে লাগিলেন।

কবির তূলিকায় ধর্ম্মযুদ্ধের যুগ কবিত্ব ও উপন্যাসের সৌন্দর্য্যে চিত্রিত হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রামাণিক ইতিহাসে তাহার কোনও ভিত্তি নাই। ইতিহাস সেই যুগকে চৌর্য্য, অজ্ঞতা ও ঘৃণার্হ পাশব বৃত্তির যুগ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে। ধর্ম্ম-যুদ্ধ-যাত্রী অনেকের পক্ষে ইতিহাসের এই যথার্থ উক্তি যে সর্ব্বতোভাবে প্রযোজ্য, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কাব্য-চিত্রিত প্রকৃত শৌর্য্যবীর্য্যসম্পন্ন উন্নত-হৃদয় ধর্ম্মবীরের অসদ্ভাব ছিল না। ধর্ম্মের জন্যই ধর্ম্মযুদ্ধব্রতে তাঁহারা জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। অটাভিনো যে তরণীর আরোহী হইয়াছিলেন, তাহাতেও কবিচিত্রিত কোমলহৃদয় যোদ্ধৃপুরুষের অসদ্ভাব ছিল না। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সময় অতিবাহন করিবার জন্য নিম্ন-বর্ণিত সঙ্গীত সসম্ভ্রমে গাহিতেছিল :—

স্থাপিয়া এ ক্রুশকাষ্ঠ হৃদয়ের পরে,
ত্যজি রাজগৃহ মরি "ফিরিণা* সুন্দরী"
চলিলা প্রণয়ি-সহ দীনযাত্রিসম,
যথা শোভে দূর দেশে প্যালেষ্টিন পুরী।
যুঝিলা বিধর্ম্মি-সহ থাকি নাথ-পাশে।
গৌরবের কার্য্যশেষে একত্রে দোঁহায়
প্রভুপদ-স্পর্শ-ধন্য পূত তীর্থভূমে
লভিলা বিশ্রামশয্যা—চির শান্তিছায়।†

এই সঙ্গীত শুনিয়া অটাভিনো এরূপ মৃত্যুর বিশ্রামলাভ সুমধুর বলিয়া উপলব্ধি করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু লুসিয়া যখন সেণ্ট ক্রিশ্চিয়ানা ভজনালয়ে শেষ বিশ্রাম লাভ করিবে, তখন তিনি দূর জেরুজেলম-ভূমের সমাধিতলে চির-নিদ্রিত থাকিবেন, ইহাই কি তাঁহার ভাগ্যে লিখিত হইয়াছে? এইরূপ চিন্তা তাঁহার মনে উদিত হইয়া তাঁহাকে বিষাদ-ভাবে ক্লিষ্ট করিতে লাগিল। না না, তা হইবে না—সুদূর জেরুজেলম-ভূমে বিধাতা তাঁহার শেষ বিশ্রামস্থান নির্দ্দিষ্ট করেন নাই।　　　(ক্রমশঃ)

* Fiorina ফিরিণা সুন্দরী।

† এই সঙ্গীত সম্বন্ধীয় গল্প সে সময়ের সকল জাতীয় ধর্ম্ম-যুদ্ধগামী যাত্রিদলের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছিল।

অর্থনীতি।

জ্ঞানদা ও সরলার কথোপকথন।

জ্ঞা। অর্থনীতিতে ৩টী বিষয় শিক্ষা হয় বলিয়াছি :—(১) অর্থের উৎপত্তি, (২) অর্থের বিভাগ, (৩) অর্থের বিনিময়। প্রথমে অর্থের উৎপত্তি কিরূপে হয় বলি। পৃথিবীর সব লোক "ধন" "ধন" করিয়া পাগল। ধন পাইবার উপায়টা জানা বড় আবশ্যক।

স। আমাদের বাবুরা ত চাকরী ক'রে ধন আনেন। আর কি সহজ উপায় আছে?

জ্ঞা। চাকরী করিয়া যে ধন পাওয়া যায়, সে অল্প, তাহাতে কোনও লোক মস্ত বড় মানুষ বা কোনও জাতি মহাধনী হইতে পারে না।

স। ব্যবসা বাণিজ্য করে, জমীদারী করেত লোকে বড় মানুষ হয়?

জ্ঞা। তা ঠিক্। কিন্তু ইহারও কতকগুলি নিয়ম আছে। ধন উৎপত্তির ৩টী উপায় মনে রাখিবে :—(১) স্বভাবদত্ত বস্তু, যেমন জমী, জল প্রভৃতি; (২) শ্রম, (৩) মূলধন বা পুঁজি।

স। এক একটী করিয়া বুঝাইয়া দেও। আমিও মনে করি অনেক জমী থাকিলে জমীদার হওয়া যায়। জমীদারেরা বিনা শ্রমে অর্থের কুবের হয়।

জ্ঞা। কেবল জমী থাকিলে ধন হয়, মনে করিও না। জমী যদি পতিত থাকে, পাহাড়ে জঙ্গলে আচ্ছন্ন থাকে, তাতে কি লাভ? এদেশে সুন্দরবনে ও মধ্য ভারতবর্ষে কত জমী এইরূপ পতিত আছে। তাহার ভূস্বামীদের আয় অতি সামান্য।

স। তা বটে, জমী চাষ আবাদ করার জন্য লোক চাই।

জ্ঞা। জমী ছাড়া শ্রম একটা জিনিষ। শ্রমের গুণে জমীতে সোণা ফলান যায়। সুন্দরবন আকাট জঙ্গল হয়েছিল, তাতে কিছু লাভ ছিল না; জমী যত হাসিল হচ্চে, কত শস্য হচ্চে, কত টাকা আসছে। রাণীগঞ্জে কয়লার খনি কত যুগযুগান্ত ধরিয়া মাটীর নীচে পোতা ছিল, পরিশ্রম দ্বারা তাহা উঠাইয়া লইয়া কত রেলগাড়ী চলিতেছে, রন্ধনাদির কত সাহায্য হইতেছে!

স। আচ্ছা, স্বভাবদত্ত আরও অনেক বস্তুত আছে, যেমন সোণারূপা প্রভৃতি ধাতু ও মণিমুক্তা প্রভৃতি রত্ন। এ সকল লইয়াইত ধনীদের ধন?

জ্ঞা। এ সকল ধন কি সহজে মিলে? সোণা এক এক স্থানে নদীর তলে বালুকার মধ্যে ধূলার মত থাকে, যেমন সুবর্ণরেখা নদী। অনেক পরিশ্রমে অল্প অল্প সংগ্রহ করিয়া গালাইয়া লইতে হয়। সমুদ্রগর্ভ হইতে মুক্তা তুলিবার জন্য ডুবুরীরা প্রাণ হাতে করিয়া ডুব দেয়, কত লোক হিংস্র জলজন্তুর কবলে পড়ে।

কাঠ, মধু প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে গিয়া বাঘ ভাল্লুকের মুখে কত লোক প্রাণ হারায়। ঈশ্বর স্বভাব বা সৃষ্টিরাজ্যে অনেক মূল্যবান্ বস্তু রাখিয়াছেন বটে, কিন্তু বিনা শ্রমে তাহা সংগৃহীত বা ব্যবহারোপযোগী হইতে পারে না।

স। আচ্ছা, শ্রমত অল্প লোকে করিয়া ধন সংগ্রহ করে, আর অধিকাংশ লোক বসিয়া বসিয়া তাহা ভোগ করে।

জা। ধনের মানে লইয়া আবার ভুল করিও না। ধন কেবল টাকা কড়ী, বা সোণারূপা ও মণি মুক্তা নয়। গো-ধন, শস্য-ধন তোমাকে বলিয়াছি। যে বস্তুর কিছু মূল্য আছে, তাহাই ধন। অনেক লোক অনেক প্রকারে শ্রম করিয়া এইরূপ বিবিধ ধন উৎপন্ন করিতেছে।

স। আচ্ছা, ধন উৎপত্তিতে পরিশ্রম চাই মানিলাম। কিন্তু মূলধনের কি প্রয়োজন? জমী আছে, চাষ করিলাম, শস্য হইল, তাহা বেচিয়া টাকা পাইলাম।

জা। জমী ও শ্রমের ন্যায় মূলধন বা কিছু পুঁজি ভিন্ন ধন উৎপন্ন হয় না। যাহারা জমী চাষ করিবে, তাহারা কি খাইয়া কষিবে? আর চাষ করিলেই কি রাতারাতি ফসল হইয়া উঠিবে? গাছ তৈয়ার হইতে, শস্য ফলিতে কত মাস গত হয়! তারপর শস্য কাটিতে ও বিক্রয় করিতে কত সময় চাই?

স। টাকা পুঁজি না থাকিলেও খাবার জিনিষ থাকিলেত হয়?

জা। ভুলিও না, মূলধন অর্থে কেবল টাকা নয়, যে কোনও বস্তুর মূল্য আছে তাহাই ধন। শস্য ও অন্য খাদ্য দ্রব্যও ধন। এই মূলধন না থাকাতে কত লোকের জমী আছে ও খাটিবার শক্তি আছে, অথচ তাহাদিগকে আহারের জন্য লালায়িত হইয়া বেড়াইতে হয়। অর্থোৎপাদন তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। আমাদের ভারতে জমীর অভাব নাই, শ্রমজীবীরও অভাব নাই, অথচ মূলধন অভাবে জাতীয় অর্থের উন্নতি নাই। ইউরোপীয়েরা মূলধন দিয়া এখানে কত কল কারখানা ও ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া দেশের অর্থ শোষণ করিতেছে!

স। কেন, আমাদের দেশের ধনাঢ্য লোক ও রাজা রাজড়াদের হাতে কি টাকা নাই? এক একজন ত অর্থের পাহাড়।

জা। বলিতে দুঃখ হয়, এদেশের ধনী লোকেরা ধনের ব্যবহার জানেন না। তাঁহারা হয় কৃপণ হইয়া টাকা গাদি করিয়া রাখেন, শেষে চোর দস্যুতে লুটিয়া নেয়। আর তা না হয় অপব্যয়ে টাকা ফুঁকিয়া দেন। টাকা বাঁচাইয়া তাহা অর্থ উৎপাদন ও বৃদ্ধির জন্য ব্যয় করিলে তবে তাহা মূলধন বলিয়া গণ্য হয়।

রসায়ন-বিদ্যা।

কার্ব্বণ ডাইক্সাইড বা কার্ব্বণিক এসিড বা দ্ব্যম্ল অঙ্গার।

চিহ্ন CO_2 ; মৌলিক গুরুত্ব ৪৪।

ইতিহাস—১৭৫৭ খৃঃঅব্দে ব্ল্যাক (Black) সাহেব ইহা আবিষ্কার করেন; তিনি ইহাকে স্থায়ী বায়ু (Fixed Air) কহিতেন।

শতাংশিকের 0° উষ্ণতায় ৭৬০ মিলি-মিটর তাপে ১১.১৯ লাইটর CO_2 ভার ২২ গ্রাম, অতএব ইহা সম-আয়তন হাইড্রো-জেন অপেক্ষা ২২গুণ ভারী।

অবস্থা—অসংযুক্ত অবস্থায় ১০,০০০ লাইটর বায়ুতে প্রায় ৪ লাইটার এই গ্যাস বিদ্যমান আছে। প্রাণীদিগের নিশ্বাস সহকারে ইহা বহির্গত হয়। অন্ধকারে বৃক্ষাদি হইতেও ইহা বহির্গত হয়। অগ্নি-স্থানে উদ্ভিদাদিদাহে ইহা উৎপন্ন হয়। ঔদ্ভিদিক পদার্থ পচিলেও ইহা উৎপন্ন হয়। পৃথিবীর অভ্যন্তর হইতে কিয়ৎ পরিমাণে এবং আগ্নেয়গিরির গুহা হইতে প্রচুর পরিমাণে এই গ্যাস উৎপন্ন হয়। সংযুক্ত অবস্থায় ইহা জলে, সুরাবিশেষের বোতলে, চা খড়ি, মার্ব্বেল প্রস্তর, প্রবাল ও শঙ্খাদিতে আছে।

ধর্ম্ম—ইহা বর্ণহীন, স্বচ্ছ, অদৃশ্য, বায়বীয় পদার্থ; ঈষৎ অম্লাস্বাদ; ঘ্রাণে অম্লরস অনুভূত হয়; ইহা না দাহক না দাহ্য, পরন্তু অগ্নি-নির্ব্বাপক। ইহা বিষধর্ম্মী, যবক্ষার-জলমধ্যে কোনও প্রাণী নিমজ্জিত হইলে সে অক্সিজেন অভাবে মরিয়া যায়। কিন্তু অক্সিজেন সহযোগে কার্ব্বণিক এসিড প্রশ্বসিত হইলেও অনিষ্ট হয়। ইহা উদ্ভিদ উৎপত্তির প্রধান উপাদান। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.৫২৯। ইহাকে চাপ ও শৈত্য সহযোগে তরল ও কঠিন আকারে আনা যায়। ইহা ৫৪০ পাউণ্ড বায়ুর চাপে তরল হয়, 0°শ শৈত্যে ও ৩৬ গুণ বায়ুর চাপে তরল হয়। কিয়ৎপরিমাণে চাপ অপসারিত করিলে তরল কার্ব্বণিক এসিডের কিয়দংশ তৎ-ক্ষণাৎ বাষ্প হইয়া যায়, অবশিষ্টটুকু জমিয়া কঠিন হয়। ফুসফুস (Lungs) পরিত্যক্ত ১০০ পাউণ্ড বায়ুতে ৩.৫ পাউণ্ড CO_2 থাকে। ইহা জলে দ্রব হয়। ১০০ পাউণ্ড জলে ১০০ পাউণ্ড দ্রব হয়। চাপ দ্বারা ঘনীভূত করিলেও সম-আয়তন জলে সমান দ্রব হয়। কিন্তু এরূপ স্থলে চাপ উঠাইয়া লইলেই অতিরিক্ত CO_2 বাষ্পাকারে উড়িয়া যায়। কার্ব্বণিক এসিড-দ্রবীভূত জল খাইলে শরীর স্নিগ্ধ ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত হয়। যাহা সোডা ওয়াটার বলিয়া আমরা পান করি, তাহা ঘনীভূত CO_2 দ্রবীভূত জল ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই নিমিত্ত বোতলের কাক খুলিবা-মাত্র অতিরিক্ত CO_2 বুদবুদ আকারে

উদ্গত হয়। কূপতলে ও পাথুরিয়া কয়লার খনিতে কখন কখন এই গ্যাস উৎপন্ন হইয়া থাকে। শীতপ্রধান দেশে শীত নিবারণ জন্য অবরুদ্ধ গৃহে অধিক পরিমাণে কয়লা জ্বালাইয়া নিদ্রা যাওয়াতে অনেক সময়ে ইহার আধিক্য নিবন্ধন জীবন নষ্ট হইয়াছে। এ দেশে অবরুদ্ধ সূতিকাগৃহে অধিক পরিমাণে অগ্নি জ্বালাইবার প্রথায় যে অনিষ্ট হয়, তাহা লোকে অতি অল্প বুঝিয়া থাকে। ফলতঃ অবরুদ্ধ গৃহে অধিক পরিমাণে অগ্নি জ্বালা অথবা একত্রে অধিক লোক নিদ্রা যাওয়া কোন মতে বিধেয় নহে। দ্বাম্ল-অঙ্গার বায়ু অপেক্ষা ভারী, এজন্য গৃহের মেজের উপর সঞ্চরণ করে, অতএব মেজের উপর শয়ন না করিয়া খট্টাদির উপর শয়ন করা কর্ত্তব্য। যে গৃহে তত্রত্য বায়ুর শত করা ১০ ভাগ CO_2 সঞ্চিত হয়, তথায় অবস্থান করা উচিত নহে। নাট্য-গৃহমধ্যে বহুসংখ্যক লোকের সমাগম-স্থলে দ্বাম্ল-অঙ্গারের আধিক্য বশতঃ স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া থাকে। উদ্ভিদেরা বায়ুস্থ দ্বাম্ল-অঙ্গার হইতে C গ্রহণ করে ও O_2 পরিত্যাগ করে; এবং সেই O মনুষ্যেরা গ্রহণ করিয়া CO_2 পরিত্যাগ করে। সুতরাং মনুষ্যদিগের শ্বাসের সহিত বৃক্ষ-দিগের শ্বাসের পরিবর্ত্তন-ক্রিয়া সম্পাদিত হইতেছে। বৃক্ষেরা যে কার্ব্বণ গ্রহণ করে, তাহার পরীক্ষা—একটী কলসের খানিক জল পূর্ণ করিয়া উহার মুখ এই গ্যাস দ্বারা পূর্ণ কর ইত্যাদি বায়ুতে দেখ। বৃক্ষগণ বায়ু হইতে C গ্রহণ করে, তাহার পরীক্ষা কোন ফ্লানেলের উপর শরিষা বীজ ইত্যাদি বায়ুতে দেখ।

প্রস্তুতপ্রণালী—

১। কোন কার্ব্বণেটের (Carbonate) উপর বীর্য্যবান্ এসিড ঢালিলে CO_2 উৎপন্ন হয়। সচরাচর হাইড্রোক্লোরিক এসিড (Hydrochloric acid) ফুলখড়ি ($CaCO_3$) দ্রব করিয়া কার্ব্বণিক এসিড প্রস্তুত করে:—যথা $CaCO_3 + 2HCl = CaCl_2 + H_2O + CO_2$.

২। অঙ্গারকে বায়ুমধ্যে বা অম্লজান মধ্যে দগ্ধ করিলে ইহা উৎপন্ন হয়।

৩। অগ্নিদাহকালে (Combustion), মনুষ্য ও জন্তুর নিশ্বাস প্রশ্বাস হইতে, সকল বস্তুর পচন দ্বারা এবং বীজ সকলের অঙ্কুরোৎপত্তিকালে CO_2 উৎপন্ন হয়।

পরীক্ষা—

১। কার্ব্বণ-পূর্ণ কোন বোতল বায়ু-পূর্ণ কোন বোতলের মধ্যে স্থাপন করিলে গুরুতা-প্রযুক্ত উপরিস্থিত বোতলের CO_2 নিম্নের বোতলে পড়িবে; এবং উপরের বোতলের বায়ু উপরে আসিবে। তখন কোনও জ্বলন্ত দীপশিখা উপরের বোতলের মধ্যে প্রবিষ্ট করিলে জ্বলিবে, নীচের বোতলে দিলে নিবিয়া যাইবে।

২। কোন দীপশিখার উপর কার্ব্বণিক এসিড-পূর্ণ বোতল ধরিলে দীপনির্ব্বাণ হইবে।

৩। ইহা নীল লিটমস্ কাগজকে লোহিত করে।

৪। চূণের জলকে দুগ্ধবৎ সাদা করে।

৫। CO_2 পূর্ণ বোতলের মধ্যে কোনও জন্তু নিমগ্ন করিলে মরিয়া যায়।

ডাক্তার শ্রীসত্যপ্রিয় দত্ত।

কবিতা-বিন্দু।

১। মধুপুর।

এইত নন্দনবন সুর-অঙ্গনার,
ফুটিছে মহুয়া গাছে পারিজাত ফুল,
"পতরো"* প্রবাহে বহে মন্দাকিনী-ধার,
অনন্ত বনস্থানিলে পরাণ আকুল!
এ রাঙ্গা মাটীতে কার রাঙ্গা পা দুখানি
যুগযুগান্তর আগে পলকের তরে
রেখেছিল, আ'জ তাই মনে অনুমানি
শিহরিছে শাল বন পর্ব্বতে—প্রান্তরে!
অগণ্য মৈনাকসম ক্ষুদ্র গিরিমালা
ঘিরে আছে চারিদিকে জাগ্রত প্রহরী,
জন-কোলাহল ত্যজি শান্তি দেববালা
বিরাজে এ বনভূমে রাজরাজেশ্বরী!
শ্রান্ত ক্লান্ত পান্থগণ বসি পদছায়
জ্বালাময় জীবনের যাতনা জুড়ায়।

২। গিরিধি।

আঁধারে আলোক ফোটে যাঁর করুণায়,
যাঁর করুণায় বহে যমুনা জাহ্নবী,
পাহাড়ে এ পুষ্পবন তাঁরি মহিমায়,
চরণে প্রণাম তাঁর করে দীন কবি!
প্রকৃতি আপন করে প্রেম-তুলিকায়
আঁকিয়া রেখেছে এই চারু চিত্রপট,
ভাসিছে শান্তির রাজ্য সৌন্দর্য্য বন্যায়
লাবণ্যের লীলাভূমি বরাকর-তট!
গিরিধির গিরিশৃঙ্গে দেববালাগণ
প্রতিদিন আসে যায় মাখিয়া চরণে
সায়াহ্ন-রবির রক্ত অলক্ত কিরণ,
হাসে তাই চারিদিক কাঞ্চনবরণে!
এ সৌন্দর্য্য—এ লাবণ্য হেরিলে নয়নে,
আলয়ে ফিরিতে আর নাহি লয় মনে।

৩। দেওঘর।

(দেবগৃহ বা বৈদ্যনাথ।)

অনাদরে অনিয়মে হেলা উপেক্ষায়,
হারায়েছি যেই রত্ন বঙ্গে নিজবাসে,
সেই স্বাস্থ্য,—সে সম্পদ খুঁজিতে হেথায়
আসিয়াছি দেবগৃহ! তব পদপাশে।
শুনেছি মায়ের মত তুমি সযতনে
মুছাইয়া দেও যত ধূলামাটী ছাই,
রোগ শোক তাপ তব কর-পরশনে
থাকিতে পারে না দেহে, শুনিবারে
পাই।
অনেক আশায় বুক বাঁধিয়া যতনে
আসিয়াছি তাই তব চরণছায়ায়,—
বঞ্চিত ক'রোনা কৃপাকণা বিতরণে,
কলঙ্ক রটে না যেন দেব-মহিমায়!
দেবগৃহ, পুণ্যভূমি, দেবনিকেতন
দরিদ্রের মনোবাঞ্ছা করিও পূরণ।

২০-১০-০৪

শ্রীমহীন্দ্রমোহন চন্দ।

* মধুপুরের পাদদেশবাহী ক্ষুদ্র নদ।

সতীপঞ্চক।*

১। পদ্মা।

পদ্মা অনরণ্যনামক রাজার কন্যা। ইনি সুন্দরী, সুশীলা, প্রিয়ভাষিণী, শুদ্ধা ও বিদ্যাবতী ছিলেন। একদা পুষ্পভদ্রা নদীতে স্নান করিবার সময় তিনি পিপ্পলাদ-নামক মুনির দৃষ্টিতে পতিত হন। মুনি জরাজীর্ণ জটাবল্কলধারী তাপস, কিন্তু রাজকন্যার রূপে মোহিত হইয়া তাঁহার পাণিগ্রহণার্থ উন্মত্ত হন। তিনি স্বয়ং রাজার নিকটে আসিয়া কন্যার সহিত বিবাহ প্রার্থনা করেন এবং না দিলে শাপে রাজ্য ঐশ্বর্য্য ভস্মসাৎ করিবার ভয় প্রদর্শন করেন। রাজার এই একমাত্র প্রাণাধিকা কন্যা। রাজা ও রাণী উভয়েই মুনিবরের প্রস্তাব শুনিয়া অবাক্ ও ভয়বিহ্বল। কিন্তু কর্ত্তব্যবিষয়ে মন্ত্রীদিগের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিলেন "কন্যা বোড়শী, স্বয়ংবরের উপযুক্ত, তাঁহার মত লওয়া হউক।" সকলের বিশ্বাস, এ অসঙ্গত প্রস্তাবে রাজকুমারী কখনই মত দিবেন না। সুলোচনানাম্নী দাসী তাঁহার নিকট প্রেরিত হইল। পদ্মা পিপ্পলাদ ঋষির সেবার অধিকারিণী হইয়াছেন জানিয়া আপনাকে সৌভাগ্যবতী বলিয়া মানিলেন এবং যাহাতে সত্বাই বিবাহানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়, তজ্জন্য রাজা ও রাণীকে অনুরোধ করিতে বলিলেন। উদ্বাহক্রিয়া যথা-বিধানে সম্পন্ন হইল। পদ্মা আপনার দিব্য-পরিচ্ছদ ও রত্নাভরণ সকল দরিদ্র-দিগকে বিলাইয়া দিয়া জটা বল্কল ধারণ-পূর্ব্বক পতির সহিত অরণ্যবাসিনী হইলেন। এই ঘটনায় রাজা বনবাসী এবং রাণী শোকে মর্ম্মাহত হইয়া গতাসু হইলেন।

কিছু দিন অতীত হইলে পর, কথিত আছে, ধর্ম্ম এক সুন্দর রাজার রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে আইসেন এবং তাঁহার রূপগুণের বিস্তর প্রশংসা করিয়া বৃদ্ধ পতিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাকে ভজনা করিতে বলেন। পদ্মা কোপজ্বলিত হইয়া তাঁহাকে বলেন "দূর হ নৃপাধম, এরূপ পাপ কথা পুনরায় বলিলে ভস্ম হইবি। তোর বলিতে লজ্জা হয় না, মুনিশ্রেষ্ঠ পিপ্পলাদকে বর্জ্জন করিয়া তোর ন্যায় স্ত্রী-জিত কামান্ধকে ভজনা করিব? আমার শাপে কামের দ্বারা তোর ক্ষয় হইবে।" ধর্ম্ম তখন নিজ পরিচয় দিয়া মুক্তকণ্ঠে তাঁহার সতীত্বের প্রশংসা করি-লেন এবং তিনি কু-অভিপ্রায়ে আসেন নাই বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। পদ্মা বলিলেন "তুমি ধর্ম্ম, তোমার নাশে সৃষ্টিনাশ। কিন্তু সতীবাক্য অলঙ্ঘ্য। তুমি নিষ্কাম হইয়া সত্যযুগে পূর্ণাঙ্গ থাকিবে। ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিতে উত্তরোত্তর কামাতিশয্যে তোমার এক, দুই ও তিন পাদ ক্ষয় হইবে। কলির

* সতী-শতক হইতে সংগৃহীত।

শেষে সত্যযুগের আগমনে তুমি পুনরায় পূর্ণাঙ্গ হইবে। ধর্ম্ম কোন্ কোন্ স্থলে থাকিবেন, না থাকিবেন সতী তাহার নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। পুরাণে বর্ণিত আছে, ধর্ম্মের বরে বৃদ্ধ পিপ্পলাদ মুনি নব যৌবন ও দিব্যরূপ লাভ করিলেন এবং পদ্মা সৌভাগ্যবতী ও বহুপুত্রবতী হইয়া সুদীর্ঘকাল তাঁহার সহিত সুখে যাপন করিলেন।

২। ধন্যা।

ধন্যা বিদেহরাজ জনকের সহধর্ম্মিণী। তিনি স্বামীর ন্যায় সংসারে অনাসক্তা ও ভোগবাসনা-বিবর্জ্জিতা ছিলেন। জনক বহু সময় তপস্যা ও ব্রহ্মধ্যানে মগ্ন থাকিতেন, তখন তাঁহার সাধ্বী পত্নীও উপবাসী থাকিয়া ধর্ম্মচর্য্যা করিতেন। পরে স্বামী যখন আহার করিতেন, তিনি তাঁহার ভুক্তাবশিষ্ট গ্রহণ করিতেন। পতির প্রসাদ ভিন্ন তিনি আর কিছু আহার করিতেন না। তিনি সকলের প্রতি সমান স্নেহবতী ছিলেন। জনককন্যা সীতা তাঁহার গর্ভজাতা না হইলেও তিনি তাঁহাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন এবং তাঁহার লালনপালনে কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। সীতা পাতালে প্রবেশ করিলে স্বামীর অনুমতি লইয়া তিনিও প্রাণত্যাগ করেন।

৩। সুকন্যা।

সূর্য্যবংশের রাজা শর্য্যাতির চারি সহস্র পত্নী থাকিলেও একমাত্র সন্তান। ইনি অলৌকিকরূপলাবণ্যবতী এবং সকলের প্রাণাধিক প্রিয় ছিলেন। রাজধানীর সন্নিকটস্থ এক সরোবর-তীরে ভৃগুনন্দন চ্যবন ঋষি বহুকাল ধ্যাননিমগ্ন ছিলেন, ইহাতে তাঁহার শরীর বল্মীক-সমাচ্ছন্ন হয়। রাজা একদিন পত্নীগণসহ সেই সরোবরে জলক্রীড়ায় রত, সুকন্যা সখীগণসহ তীরদেশে পুষ্পচয়নে ব্যস্ত। মাটির ঢিবির ভিতর মুনির চক্ষু দুটি জ্বলিতেছিল। অবোধ রাজকুমারী জোনাকী পোকা জ্বলিতেছে মনে করিয়া কণ্টক দ্বারা বিদ্ধ করিলেন, পরে মুনির চিৎকারে ভয় পাইয়া পলাইয়া গেলেন।

এই দুর্ঘটনায় অমাত্য ও সৈন্যগণ সহ রাজার মল মূত্রাদি হঠাৎ বন্ধ হইয়া মহাযন্ত্রণা উপস্থিত হইল। ইহা মুনির প্রতি অবহেলনের ফল অনুমান করিয়া রাজা একে একে সকলকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কাহার নিকট কোনও সন্ধান পাইলেন না। এমন সময় সুকন্যা তাঁহার নিকট আসিয়া আত্মাপরাধ স্বীকার করিলেন। রাজা কন্যার প্রতি মুনির ক্রোধ সম্বরণের জন্য অনেক স্তব-স্তুতি করিলে তিনি বলিলেন "আমি কাহার প্রতি রাগ করি নাই। তবে অন্ধ হইলাম, আমার পরিচর্য্যা করিবে কে?" রাজা বলিলেন "আপনার সেবার্থ বহু দাসদাসী নিযুক্ত করিব।" মুনি বলিলেন "তাহাতে তপোবিঘ্ন হইবে। আপনার কন্যাটিকে আমাকে দিলেই সন্তুষ্ট হইব।" মন্ত্রিবর্গসহ রাজাকে মহা-

চিন্তাকুল দেখিয়া সুকন্যা পিতৃচরণে নিবেদন করিলেন "আমি মুনিবরকে দারুণ কষ্ট দিয়াছি, আমিই আত্মসেবা দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিব। আমাকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করুন্।" রাজা রাজ্য ঐশ্বর্য্য সব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত, কিন্তু কন্যাকে এরূপ পাত্রে দান করিতে অস্বীকৃত। অবশেষে কন্যার দৃঢ়পণ দেখিয়া বিবাহকার্য্য সম্পাদন করিলেন। তখন রাজধানীস্থ সকল লোক ক্ষুণ্ণ হইল। সুকন্যা সন্ন্যাসিনী-বেশে পতিসহ বন গমন করিলেন এবং কায়মনোবাক্যে স্বামীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার সেবায় মুনির আর কোনও অভাব রহিল না। রাজকন্যার অদ্ভুত পতিনিষ্ঠা দেখিয়া স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁহাকে ছলিতে আসিলেন। তাঁহারা অনেক প্ররোচনা-বাক্যে মুনি হইতে তাঁহার মন টলাইবার চেষ্টা করিলেন এবং বলিলেন "আমাদের দুইজনের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা স্বামিরূপে বরণ কর, চিরসুখী হইবে।" সুকন্যা বলিলেন "আপনারা দেবতা হইয়া আমাকে ধর্ম্মত্যাগিনী কুলটা হইতে বলিতেছেন ? শীঘ্র দূরে যাউন, নতুবা অভিসম্পাত করিব।" অশ্বিনীকুমারদ্বয় পরম প্রীত হইয়া তাঁহার সতীত্বের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন এবং তাঁহার বৃদ্ধ স্বামীকে রূপযৌবনসম্পন্ন সুপুরুষ করিয়া দিলেন। কিছুকাল পরে রাজা শর্য্যাতির ইচ্ছা হইল পত্নীসহ বনবাসিনী কন্যাকে দেখিয়া আসেন। তিনি বনমধ্যে এক সুন্দর যুবাপুরুষের সহিত সুকন্যার মিলন দেখিয়া সে দুশ্চরিত্রা হইয়া গিয়াছে, স্থির করিলেন এবং অতি তীব্র ভাষায় তাহাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। সুকন্যা তাঁহার চরণে পড়িয়া সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। মুনিবরও সাক্ষ্যদান করিয়া সন্দেহভঞ্জন করাতে রাজা ও রাণী সুস্থির হইলেন এবং কন্যার সতীত্বের যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

৪। রেণুকা।

রেণুকা যমদগ্নি ঋষির পত্নী ও পরশু-রামের জননী। পরশুরাম যখন পুষ্কর তীর্থে তপস্যা করিতেছিলেন, তখন মহাবীর কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন যমদগ্নিকে নিহত করেন। মুনির আশ্রমে এক কামধেনু ছিল, তাহাকে হস্তগত করিবার জন্য রাজা সসৈন্যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু পরাস্ত হইয়া যান। পরে তিনি দত্তাত্রেয় হইতে শক্তিলাভ করিয়া যমদগ্নির নিধন সাধনপূর্ব্বক কামধেনু হরণ করেন। এই সংবাদ পাইয়া পরশুরাম ক্রোধে অগ্নি-অবতার হইয়া মাতার নিকটস্থ হইলেন। মাতা তাহাকে অনেক উপদেশ দিয়া ক্রোধ সম্বরণ করিতে বলিলেন এবং তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আপনি পতির সহমৃতা হইলেন। মাতার নিষেধ সত্ত্বেও পরশুরাম পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য পৃথিবীকে ২১ বার নিঃক্ষত্রিয় করেন।

৫। চন্দ্রবতী।

ইনি কুশদ্বীপের ত্রিভুবন-বিজয়ী দানবেশ্বর ঘোরের পত্নী। ঘোর বহুকাল কঠোর তপস্যায় নিরত ছিলেন। তাঁহার সাধ্বী পত্নী এ সময় ব্রহ্মচর্য্যা-পরায়ণা হইয়া ছিলেন। পরে স্বামী গৃহে ফিরিলে তাঁহার চিত্তবিনোদনার্থ বহুবিধ অনুষ্ঠান করেন। দৈত্যরাজ অতি ধার্ম্মিক ও রাজধর্ম্মপালনে সুদক্ষ ছিলেন। চন্দ্রবতী পতির ধর্ম্ম বা কর্ম্মের বিরোধিনী না হইয়া তাঁহার চিরসহায় ছিলেন। এক সময় রাজকুমার বজ্রদণ্ড পিতাকে অন্যরাজ্য জয়ার্থ উত্তেজিত করেন। তিনি তাহাতে সম্মত হন না এবং দুরাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া অল্পেতেই সন্তুষ্ট হইবার জন্য পুত্রকে উপদেশ দেন। পুত্র কিছুতেই জিদ্ পরিত্যাগ না করাতে তিনি নিজে যুদ্ধ না করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধের অনুমতি দান করেন। পরে বজ্রদণ্ড ত্রিপুর রাজ্য জয় করেন। দৈত্যরাজ ঘোরের তপঃপ্রভাবে দেবগণ ভীত। তাঁহারা ইহাঁকে বিপথ-গামী করিবার জন্য দেবর্ষি নারদকে আপনাদের দূতরূপে প্রেরণ করিলেন। নারদ ধর্ম্মচ্ছলে তাঁহাকে অধর্ম্মের উপদেশ দিতে লাগিলেন।

ঘোর বার বার নারদের বাক্যের প্রতিবাদ করিয়া বাধা দিতে লাগিলেন। কিন্তু দানব-মনের দুর্ব্বলতা এবং কুমন্ত্রণার মোহিনী শক্তির প্রভাবে তিনি অবশেষে সাধ্বী পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া পাপে ও ভোগবিলাসে রত হইলেন। চন্দ্রবতী তাঁহাকে সুপথে পুনরায় আনিবার জন্য কোনও চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই এবং প্রধান মন্ত্রীর সহায়তায় তাঁহাকে অনেক প্রকার সদুপদেশ ও সৎপরামর্শ প্রদান করেন। কিন্তু কিছুতেই রাজার চৈতন্য হইল না দেখিয়া রোদন-পরায়ণ হইলেন। এদিকে সতীবাক্য হেলনপূর্ব্বক ঘোর দানব দুর্গাদেবীকে হরণ করিবার মানসে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া নিধন প্রাপ্ত হইলেন।

বালক ধর্ম্মার্থীদিগের প্রতি।

দশ বিধি।

১। প্রতিদিন ভক্তির সহিত ঈশ্বরের পূজা করিবে।

২। প্রতিদিন ভক্তিভাবে গুরুজনের সেবা করিবে।

৩। ভাই ভগিনী ও বয়স্যদিগের প্রতি স্নেহ ও প্রীতির চিহ্ন প্রদর্শন করিবে।

৪। দুঃখীদিগকে দয়া করিবে ও সাধ্যানুসারে সকলের উপকার করিবে।

৫। পরিশ্রমপূর্ব্বক বিদ্যাভ্যাস ও আত্মোন্নতির জন্য একমনে চেষ্টা করিবে।

৬। প্রতিদিন আত্মপরীক্ষা করিয়া আপনার দোষ ও ত্রুটি সংশোধন করিবে

এবং পাপের জন্য ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে।

৭। ঈশ্বর তোমাকে যাহা দিয়াছেন (অর্থ, সময় ও আর আর জিনিষ) তাহার সদ্ব্যবহার করিবে।

৮। শরীর, বাক্য ও মন পবিত্র রাখিবে।

৯। সন্তোষ ও ধৈর্য্যের সহিত জীবনের সকল কর্ত্তব্য সাধন করিবে।

১০। সকল বিষয়ে সুশৃঙ্খল হইবে। যেখানকার জিনিষ, তাহা সেইখানে রাখিবে।

দশ নিষেধ।

১। মিথ্যা কথা, কটু কথা ও অশ্লীল কথা কহিও না।

২। ঝগড়া বিবাদ করিও না।

৩। গুরুজনের অবাধ্য হইও না।

৪। আলস্যে সময় কাটাইও না।

৫। যাহা নিজে করিতে পার, তাহার জন্য অপরের উপর নির্ভর করিও না।

৬। কোনও দ্রব্যের অপচয় করিও না।

৭। অন্যের দ্রব্যে লোভ করিও না।

৮। মনে মনেও কাহারও হিংসা বা অনিষ্ট-চিন্তা করিও না।

৯। শরীরকে অপবিত্র করিও না।

১০। কোন প্রকার ব্যসন বা নেসা করিও না।

সাহাকুলের দুই রাণী।

পশ্চিমোত্তর প্রদেশের ক্ষত্রিয়সমাজে, ভূস্বর্গ কাশ্মীরের বিপ্রবর্গমধ্যে, দক্ষিণাবর্ত্তের বৈশ্যবর্ণে এবং বঙ্গদেশের গন্ধবণিক্, মাঝি, ভাস্কর প্রভৃতি হিন্দু জাতির উপাধিতে "সাহা" শব্দ ব্যবহৃত ও প্রচলিত থাকিলেও, বাঙ্গালা প্রদেশে সাধারণতঃ শৌণ্ডিক জাতিই সাহা নামে বিশেষরূপে পরিচিত। কিন্তু মদ্যব্যবসায়ী শুঁড়ির সাহা উপাধির উচ্চারণ ও লিখন একচ্ছত্রেই ভ্রম দৃষ্ট হয়; শুঁড়ির প্রকৃত উপাধি স্বাহা। ঋক্, যজু প্রভৃতি চারিবেদে অগ্নিপত্নী "স্বাহা" নামে পুনঃ পুনঃ উল্লিখিতা হইয়াছেন। বৈশ্বানর-সহধর্ম্মিণীর ইহাই যথার্থ নাম। মদ্য অত্যন্ত প্রজ্বলনশীল, এজন্য মদ্যপ্রস্তুতকারী ও মদ্যবিক্রেতৃগণ সাধারণতঃ স্বাহাপুত্র নামে আখ্যাত হইয়াছে, ইহারই অপভ্রংশ স্বাহা। কিন্তু "সাহা" যাহাদিগের উপাধি, তাহারা বৈশ্যবর্ণভুক্ত এবং বণিক্ জাতি। পূর্ব্ববঙ্গে বৈশ্য সাহাদিগের মধ্যে বহুসংখ্যক লোক ধনবান্, সুশিক্ষিত, উচ্চপদস্থ বণিক্, জমিদার এবং প্রতাপশালী। সাহাদিগের অনেক পুণ্যচেতা পুরুষের এবং ধার্ম্মিকা রমণীর কীর্ত্তি, সদ্গুণ ও সৎকর্ম্মের কথা প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সাহাকুলের

সুখোজ্জ্বলকারী এক ধনাঢ্য ও পুণ্যশীল বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং ঐ গৃহস্থ-প্রাসাদের মহামূল্য অলঙ্কারস্বরূপ দুইটী হিন্দুরমণী বা রাণীর পরিচয় দিতে আকাঙ্ক্ষা করি।

রাজসাহী জেলার অন্তর্গত দুবলহাটী রাজবংশ সাহা-বণিক্-সমাজের প্রধান অলঙ্কার। রামপুর বোয়ালিয়া হইতে দুবলহাটী প্রায় পঞ্চবিংশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। প্রখ্যাতা পদ্মা নদীর পূর্ব্বোপকূলস্থ যজ্ঞেশ্বর-পুরনিবাসী জগৎরাম রায় নামক এক ব্যক্তি এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। প্রথিত আছে, ইনি লবণ, সোহাগা, রসাঞ্জন, ধান্য, সর্ষপ প্রভৃতির ব্যবসা করিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। শুনা যায়, জগৎরাম বাবু এক দিবস নৌকাযোগে ব্যবসা-স্থলে যাইতে যাইতে প্রবল ঝটিকায় আক্রান্ত হইয়া নদীমধ্যে বিষম বিপদে পতিত হন, এবং অতি কষ্টে সায়ংকালে কশ্‌বা-নামক পল্লীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিশিযাপন করেন। জগৎ রায় বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মভীরু, শৈশবকাল হইতেই তাঁহার স্বভাব সুন্দর এবং মনের প্রবৃত্তি সাধুজনোচিত হইয়াছিল। তিনি অত্যন্ত ধ্যানপরায়ণ ছিলেন, কেহ কেহ কহেন তিনি যোগাভ্যাস করিতেন। অর্দ্ধরাত্রে তিনি গভীর ধ্যানাবস্থায় দিব্যচক্ষে দেখিলেন, ভগবান্ যেন তাঁহাকে উপদেশ দিয়া অনুজ্ঞা করিতেছেন "হে বৎস! তুমি এই সুশোভন ও সুজনপূর্ণ পল্লীতে ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া আমার উপাসনায় প্রবৃত্ত হও।" ভগবদ্‌বাক্যে জগৎরামের অটল ভক্তি ছিল, প্রত্যাদেশে তিনি বিশ্বাস করিতেন; সুতরাং সত্বর ঐ গ্রামে ভগবানের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন। ঐ দেবালয় অদ্যাপি বিদ্যমান থাকিয়া জগৎ-রামের প্রগাঢ় ভগবদ্‌ভক্তির এবং উপাসনা-প্রবৃত্তির প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে। এই মন্দিরে এখন "রাজরাজেশ্বরী"-নাম্নী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, এই মূর্ত্তি জগৎরামের সমসাময়িক নহে, ইহা তাঁহার দেহান্তরের পরে স্থাপিত। অপর কেহ কেহ বলেন, তিনি ঐ ব্রহ্ম-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া উহার উৎসর্গ ও প্রতিষ্ঠার সময় "রাজরাজেশ্বরী" মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং ঐ দেবীকে তিনি জলমধ্য হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (১)। যাহা হউক ধার্ম্মিক জগৎ-রাম কিয়ৎকাল মধ্যে বিশেষ বিক্রমী ও বিত্তশালী পুরুষরূপে পরিণত হইয়া জমিদারী ক্রয় করেন। ক্রমে পঞ্চবিংশ ক্রোশ পর্য্যন্ত ভূমি অধিকার করিয়া বিস্তৃত সম্পত্তির সূত্রপাত করেন। মুসলমান সম্রাটেরা ইহা অবগত হইয়া জগৎরামের নিকট হইতে কর প্রার্থনা করায় জগৎ-রাম রায় তাহাতে অণুমাত্র আপত্তি না করিয়া রাজভক্তিসহকারে দেশাধিপতি মুসলমান নরপতিকে কর প্রদান করিতে থাকেন। সম্রাট্‌প্রবর ইহা শ্রবণ করিয়া অতীব সন্তোষসহ জগৎরামকে "তুরী

(১) "সিদ্ধান্ত সমুদ্র", ষষ্ঠ খণ্ড—৬৬ পৃষ্ঠা।

ও ডঙ্কা" ব্যবহারের অনুমতি দেন। তৎকালে তূরী ও ডঙ্কা ব্যবহার করা নিতান্ত সম্মানের নিদর্শন ছিল। ক্রমে নহবৎ রাখিবার অনুমতিও তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সম্রাট্-কুলতিলক সাহাজানের সমসাময়িক কৃষ্ণরাম রায় তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর রঘুরাম রায়কে সমুদয় সম্পত্তির সাত আনা অংশ প্রদান করিয়া নিজে নয় আনা গ্রহণপূর্ব্বক মৈনাম নামক গ্রামে স্থানান্তরিত হয়েন। কনিষ্ঠ রঘুরাম দুবলহাটী পল্লী প্রতিষ্ঠা করিয়া অট্টালিকা নির্ম্মাণপূর্ব্বক রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। অল্পকালমধ্যে জ্যেষ্ঠের বংশ লুপ্ত হয়, রঘুরামের বংশধরগণ আজও দুবলহাটীতে বর্ত্তমান আছেন। লর্ড কর্ণোয়ালিশের শাসনকালে রাজা কৃষ্ণনাথ দুবলহাটী জমিদারীর বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছিলেন। ইনি নিঃসন্তান হইয়া স্বর্গবাসী হইলে পর ইঁহার বিধবা পত্নী যাঁহাকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন, তাঁহার নাম হরনাথ রায়চৌধুরী। খৃষ্টীয় ১৮৭৫ অব্দে বৃটীব গবর্ণমেণ্ট ইহাঁকে নানাবিধ সৎকার্য্যের জন্য "রাজা" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। ১৮৭৭ অব্দে ইনি "রাজা বাহাদুর" উপাধি গ্রহণ করিবার সময়ে, গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর ইহাঁর বহুল পুণ্য কার্য্যের উল্লেখ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রাজা বাহাদুর ১৮৭৪ অব্দের দুর্ভিক্ষকালে প্রজা সাধারণের বিশেষ সাহায্য করেন, রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দেন, তদ্ব্যতীত কলিকাতার ইডেন হিন্দু হষ্টেল, পশুশালা, রাজসাহী কলেজ প্রভৃতির জন্য অনেক অর্থ অকাতরে ব্যয় করিয়াছিলেন। রাজা বাহাদুর, জেলার বৃটীশ কর্ত্তৃপক্ষদিগের প্রার্থনায় এবং মহামান্য ছোটলাট বাহাদুরের অনুরোধে নূতন মহকুমার কাছারী বাটীর জন্য বিস্তৃত ভূমি বিনামূল্যে দান করিয়া গবর্ণমেণ্টের বিশেষ সুখ্যাতির পাত্র হন। সরকারী জেলা স্কুলের উন্নতির জন্য বার্ষিক পঞ্চ সহস্র টাকা আয়ের সম্পত্তি দান করিয়া রাজাবাহাদুর তদঞ্চলে শিক্ষাপ্রসারণ-পক্ষে প্রকৃষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। রামপুর বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভার জন্য তিনি মুদ্রাযন্ত্র ক্রয় করিয়া দিয়াছিলেন এবং তদ্ব্যতীত অনেক দরিদ্র, অন্ধ, খঞ্জ, চিররোগী প্রভৃতির অন্নসংস্থান করিয়া দিয়া গিয়াছেন। ইঁহার প্রতিষ্ঠিত হাঁসপাতাল* এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই সদাশয় মহাত্মার যত্নে ও ব্যয়ে একটী সংস্কৃত চতুষ্পাঠীও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

বদান্যবর রাজা বাহাদুরের স্বর্গগমনের পরে তাঁহার দুই সহধর্ম্মিণী রাণী শ্যামাসুন্দরী ও রাণী উমাসুন্দরী মহাশয়াদিগের দ্বারাই দুবলহাটীর বিস্তৃত জমিদারী সুযোগ্যতাসহ পরিচালিত হইতেছে। রাজ-সম্বন্ধী প্রবীণ সুদক্ষ দেওয়ান বাবু শশিভূষণ রায় রাজার জীবৎকাল হইতে এ পর্য্যন্ত সমুদায় কার্য্যভার যেরূপ যত্ন, পরিশ্রম, বিজ্ঞতা ও অনুরাগের সহিত নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন, তজ্জন্য তিনি অগণ্যধন্যবাদার্হ। এক রাণী তাঁহার সহোদরা এবং রাজকুমারদ্বয় তাঁহারই

পুত্র। এক্ষণে উভয় রাণীই পরস্পর সহোদরাতুল্য সদ্ভাবে জীবন কাটাইয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতেছেন। রাজকুমারদ্বয়ের নাম—ঘনদাকুমার এবং করুননাথ। মহামান্য ছোটলাট সার চার্লস্ ইলিয়ট বাহাদুরের শুভাগমন উপলক্ষে রাণী মহোদয়াদ্বয় "ইলিয়ট দীঘি" নামক এক বিস্তৃত সরোবর খনন করিয়া দিয়াছেন। এই দীর্ঘিকা দ্বারা বহুলোকের জলকষ্ট নিবারিত হইয়াছে। ইহাঁরা চিকিৎসালয়ের জন্ত নূতন ও প্রশস্ত অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া অনেক দরিদ্র ও পীড়িত নরনারীর উপকার সাধন করিয়াছেন। রাজসাহীর জুবিলী টেক্‌নিকাল ইনষ্টিটিউট, ভুবলহাটীর এন্‌ট্রান্স স্কুল, দুর্ভিক্ষকালে বহুসংখ্যক মানবের প্রাণদান, বহু অতিথির সেবা, অগণ্য দীন দুঃখীর প্রতিপালন প্রভৃতি বহু সৎকার্য্যের জন্য রাণী মহোদয়াদ্বয় গবর্ণমেণ্টসমীপে এবং সর্ব্বসাধারণের নিকট সুপরিচিতা। দুঃখের বিষয় এই, বাবু সতীশচন্দ্র চৌধুরী, বি, এ, বি, এল মহাশয় তাঁহার "বঙ্গীয় সমাজ" পুস্তকের ৯৫ পৃষ্ঠায় ভুবলহাটীর সাহাবণিক্ জাতীয় শুদ্ধাচারিণী বৈশ্যবর্ণা রাণী মহাশয়াদিগকে ভ্রমক্রমে শৌণ্ডিক (শুঁড়ি) জাতির অন্তর্ভুক্তা করিয়া দিয়াছেন। সতীশ বাবু বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে তাঁহার বিষম ভ্রমের জন্য লজ্জিত ও দুঃখিত হইবেন, সন্দেহ নাই। ১৮৯১ অব্দের সেন্‌সস রিপোর্টে গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরও এই রাজবংশকে বণিক্ অর্থাৎ বৈশ্যসম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এ দেশের পুরুষ লেখকেরা অনেক সময়ে সুশিক্ষিতা, ধর্ম্মপরায়ণা, পরোপকারিণী এবং সম্ভ্রান্তবংশসম্ভূতা রমণীদিগকে নিতান্ত নির্দ্দয় ও নির্লজ্জ ভাবে আক্রমণ করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ এদেশের সমাজ এরূপ ভাবে গঠিত যে, উচ্চকে নীচশ্রেণীমধ্যে গণ্য করিলে উচ্চের মনে বজ্র অপেক্ষা অধিকতর বেদনা উপস্থিত হয়। এ বিষয়ে লেখকদিগের বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

বনবাসিনীর পত্র।

বনযাত্রার শেষ বিবরণ।

মান সরোবর হইতে পানিঘাট নামক স্থানের মধ্য দিয়া এবং একটী ক্ষুদ্র গ্রামের মধ্য দিয়া লোহবন নামক স্থানে যাত্রা রহিল। এখানে একটী কুণ্ড এবং গোপীনাথজী নামক বিগ্রহ দর্শন আছে। এখানে একদিন যাত্রা থাকিয়া পরদিন একটি গ্রামের মধ্য দিয়া আনন্দী বিনোদী নামক দেবী দর্শন করিয়া এবং তথাকার কুণ্ডে স্নানাদি করিয়া দাউজী নামক

স্থানে যাত্রা থাকে। এখানে ক্ষীরসাগর-নামক একটী কুণ্ড এবং দাউজী অর্থাৎ বলদেবজীর প্রকাণ্ড অথচ সুদৃশ্য ও মনোহর মূর্ত্তি এবং তৎপত্নী রেবতী জীউয়ের তৎপরিমাণ সুন্দর মূর্ত্তি আছে। এ স্থানটী একটী সহরের মত বোধ হয়। প্রতিদিন দেবদর্শনে অসংখ্য যাত্রী আসিয়া থাকে এবং মহাসমারোহে পূজাদি ক্রিয়া হইয়া থাকে। নানাবিধ ভোগের সামগ্রীর মধ্যে মাখন মিশ্রি ভোগই এখানকার প্রসিদ্ধ। গোঁসাইয়ের যাত্রা এখানে ৩ দিন থাকে এবং মহামহোৎসবের সহিত কাঙ্গালী প্রভৃতির ভোজ হয়। এখান হইতে যাত্রা উঠিয়া একটী গ্রামের মধ্য দিয়া বা বাঁধা সড়ক দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে যমুনার ধার দিয়া যাত্রা চলে। পরে ব্রহ্মাণ্ডঘাটনামক ঘাটে স্নানাহ্নিকাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া পুরাতন গোকুল, একণে যাহার নাম মহাবন হইয়াছে, তথায় গিয়া যাত্রা থাকে। মহাবনের অতি নিকটেই ব্রহ্মাণ্ডঘাট। ব্রজবাসিগণ বলেন, শ্রীকৃষ্ণ মাতা যশোমতীকে এই-স্থানে বদনমধ্যে ব্রহ্মাণ্ড * দেখাইয়া-ছিলেন। এখানে মাখনমাটির দলা বিক্রয় হয়। বাস্তবিক সে মাটি খাইতেও সুস্বাদ লাগে এবং মুখে মিলাইয়া যায়। এই ব্রহ্মাণ্ডঘাটে ব্রহ্মাণ্ডবিহারী নামে যুগল-মূর্ত্তি, একটি শিবলিঙ্গ এবং হনুমানজী ও কতকগুলি চিত্র দর্শন আছে। এখানকার সকল দর্শনই সুদৃশ্য এবং মনোহর। আর ব্রজবাসী বলেন, এই পুরাতন গোকুল অর্থাৎ মহাবনই শ্রীশ্রীনন্দ মহা-রাজের আদি বাসস্থান। বহুকালের প্রাচীন ইষ্টকপ্রস্তরাদিনির্ম্মিত অতি উচ্চ উচ্চ টিলার ন্যায় ভিত্তি সকল অদ্যাপিও বিরাজমান হইয়া অতীত কালের কীর্ত্তির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ব্রজবাসিগণ বলেন এই সকল নন্দবাবার গৃহভিত্তি। এই সকল উচ্চ উচ্চ টিলার উপরে নানা প্রকার দর্শন আছে। তন্মধ্যে কোনটীতে যোগমায়ার জন্মস্থান অথবা মা যশোদার সূতিকাগার, কোনটিতে শ্রীকৃষ্ণের হিন্দোল, কোনটীতে গর্গা-চার্য্যের প্রতিমূর্ত্তি, ইত্যাদি অনেক দর্শন আছে। ইহার মধ্যে অতি দীর্ঘ একটী দালানের মধ্যে ব্রজবাসিগণ যাত্রীদিগকে লইয়া বড় আনন্দ করে—বলে এইস্থানে মা যশোদা আপন বালককে ঝাউবনে হাউ দেখাইয়াছিলেন; তোমরা বল ঝাউ-বনে হাউ, ঝাউ বনে হাউ এবং সকল যাত্রিগণ তাহাই বলে, আবার কোন স্থানে বলে শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে চাঁদ দেখিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন, চাঁদ ডাকিয়া তোমরা নৃত্য কর; আর অমনি সকল যাত্রী চাঁদ আয় চাঁদ আয় বলিয়া নাচিতে থাকে। আবার কোন স্থানে বলে এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ অতি উচ্চ করিয়া হাস্য করিয়া দৌড়াইয়া বেড়াইয়াছিলেন, তোমরাও হাস্য করিয়া বেড়াও। অমনি বহুতর যাত্রী "হা হা" রবে উচ্চহাস্য করিয়া বৃহৎ দালানের মধ্যে ছুটাছুটি করিতে থাকে। বাস্তবিক তাহা দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করা যায় না। এই

প্রকার চারিটা থাম্বা অর্থাৎ খুঁটি দেখাইয়া বলে, এই চারিযুগের চারি থাম্বা দর্শন স্পর্শন কর, পয়সা দাও ইত্যাদি ইত্যাদি। ব্রজবাসিগণ আরও অনেক স্থান দর্শন করায়। এখানে পুতনাখাল এবং নন্দবাবার নবলক্ষ গাভীর গোবরটীলা, দাউজী, নারদজী, ছিদাম সুদাম সত্যনারায়ণ প্রভৃতি অনেক দর্শন আছে। আর এখানে একটা বৃহৎ ধর্ম্মশালা আছে। দর্শনাদি করিয়া একরাত্রি এখানে থাকিয়া পরদিন নূতন গোকুলে যাত্রা যায়। এ স্থানটী যমুনার ধারে সুশোভন মথুরা সহরের ন্যায় বোধ হয় এবং গোকুলবাসিগণ প্রায় সকলেই ধনবান্ এবং সভ্যতাসম্পন্ন। এখানে অনেক আড়ত দোকান পসার, বাজার ও সদাব্রত আছে। এখানে যমুনাছাড়া আরো সুন্দর দুইটা কুণ্ড আছে এবং মনোরম একটা বাগিচা আছে। গোঁসাইজীয়ের যাত্রা এখানেই থাকে এবং গোঁসাইজীয়ের বসত বাটীও এইখানে। দেড়মাস পরে গোঁসাইজী যাত্রা করিয়া ঘরে আসেন, তাহাতে গোকুলবাসিগণ প্রায় সকলেই মহানন্দে মগ্ন হয়েন এবং রাত্রিতে বিবিধ প্রকার আলো ও নানা প্রকার বাদ্য বাজনা করিয়া গোপালজী বাহির হন। কোন স্থানে নৃত্যগীত, রাসোৎসব, কোন স্থানে আতশবাজী, কোন স্থানে ভোজনোৎসব প্রভৃতিতে সমুদয় গোকুল নগর যেন টলমল করিতে থাকে। সে মহানন্দের স্রোত দুই তিন দিন ব্যাপিয়া চলে। এখানে দাউজী, মদনমোহনজী, মা যশোদা, নন্দবাবা, গোপাল লাল প্রভৃতি অতি সুদৃশ্য মনোহর দর্শন আছে। এই স্থান হইতেই পঞ্জাবী, মহারাষ্ট্রী, মুলতানী প্রভৃতি যাত্রার লোক নিজ নিজ দেশে গমন করে, মথুরাবাসীরা মথুরায় গমন করে। আমরাও মথুরাবাসীদিগের সঙ্গে আসিয়া একদিন মথুরায় থাকিয়া পরদিন শ্রীবৃন্দাবনধামে নিজ কুঠরীতে আসিলাম। এইখানে ব্রজচৌরাশী ক্রোশ পরিক্রমা এবং বনভ্রমণ সমাপ্ত হইল। ইতি

আপনার বনবাসিনী কন্যা।

মালিনী।

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "মালিনী" নামে একখানি ক্ষুদ্র নাটক রচনা করিয়াছেন। নাটকের হিসাবে ইহা যে খুব উৎকৃষ্ট হইয়াছে, তাহা নহে; তাহা হইবারও কথা নয়। কারণ যদিও নাটকের ধরণে রচিত, তথাপি মালিনী নাটক নয়;—মালিনী ক্ষুদ্র একখানি কাব্য।

কিন্তু মালিনী নাটকই হউক, কিম্বা কাব্যই হউক, ইহার মধ্যে যে একটি

পবিত্র উন্নত ও মহদ্ভাবের আস্বাদন পাইয়াছি, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

বাঙ্গলা ভাষার সামাজিক উপন্যাস ও নাটক অনেক হইয়াছে। তাহা পড়িয়া সাহিত্য রসের আস্বাদন করা যায় বটে, কিন্তু মহৎ ও উচ্চ আদর্শ দ্বারা হৃদয়কে উন্নত করিবার তেমন সুযোগ পাওয়া যায় না।

রবীন্দ্র বাবু মালিনীর চরিত্র পবিত্রতার শুভ্র সুষমায় এমন মনোরম করিয়া তুলিয়াছেন,—মহত্ত্বের বিমল রশ্মিতে এমন উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন যে, ইহা পড়িতে পড়িতে মন স্বতঃ উন্নত হইয়া উঠে। অথচ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে কাব্য-রসেরও নিতান্ত অভাব নাই।

এই গ্রন্থের নায়িকা মালিনী—এক রাজার কন্যা। রাজা হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী। কিন্তু কন্যা কাশ্যপনামক একজন সন্ন্যাসীর নিকট বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার হৃদয় হইতে সুখের লালসা এবং ভোগস্পৃহা দূরীভূত হইয়াছে। সমস্ত ধরণীর দুঃখের তরঙ্গস্রোতে তাঁহার অন্তর আন্দোলিত হইতে লাগিল—অসীম বিশ্বে আপনাকে বিলাইয়া দিবার জন্য প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। মালিনী ভাবিতে লাগিলেনঃ—

"ব্যথাসম
কি যেন বাজিছে আজি অন্তরেতে মম
বারম্বার—কিছু আমি নারি বুঝিবারে
জগতে আমারে কাহারা আজি ডাকিছে!"

কিন্তু মালিনী তাঁহার জননীর নয়নের মণি, অঞ্চলের ধন। তিনি মালিনীকে বেশভূষা ও স্বর্ণাভরণবিহীনা সন্ন্যাসিনী দেখিয়া প্রাণে দারুণ আঘাত পাইলেন, তিনি মালিনীকে বলিতে লাগিলেন :—

"আমার সোণার ঊষা
স্বর্ণ প্রভাহীনা ; এও কি চোখের পরে
সহ্য হয় মা'র ?"

মালিনী মাকে বুঝাইতে লাগিলেন—"মাগো, কখনো কি রাজার ঘরে ভিখারিণী জন্ম গ্রহণ করে না?" মা আবার কন্যাকে বলিতে লাগিলেন "বৌদ্ধেরা পিশাচপন্থী, তাহারা যাদুবিদ্যা জানে ; তাহারা প্রেতসিদ্ধ ; তাহাদের ধর্ম্ম গ্রহণ না করিয়া শিবপূজা কর, শিবের ন্যায় বরের কামনা কর ; কারণ রমণীর পতিই দেবতা ; রমণীর—

"ধর্ম্ম থাকে বক্ষে কোলে চিরদিন স্থির
পতিপুত্ররূপে!"

অতঃপর রাজা—অর্থাৎ মালিনীর পিতা আসিয়া মালিনীকে বলিতে লাগিলেন—"তুমি নূতন ধর্ম্মলাভ করিয়াছ, তাহা গোপনেই রাখ, বাহিরের মানুষকে জানাইয়া লাভ কি?"

রাজার এই অন্যায় কথা রাজমহিষীর সহ্য হইল না। তিনি বলিলেন "ছিছি মহারাজ, তুমি কন্যাকে রাজনীতির কুটিলতা শিক্ষা দিতেছ? মানুষের ভয়ে ধর্ম্ম চাপা দিবেক? তেমন মেয়ে আমার নয়।" রাজা বলিলেন "মহারাণি; প্রজাগণ যে সকলেই ক্ষুব্ধ হইয়াছে।

তাহারা মালিনীর নির্ব্বাসন প্রার্থনা করিতেছে; কারণ রাজ্যের ব্রাহ্মণগণ তাহাদের ধর্ম্ম নষ্ট হইবে এই আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন।"

নৃপতির কথার উত্তরে তেজস্বিনী রাজমহিষী বলিয়া উঠিলেন—

"ধর্ম্ম জানে ব্রাহ্মণে কেবল ?
আর ধর্ম্ম নাই ? তাদেরি পুঁথিতে লেখা
সর্ব্বসত্য, অন্য কোথা নাহি তার লেখা
এ বিশ্বসংসারে ? ব্রাহ্মণেরা কোথা আছে,
ডেকে নিয়ে এস ! আমার মেয়ের কাছে
শিখে নিক্ ধর্ম্ম কারে বলে !"

রাজমহিষী রাজাকে শুধু এই কথাগুলি বলিয়াই নিবৃত্ত হইলেন না। তিনি ধর্ম্মশীলা সত্যপরায়ণা কন্যার তেজস্বিনী জননী। তিনি তৎক্ষণাৎ কন্যাকে বলিলেন,

"ওরে বাছা, আমি লব নব মন্ত্র তোর,
* * তোমারে পাঠাবে নির্ব্বাসনে ?
নিশ্চিন্ত রয়েছ মহারাজ ? ভাব মনে
এ কন্যা তোমার কন্যা, সামান্য
বালিকা ?
ওগো তাহা নহে ! এ যে দীপ্ত অগ্নি-
শিখা !
আমি কহিলাম আজি শুনি লহ কথা—
এ কন্যা মানবী নহে, এ কোন্ দেবতা
এসেছেন ঘরে ! করিও না হেলা,
কোন্ দিন অকস্মাৎ ভেঙে দিয়ে খেলা
চলে যাবে—তখন করিবে হাহাকার,—
রাজ্য ধন সব দিয়ে পাইবে না আর !"

জননীর এমন অপূর্ব্ব চিত্র বাঙ্গালা সাহিত্যে আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। সন্তান নূতন ধর্ম্ম—নূতন সত্য গ্রহণ করিলে, এবং সংসারধর্ম্মে বীতরাগ হইলে এদেশের জননীগণ কখনো অশ্রুজলে গণ্ড ভাসাইয়া, কখনো তিরস্কার ভর্ৎসনা করিয়া সন্তানকে বিব্রত করিয়া তোলেন, সন্তান যাহাতে তাহার মহৎ সংকল্প হইতে ভ্রষ্ট হইয়া, সত্যের প্রতি অবহেলা করিয়া ঘোর বিষয়ী হইয়া পড়েন, তজ্জন্য বিধিমতে চেষ্টা করেন; এত করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে না পারিলে মনের ক্ষোভে সন্তানকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন! আর বাঙ্গালা লেখনীতে এ কি চিত্র ? জননী স্বয়ং কন্যার নবধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন বলিয়া কন্যাকে উৎসাহান্বিত করিতেছেন! মালিনী নাটকে রাজমহিষীর চিত্র অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। সমগ্র নাটকখানি পড়িলে দেখা যায়, রাজমহিষীর সুনির্ম্মল হৃদয় একদিকে যেমন সুকোমল—স্নেহ-করুণা ও বাৎসল্যরসে সুমধুর; অন্যদিকে সত্যে তাঁহার চিত্ত সুদৃঢ়; ধর্ম্মে তাঁহার অন্তঃকরণ সমুজ্জ্বল। আমাদের বর্ত্তমান বঙ্গসমাজে এইরূপ তেজস্বিনী জননীরই নিতান্ত প্রয়োজন।

ইহার পর মালিনী পিতাকে কহিলেন—

"প্রজাদের পূরাও প্রার্থনা! মহাক্ষণ
এসেছে নিকটে! দাও মোরে নির্ব্বাসন।"

কন্যার বাক্যে পিতার প্রাণ বিগলিত হইল। পিতা কন্যাকে নির্ব্বাসন দিতে চাহিলেন না। তখন কন্যা পিতা মাতাকে

কহিলেন, "জানি না সংসারে আমার কি আছে? আমার চিত্ত সকল লোকের মধ্যে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে। গৃহে ত তোমাদের আরো পুত্রকন্যা আছে। তোমরা তাহাদের লইয়া থাক; আমাকে আর মায়া-পাশে বাঁধিও না—আমাকে ছাড়িয়া দাও।"

এইবার জননীর প্রাণে স্নেহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

জননী কহিলেন,

"মা আমার,
তুই কি জগৎলক্ষ্মী, জগতের ভার
পড়েছে কি তোরি পরে? নিখিল সংসার
তুই বিনা মাতৃহীনা, যাবি তারি কাছে
নূতন আদরে;—আমাদের মা কে আছে
তুই চলে গেলে?"

মালিনী কহিলেন;—

"রাজকন্যা আমি,—দেখি নাই
বাহির সংসার—বসে আছি এক ঠাঁই
জন্মাবধি, চতুর্দ্দিকে সুখের প্রাচীর,
আমারে কে করে দেয় ঘরের বাহির
কে জানে গো? বন্ধ কেটে দাও মহারাজ,
ওগো ছেড়ে দে মা, কন্যা আমি নহি আজ,
নহি রাজসুতা,—যে মোর অন্তরযামী
অগ্নিময়ী মহারাণী, সেই শুধু আমি!"

রাজাও মালিনীর পিতার উপযুক্ত কথা কহিলেন,—

"যেমন রজনী
উষারে জনম দেয়, কন্যা জ্যোতির্ম্ময়ী
রজনীর কেহ নহে, সে যে বিশ্বজয়ী
বিশ্বে দেয় প্রাণ!"

অবশেষে একদল ব্রাহ্মণ মালিনীর নির্ব্বাসনের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। তন্মধ্যে সুপ্রিয়নামক সুপণ্ডিত উদারচিত্ত ব্রাহ্মণ বলিতে লাগিলেন, "ধর্ম্ম কাহাকে বলে? একটি নির্দ্দোষী বালিকাকে তোমরা নির্ব্বাসন-দণ্ড দিতে চাহ, ইহাতেই কি তোমাদের ধর্ম্ম হইবে?"

তৎপরে ব্রাহ্মণগণ প্রাচীন হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার জন্য পাষণ্ড-দলনী অট্টহাসিনী সিদ্ধিদাত্রী জগদ্ধাত্রীকে ডাকিতে লাগিলেন। কিন্তু তখন পাষণ্ডদলনীর পরিবর্ত্তে স্নেহ-করুণার জীবন্ত মূর্ত্তি মালিনী আসিয়া ব্রাহ্মণদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। মালিনীকে দর্শন করিয়া সুপ্রিয় এবং ক্ষেমঙ্কর নামক দুই জন ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর সকলেই মালিনীকে জগদ্ধাত্রী দেবী বলিয়া মনে করিলেন; এবং ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করিলেন। কিন্তু মালিনী আপনাকে রাজার দুহিতা বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলেন; এবং বলিলেন;—

"আসিয়াছি আজ—
প্রথমে শিখাও মোরে কি করিব কাজ
তোমাদের। জন্ম লভিয়াছি রাজকুলে,
রাজকন্যা আমি,—কখনো গবাক্ষমূলে
চাহিনি বাহিরে; দেখি নাই এ সংসার
বৃহৎ বিপুল,—কোথায় কি ব্যথা তার

জানি না ত কিছু! শুনিয়াছি দুঃখময়
বসুন্ধরা, সে দুঃখের লব পরিচয়
তোমাদের সাথে!”

রাজকন্যার এই সকরুণ ও সুমধুর বাণী শুনিয়া অধিকাংশ ব্রাহ্মণেরই হৃদয় বিগলিত হইল। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, মালিনী মানবী নয়,—দেবী। তাঁহারা যে রাজদ্বারে এই দেবীর নির্ব্বাসন-দণ্ড প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তজ্জন্য আপনাদিগকে পাষণ্ড এবং পামর বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। তাহার পর তাঁহারা মালিনীকেই যথার্থ করুণাময়ী জননী মনে করিয়া, তাঁহার জয়ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক্ পূর্ণ করিয়া তুলিলেন।

কিন্তু পূর্ব্বোক্ত সুপ্রিয় এবং ক্ষেমঙ্কর সমবেত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর জয়ধ্বনিতে যোগদান না করিয়া দূরে রহিলেন। তাঁহাদের মধ্যে সুপ্রিয় মালিনীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। মালিনীর অপূর্ব্ব বাণী শ্রবণ করিয়া তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া গেল। তিনি তাঁহার প্রিয়তম বন্ধু ক্ষেমঙ্করকে কহিলেন ‘এত দিন শাস্ত্রে ধর্ম্ম খুঁজিয়াছি, কিন্তু শাস্ত্র আমাকে কোন তৃপ্তিই দিতে পারে নাই। শাস্ত্রের দেবতা আমার দেবতা নয়। আমি এত দিন পরে মর্ত্ত্যে এই ধরণীর মাঝে মানবের ঘরেই আমার দেবতাকে প্রাপ্ত হইলাম;—অর্থাৎ মালিনীকেই তিনি তাঁহার হৃদয়ের আরাধ্যা দেবী বলিয়া মনে করিলেন। ক্ষেমঙ্কর হিন্দুধর্ম্মের একান্ত পক্ষপাতী। তিনি সুপ্রিয়কে কহিলেন,—

“আপন হৃদয় যবে ভুলায় কুহকে
আপনারে, বড় ভয়ঙ্কর সে সময়—
শাস্ত্র হয় ইচ্ছা আপনার, ধর্ম্ম হয়
আপন কল্পনা। * * *
যে সৌন্দর্য্য মোহ তব ঘিরেছে হৃদয়,
* * * ধর্ম্ম বল তারে?”

ক্ষেমঙ্করের এই উক্তিও কি সুন্দর! মানুষ যখন সৌন্দর্য্যমোহে আকৃষ্ট হয়, তখন সেই সৌন্দর্য্যের নিকট ধরণীর সমস্ত শ্রেষ্ঠ বস্তুকেই ক্ষুদ্র বলিয়া মনে হয়। মানুষ এইরূপ আত্ম-প্রতারণায় কত বারই আপনার মহান্ লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে।

যাহা হউক, ক্ষেমঙ্কর যখন দেখিলেন কাশীর অধিকাংশ লোক বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বিনী মালিনীকেই দেবী বলিয়া মনে করিতেছে, তখন তিনি বিদেশে সৈন্য সংগ্রহার্থ বাহির হইলেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই যে বিদেশ হইতে সৈন্য আনিয়া রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করিবেন। যুদ্ধে রাজাকে পরাস্ত করিতে পারিলেই বৌদ্ধধর্ম্ম কাশী হইতে বিতাড়িত হইবে।

অতঃপর সুপ্রিয় মালিনীর কাছে গমন করিয়া আপনার হৃদয়ের ব্যথা জানাইয়া বলিলেন,—

“পথ আছে শত লক্ষ, শুধু আলো নাই
ওগো দেবি জ্যোতির্ম্ময়ি—তাই আমি চাই
একটি আলোক-রেখা, উজ্জ্বল সুন্দর
তোমার অন্তর হতে!”

সুপ্রিয়ের কথা শুনিয়া মালিনীর হৃদয় আজ কি রকম এক অভাব অনুভব

করিতে লাগিল। মালিনী আপনাকে বড় দরিদ্র বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন, এবং সুপ্রিয়কে বলিলেন,—

"মহাধর্ম্ম-তরণীর বালিকা কাণ্ডারী
নাহি জানি কোথা যেতে হবে! মনে হয়
বড় একাকিনী আমি, সহস্র সংশয়
বৃহৎ সংসার, অসংখ্য জটিল পথ,
নানা প্রাণী, দিব্যজ্ঞান ক্ষণ প্রভাবৎ
ক্ষণিকের তরে আসে। তুমি মহাজ্ঞানী,
হবে কি সহায় মোর?"

সুপ্রিয় কহিলেন, "তুমি যদি আমাকে চাও, তাহা হইলে আমাকে আমি ভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করিব, আমার এ জীবন সর্ব্বদা তোমারই কার্য্যের জন্য প্রস্তুত রাখিব।"

এ দিকে ক্ষেমঙ্কর রত্নাবতী নগরীর রাজগৃহ হইতে সৈন্যসামন্ত লইয়া মালিনীর পিতার সঙ্গে সংগ্রাম করিতে আসিতেছেন, সুপ্রিয়কে বিশ্বাসী বন্ধু মনে করিয়া তৎসংবাদ-সম্বলিত একখানি পত্র লিখিলেন। সুপ্রিয় ক্ষেমঙ্করের পত্রখানি রাজাকে দেখাইলেন। রাজা মৃগয়ার ভাণে সৈন্যদলসহ ক্ষেমঙ্করকে আক্রমণ করিলেন। ক্ষেমঙ্কর যুদ্ধে পরাস্ত হইল। রাজা তাহাকে বন্দী করিয়া স্বরাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন; এবং সুপ্রিয়কে আলিঙ্গন দান করিয়া পুরস্কার প্রদান করিতে চাহিলেন। সুপ্রিয়ের হৃদয়ে অনুতাপ জাগিয়া উঠিল। মালিনী সুপ্রিয়ের হৃদয়ের ভাব সকলই জানিতেন। তিনি পিতার নিকট বন্দী ক্ষেমঙ্করের জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা চাহিলেন। রাজা ক্ষেমঙ্করকে মার্জ্জনা করিতে স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু তৎপূর্ব্বে একবার তাহার বীরত্ব পরীক্ষা করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিলেন। তা ছাড়া রাজা মালিনীর লজ্জার আভাময় রাঙা মুখখানি দেখিয়া এবং মালিনী ও সু-প্রিয়ের মনোভাব লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে পারিলেন, উভয়ে উভয়ের প্রীতিতে আকৃষ্ট হইয়াছে। ইহাতে রাজার অন্তর আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। মালিনী যে কখনো পরিণয়-পাশে আবদ্ধা হইবেন, এরূপ আশাই তাঁহার ছিল না। তদ্ভিন্ন সুপ্রিয় জ্ঞানী, পণ্ডিত, তাহার অন্য ত্রুটি থাকিলেও হৃদয়ের মহত্ব অতি উচ্চ।

ইহার পর ক্ষেমঙ্করের বিচারের দিন উপস্থিত হইল; রাজা তাহাকে কহিলেন "যদি প্রাণ ফিরে দিই, যদি ক্ষমা করি!" তেজস্বী ক্ষেমঙ্কর কহিল;—

* * "পুনর্ব্বার
তুলিয়া লইতে হবে কর্ত্তব্যের ভার,—
যে পথে চলিতেছিনু আবার সে পথে
যেতে হবে!"

অর্থাৎ ক্ষেমঙ্কর পুনর্ব্বার বিদ্রোহী হইবেন। রাজা শুনিয়া কুপিত হইলেন; এবং ক্ষেমঙ্করকে কহিলেন "ব্রাহ্মণ, তুমি বাঁচিতে চাহ না? তবে তোমার যাহা কিছু প্রার্থনা থাকে, এই বেলা তাহা গ্রহণ কর।" ক্ষেমঙ্কর মৃত্যুকালে একবার তাহার প্রিয়বন্ধু সুপ্রিয়কে দেখিতে চাহিলেন। সুপ্রিয় ক্ষেমঙ্করের কাছে আসিলেন। দুই বন্ধুতে দুই বন্ধুর কার্য্য ও ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে অনেক তর্ক

বিতর্ক, অনেক কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। এই তর্ক বিতর্ক ও কথাবার্ত্তা স্থানে এক স্থানে এমন চমৎকার হইয়াছে, যে, ইচ্ছা হয়, সমস্তই উদ্ধৃত করি। কিন্তু উদ্ধৃত করিলে প্রবন্ধ অতিশয় দীর্ঘ হইয়া উঠিবে। আমরা এখানে শুধু আমাদের প্রয়োজনীয় দু একটি কথা উদ্ধৃত করিব। সুপ্রিয় ক্ষেমঙ্করকে কহিলেন, "এই বৃহৎ বিশ্বে অসংখ্য লোক, প্রত্যেকেরই বিচিত্র স্বভাব, প্রত্যেকের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ধর্ম্মমত। আকাশে ভিন্ন ভিন্ন রকমের অসংখ্য নক্ষত্র; অথচ তাহারা যেমন পরস্পর ঝগড়া কলহ করে না; তেমনি তোমার আমার ধর্ম্মমত ভিন্ন ভিন্ন হউক, তাই বলিয়া আমরা বিবাদ করিব কেন?"

উত্তরে ক্ষেমঙ্কর কহিলেন;—

সত্য মিথ্যা পাশাপাশি নির্ব্বিরোধে রবে
এত স্থান নাহি নাহি, অনন্ত এ ভবে!

* * * *

হে সুপ্রিয়! প্রেম এত সর্ব্বপ্রেমী নয়!
ছিল চির দিবসের বিশ্রব্ধ প্রণয়
আনিবে বিশ্বাসঘাত বক্ষোমাঝে তার,
বন্ধু মোর? উদারতা এত কি উদার?"

ক্ষেমঙ্কর পুনরায় সুপ্রিয়কে কহিলেন "বন্ধু, বাল্যকালে কতদিন সারারাত্রি তর্ক করিয়া কে সত্য বলে, কে মিথ্যা বলে, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য প্রভাতকালে গুরুর উদ্দেশে যাইতাম; সেইরূপ এস, আজ দুই জনেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া এমন স্থানে চলিয়া যাই, যেখানে সত্য সমুজ্জ্বল; যেখানে মুহূর্ত্তের মধ্যে সকল বিচার বিরোধ বাষ্পের মত কোথায় চলিয়া যায়!"

সুপ্রিয় তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। ক্ষেমঙ্কর হস্তের শৃঙ্খলদ্বারা সুপ্রিয়ের মস্তকে আঘাত করিলেন। সুপ্রিয়ের তাহাতে মৃত্যু হইল। ক্ষেমঙ্কর বন্ধুর মৃত দেহের উপর পতিত হইয়া রাজাকে বলিলেন "মহারাজ! এইবার ঘাতককে ডাকা হউক।" রাজা ঘাতককে খড়্গ সহ আসিবার হুকুম দিলেন। কিন্তু তখন মালিনী রাজার নিকট ক্ষেমঙ্করের জন্য পুনরায় ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। গ্রন্থ এইখানেই সমাপ্ত হইল।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

শান্তি।

(১)

সংসার-দুঃখেতে দেবি! হ'য়ে জ্বালাতন,
তব পদ সেবিবারে, করেছি মনন।
দয়া করি বল মোরে কোথা তব বাস?
তাপিত-জনের শুধু, তুমি মাত্র আশ।
যিনি কোটি-পতি কিম্বা যিনি মহারাজ;
যশোরাজ্যে কিম্বা যিনি করেন বিরাজ;
দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত পালঙ্ক উপর

শুভ্র দুগ্ধ-ফেন-শয্যা অতি মনোহর,
তদুপরি শত লোক যাঁর সেবা করে,
স্তুতিবাক্যে প্রতিধ্বনি সদা যাঁর ঝরে,
কোকিল মধুর কণ্ঠে করিয়া সঙ্গীত
শশিরূপা নারী যাঁরে করে আমোদিত,
ইন্দ্রিয়-সুখেতে যেই সতত মোহিত,
কহ গো! তুমি কি তথা হও অবস্থিত?

(২)

কিম্বা তুমি দরিদ্রের শ্রীহীন কুটীরে,
পতি-হীনা সতী যথা ভাসে অশ্রুনীরে,
উন্নত পর্ব্বত-শৃঙ্গে, গভীর ভূতলে,
বিজন বিপিনে, কিম্বা বারিধি-সলিলে,
ভয়দ শ্মশানে, সুখ-অঙ্কুর বাসরে,
ধূ ধূ বালীস্তূপে, কিম্বা প্রশস্ত প্রান্তরে,
ঘাটে, পথে, বিপণিতে, গভীর নিশায়,
ফলে, ফুলে, মুকুলে বা শিশুর ক্রীড়ায়,
নীলপীত নানাবর্ণ পক্ষি-কাকলিত—
মধু-শব্দে; হও কিগো সদা অবহিত?

(৩)

কিম্বা তুমি ধ্যান-মগ্ন তাপস-অন্তরে,
সর্ব্বত্যাগী হয়ে যারা ব্রহ্মেতে বিহরে,
সর্ব্বজীবে সম দয়া, নাহি হিংসা-লেশ,
রাগী ন'ন সুখ-ভোগে, দুঃখে নাহি ক্লেশ,
ঈশ্বর-সেবায় সদা সমাহিতচিত,
কহ গো! তুমি কি তথা হও অবস্থিত?

(৪)

কিন্তু হায়! এ অভাগা যে দিকেতে
চায়,
অশান্তি-পূরিত হেরে, নাহি শান্তি পায়।
বুঝিয়াছি তাই মাতঃ—খুঁজি সর্ব্ব ঠাঁই।
সকলি অশান্তি-রাজ্য, শান্তি কোথা নাই।
ধরাধামে তুমি দেবি! কায়াহীনা হ'য়ে
করিছ রাজত্ব সদা অভিমানে র'য়ে।
তব তরে মম আশা,—মরীচিকা প্রায়,
বুঝেছি যাইবে প্রাণ, অশান্তি-কারায়।

শ্রীফণিকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়।

বিবিধ তত্ত্ব।

১। লেখনীর পুরাতত্ত্ব।

১। অতি প্রাচীন কালে লোহার শলাকা বা বাটালি কলমের কাজ করিত এবং পাথরের উপর তাহা দ্বারা লেখা হইত।

২। মিশর এবং অন্যান্য পূর্ব্ব অঞ্চলে উটের লোমে পেন্‌সিল তৈয়ার করিয়া তাহা দ্বারা লিখন কার্য্য সম্পন্ন হইত।

৩। পালকের কুইল অনেকের মতে নিতান্ত আধুনিক, তথাপি কেহ কেহ বলেন ৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ইহার চলন হয়।

৪। ওলন্দাজেরা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কুইল প্রস্তুত করিত। তাহাদের এক একটী কুইলের মূল্য সচরাচর ২ পাউণ্ড অথবা ৩০্ টাকা ছিল।

৫। যখন পার্চমেণ্ট নামক চামড়ার কাগজ এবং পেপিরাস নামক বৃক্ষ-বল্কলের কাগজ ব্যবহৃত হয়, তখন খাঁকড়ার কলম চলিত হয়।

৬। পারস্য, গ্রীস, এবং সিরীয়াতে ধাতু, অস্থি বা হস্তিদন্তের এক মুখ সূঁচল করিয়া কলম করা হইত।

৭। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ২০ বৎসর পূর্ব্বে সোণার কলম তৈয়ারের ১৬টী কুঠি ছিল। ২৫৪ জন কর্ম্মকারক প্রায় দেড় লক্ষ টাকার কলম প্রস্তুত করিত।

৮। কাঁচের কলম ধাতুর অনুকরণে নির্ম্মিত হয়, ইহাতে কালি রাখিবার জন্য পার্শ্বে ছিদ্র করা, কিন্তু ভারি এবং শীঘ্র ভাঙ্গিয়া যায়, এইজন্য ব্যবহারের অযোগ্য।

৯। ১৮০৩ সালে ওয়াইজ নামে এক ব্যক্তি ধাতুর দ্বারা বর্ত্তমান আকারের ষ্টিল পেন বা বেরেল পেন প্রস্তুত করেন। ইহা কুইলের অনুকরণে নির্ম্মিত।

১০। ১৮২০ সালে জোজেফ গিল্‌ট খেলনা প্রস্তুতকারী এক ব্যক্তি ষ্টিল পেন প্রথম প্রস্তুত করেন এবং তাহা সাদরে গৃহীত হয়। মেসন, মিচেল ও পেরী ইহারা এই কলমের আরও উন্নতি সাধন করেন। ইহারা সকলেই ইংরাজ।

২। শুভ শুক্রবার।

১। মুসলমানেরা শুক্রবারকে খৃষ্টানদের রবিবারের ন্যায় পবিত্র জ্ঞান করে, কারণ ঐ দিন মহম্মদ মক্কা জয় করিয়া তাঁহার ধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এই দিন শুক্রবার।

২। ১৭৩২ সালের ২২এ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার জর্জ্জ ওয়াসিংটনের জন্মদিন।

৩। বিস্‌মার্ক, গ্লাডষ্টোন ও ডিসরেলি তিন জনেই শুক্রবার জন্ম গ্রহণ করেন।

৪। ১৬০৯ সালের ২৫এ মার্চ্চ শুক্রবার হডসন নদী আবিষ্কৃত হয়।

৫। ১৪৩৩ সালের ১২ই জানুয়ারী শুক্রবার বার্গণ্ডির সাহসী চার্লস জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইয়োরোপের সর্ব্বাপেক্ষা ধনাঢ্য রাজা ছিলেন।

৬। টমস সটন যিনি স্পেনের আরমেডানামক বিরাট রণপোত-ভীতি হইতে ইংলণ্ডকে রক্ষা করেন, তাঁহার জন্মদিন শুক্রবার।

৭। ১৪৯৬ সালের ৫ই মার্চ্চ শুক্রবার ইংলণ্ডেশ্বর অষ্টম হেন্‌রি জন ক্যাবটকে সনন্দপত্র দেন। ইহার বলে উত্তর আমেরিকা আবিষ্কৃত হয়।

৮। ১৪৯২ সালের ১৩ই জুন শুক্রবার কলম্বস আমেরিকা আবিষ্কার করেন।

৯। তাপমান যন্ত্রের আবিষ্কর্ত্তা গাব্রিয়েল ফারনহিট ১৫৮৬ সালের ১৪ই শুক্রবার জন্মগ্রহণ করেন।

১০। ১৪৬৫ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার মেলেনডেসনামক এক ব্যক্তি যুক্তরাজ্যে সেণ্ট অগষ্টাইন নগর স্থাপন করেন।

১১। ১৭৭৬ সালের ৮ই মার্চ্চ শুক্রবার ইংলণ্ড হইতে ষ্টাম্প আইন উঠিয়া যায়।

১২। যুক্তরাজ্যের স্বাধীন হইবার অধিকার আছে—১৭৭৬ সালের ৭ই জুলাই শুক্রবার জন এডামস্ কংগ্রেস সভায় এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

১৩। ১৮১৪ সালের ২৮এ নবেম্বর শুক্রবার লণ্ডন টাইমস্ সংবাদপত্র বাষ্পীয় কলে মুদ্রিত হয়।

৩। শোক-পরিচ্ছদ।

১। গাঢ়নীল-বস্ত্র বোখারাবাসীদের শোকচিহ্ন।

২। ক্যাপাসে পাটলবর্ণ পারস্য-দেশের শোকচিহ্ন।

৩। শ্বেতবস্ত্র চীন ও ভারতবাসীদের শোকচিহ্ন।

৪। মেটে কটা রং ইথিওপিয়ান ও আবিসিনিয়ানদের।

৫। গাঢ় রক্তবর্ণ বস্ত্র ফরাসী রাজারা সময় সময় ব্যবহার করিতেন।

৬। সমগ্র ইয়োরোপে কাল রঙের পরিচ্ছদ প্রচলিত।

৭। পীতবর্ণ মিশর ও ব্রহ্মদেশের।

৮। ব্রিটেনী কৃষকদিগের মধ্যে বিধবারা হরিদ্রাবর্ণের টুপী পরিধান করে।

৯। বেগুণী ও বায়লেট রঙের পরিচ্ছদ রাজকীয় চিহ্ন। ফ্রান্সের রাজা এবং পুরোহিতদিগের মৃত্যুতেও ইহা ব্যবহৃত হয়।

১০। তুরস্কে বায়লেট রঙের পরিচ্ছদ শোকপ্রকাশক।

বিধবা-বিবাহ বিষয়ে গোটা দুই কথা।

রাণী মৃণালিনী আবার বিবাহ করিলেন। তাঁহার এই কার্য্যটি প্রশংসার যোগ্য না হইলেও সৎসাহসের যে পরিচয় দিয়াছে, তাহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

অন্ধ সমাজ লৌহাবরণে অঙ্গ বাঁধিয়া শিশু বালিকাদিগের রক্তশোষণপূর্ব্বক মনের সুখে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে। রাণী মৃণালিনী সমাজের সেই কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া বাহির হইয়াছেন, এ কি সামান্য সাহসের কথা!

হিন্দু-ঘরের বালবিধবাদিগের দারুণ দুর্দ্দশা অবলোকন করিলে পশুপক্ষীর প্রাণ ফাটিয়া যায়, কিন্তু হিন্দুসমাজ বিচলিত হয় না।

সমাজ যতই শাসন করুক না কেন, মানবপ্রবৃত্তি মানবকে সম্যক্‌রূপে ত্যাগ করে না, করিতেও পারে না। বালিকাগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া প্রবৃত্তির সঙ্গে মহাযুদ্ধ করিতে থাকে, যুদ্ধ করিতে করিতে কাহারও হৃদয় বিদীর্ণ হয়, কাহারও দেহ ভগ্ন হয়, কেহ ভগ্নদেহে মৃত্যুমুখে আত্ম-বিসর্জ্জন করে, কেহ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া স্বর্গগমনের জন্য প্রস্তুত হয়, কেহ কলঙ্কিনী হইয়া কুলে কালী দেয়। হিন্দু-সমাজে এই সব ঘৃণাকর ও লজ্জাকর কার্য্যের অভাব দেখিতে পাওয়া যায় না।

ভারতে সতীত্বধর্ম্মের যেমন আদর ছিল, বেদব্যাস-বর্ণিত স্বর্গেও তদ্রূপ দেখা যায়

না। হায়! হিন্দুধর্ম্মের কঠোর আচরণে, সমাজের কঠিন পীড়নে দিন দিন ভারতে সেই মহা মূল্যবান্ বস্তুর ঘোর অপমান হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এখানে আমি একটী ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামের বালিকা, কিশোরী ও যুবতী বিধবার তালিকা দিলাম। পাঠক-পাঠিকাগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে যদি বালিকা বিধবা এত হয়, তবে সমস্ত ভারতে কত পাওয়া যাইবে!

বালিকা, কিশোরী ও যুবতী বিধবার তালিকা।

৮ বৎসর	১ বৈশ্য।
পঞ্চম বৎসর	১ ব্রাহ্মণ।
দ্বাদশ বৎসর	১ রাজবংশী।
৯ বৎসর	১ বৈশ্য।
১১ বৎসর	১ বৈশ্য।
১০ বৎসর	১ বৈশ্য।
৮ বৎসর	১ কায়স্থ।
১৩ বৎসর	১ ঐ।
৮ বৎসর	১ ঐ।
১০ বৎসর	১ মাঝি।
১৬ বৎসর	১ বৈশ্য।
১৮ বৎসর	১ বৈশ্য।
১৩ বৎসর	১ বৈশ্য।
১৯ বৎসর	১ ব্রাহ্মণ।

২০।২৫ এবং ৩০;৩৫শের ত সীমা পরিসীমা নাই। অবোধ বালিকাগুলি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া প্রবৃত্তির সঙ্গে মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে। অল্পসংখ্যকই সংযত হইয়া ব্রহ্মচর্য্যপালনে নিরতা রহিয়াছে, আর সমস্তই মহাযুদ্ধে পরাজয় প্রাপ্ত হইয়া ঘোর কলঙ্কপঙ্কে ডুবিয়া যাইতেছে। অহো কি বিষম পরিতাপের বিষয়! যে ভারতের নারীকীর্ত্তি লিপিবদ্ধ করিয়া উচ্চ বিখ্যাত, যে ভারতে সীতা, সাবিত্রী, গান্ধারীর ন্যায় সতী মহিলাদের অভ্যুত্থান হইয়াছিল, সেই ভারতের আজ এই শোচনীয় অবস্থা! সমাজের বিপরীত পদ্ধতিই এই অধঃপতনের মূল কারণ বলিয়া বোধ হয়।

যে সব বালিকা বিধবা হওয়ার পূর্ব্বে এক দিনের জন্যও পতিপ্রেমে মুগ্ধা হইয়াছিল, যাহাদের হৃদয়পটে স্বামি-মূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে, শাস্ত্র তাহাদের বিবাহের বিরুদ্ধেই দণ্ডায়মান, অন্ধসমাজ এ পবিত্র নিয়ম রক্ষা করিতে গিয়া বিপরীত পথে চলিতেছে। বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ, সমাজ এই আদর্শ ধরিয়া শিশু বালিকাদিগের কলঙ্কের পথ মুক্ত করিতেছে। সমাজ এমনি নির্দ্দয়াচরণে রত যে, পঞ্চম বৎসরের বিধবা বালিকার আত্মীয়গণও পুনরায় সেই শিশুর বিবাহ দিতে বিষম ভীত। দুর্ব্বলচিত্ত বিধবা রমণীগণ কলঙ্কসাগরে ডুবিবে ইহাও স্বীকার, তথাপি বিবাহ করিয়া সমাজের অসহ্য উৎপীড়ন সহ্য করিতে সাহস পায় না। হায় সমাজ! তোমার এমনি শিক্ষা! কিন্তু সমাজের এই কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া রাণী মৃণালিনী বাহির হইয়াছেন। সমাজ তাঁহাকে কু বলিয়া গালি দিক্, বিষ বলিয়া পরিত্যাগ করুক, তাহাতে তিনি

ভীতা, দুঃখিতা বা লজ্জিতা নন। সমাজ সকলকে শিক্ষা দেয়, এবার তেজস্বিনী মৃণালিনী সমাজকে শিক্ষা দিয়াছেন। ইহাতে সমাজ-সংস্কারক সকলেই এক-বাক্যে তাঁহার প্রশংসা করিতেছেন। আমরা তাঁহার কার্য্যের প্রশংসা না করিয়া সাহসের প্রশংসা করি।

রাণী মৃণালিনী এক্ষণে বয়ঃস্থা হইয়াছেন। তিনি যে এক দিন স্বামিপ্রেমে বিভোর হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহারই রচিত পুস্তকে বেশ প্রকাশ পাইয়াছে। বিবাহ করিবার ইচ্ছা থাকিলে পুস্তক প্রকাশের অগ্রেই বিবাহ করা উচিত ছিল। সে যাহা হউক আমরা কায়মনো-বাক্যে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি তাঁহাকে ক্ষমা করুন, তাঁহার স্বামীর আত্মাও তাঁহাকে ক্ষমা করুন। তাঁহারা তাঁহাকে ক্ষমা করিলে করিতে পারেন, কিন্তু হায়! তাঁহার সেই সর্ব্বজনপ্রশংসিত পবিত্র পুস্তক নির্ঝরিণী একেবারে শুকাইয়া গেল। এই ঘটনায় সমস্ত মেয়ে কবিদের মুখ নত হইল। রাণী মৃণালিনী ১৩০২ সনে নির্ঝরিণী প্রকাশ করিয়া আমাদের সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন, অদ্য ১৩১২ সনে তিনি আমাদের সকলের শিরশ্ছেদ করিলেন মনে হইতেছে।

অম্বুজাসুন্দরী দাস গুপ্তা,
"প্রভাতী" ও "প্রীতি ও পূজা" রচয়িত্রী।

স্নেহ-নিদর্শন।*

(১)

জয় মা! প্রকৃতি! চির-প্রেমময়ী!
জয় প্রজাপতি! প্রেমের ঈশ্বর!
তোমাদের প্রেম—ত্রিভুবন জয়ী—
প্রেমেতে সৃজিলে বিশ্ব চরাচর!
কোথা থাকে রবি? ফোটে কমলিনী,
কোথা কুমুদিনী? হাসে শশধর!
নীরদের কোলে নাচে সৌদামিনী;
বসন্তেতে ছোটে কোকিলের স্বর!
তটিনী—সাগরে, লতা—তরুবরে;
পবন—মিশিছে পবনে,
নাহি—দূর, কালো, সবে বাসে ভালো,
এ বিশ্ব প্রেমের ভুবনে!

(২)

"বিবাহ" রহস্য, তোমারি সৃজন;
প্রেমময় বিধি! অর্দ্ধনারীনর!
তোমারি এ ছায়া—অনন্ত বাঁধন—
নারী—শক্তিরূপা, "নর" মহেশ্বর;
তোমারি প্রেমের ফুলময় পথে—
দু'টী প্রাণ, প্রভু! আজি অগ্রসর!
তোমারি সে খেলা, তোমারি জগতে,
খেলিবে হে আজ নব "বধূ" "বর"!

---

* শ্রীমতী প্রতিভাসুন্দরী দেবীর শুভোদ্বাহ উপলক্ষে।

তব—ধরা ধামে—"জায়া" "পতি" নামে
বহিবে নবীন প্রবাহ!
বড় আদরের, "প্রতিভা" মোদের,
আজি তা'র শুভ বিবাহ!

(৩)

ধরহে, অনন্ত-নীল-নভস্থল!
শিরে "চন্দ্রাতপ" তারকা ঝালর!
মাখি মন্দারের নব পরিমল,
ধীরে ধীরে, বায়ু ঢুলাও চামর!
"এয়ো" হ'য়ে তুমি এসগো রজনি!
মঙ্গল প্রদীপ—জ্বালো শশধর!
সধবার বেশে সাজ মা ধরণী!
বর মা বরণ—নব বধূ বর!
নব রসময়ী, ওগো ফুলরাণি!
সাধের বাসর সাজা'না।
ঝঙ্কারি ভ্রমরি! দেলো হুলুধ্বনি,
পাপিয়ালো! শাঁখ বাজা'না!

(৪)

প্রকৃতির কক্ষে—কে আছ কোথায়—
সুরাসুর! যক্ষ! রক্ষ! নাগ! নর!
শুভকার্য্যে আজি হওগো সহায়,
এই ভিক্ষা মাগি সবার গোচর!
কর আশীর্ব্বাদ—লোকপালগণ!
বিঘ্ন বিড়ম্বনা—হর' বিঘ্নহর!
সুখে দুঃখে যেন এ দু'টী জীবন—
কর্ত্তব্যপালনে হয় অগ্রসর!
ধর্ম্মের পিপাসা, যশ পুণ্য আশা,
দিও দুজনের লাগিয়া!
সত্য—সদাচার—পর-উপকার—
থাকে যেন মনে জাগিয়া!

(৫)

এসো মা! "প্রতিভা" পরি ফুল-সাজ;
প্রবেশ' সংসারে, ধরি' পতি-কর;
গৃহরাজ্যে তুমি—রাজরাণী আজ,
পতি হোক তব রাজরাজেশ্বর!
"শত রমণীর প্রাণ" বুকে ল'য়ে—
শতপাকে বাঁধি স্বামীর অন্তর,
থেকো পতিকুলে—"ধ্রুবতারা" হ'য়ে,
বিপদে সম্পদে অজর অমর!
পতি—ধ্যান, জ্ঞান, পতি—প্রাণ, মন,
শিবের শিবানী যেমতি;
সিঁথির সিঁদুরে, উজলি' ভবন,
"আয়তি" রেখ মা! তেমতি।

(৬)

"স্নেহ" ভক্তি প্রীতি লহ হাতে তুলে,
দয়া মায়া প্রেম সোহাগ আদর,
পরাণ সঁপিয়া—পতি পদ-মূলে,
হাসি হাসি মুখে সুখে করো ঘর!
পতি—গতি মুক্তি, পতিই দেবতা,
জেনো রমণীর—অবনী ভিতর,
সাবিত্রী সমান হ'য়ো পতিব্রতা,
এই শিক্ষা মনে রাখি নিরন্তর!
ধনে পুত্রে—মাগো হয়ো বিভূষিত,
সুষমার কোলে সুষমা!
সে শোভা বর্ণিতে হবে পরাজিত,
কত "কালিদাসী উপমা।"

আশীর্ব্বাদক
তোমার কাকাবাবু।

নূতন সংবাদ।

১। ময়মনসিংহ আলেকজান্দ্রা বালিকা-বিদ্যালয়ে এক ছাত্রীনিবাস খোলা হইয়াছে। প্রত্যেক ছাত্রীর জন্য মাসিক ৬৲ ছয় টাকা বোর্ডিং ফি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

২। মুক্তাগাছার জমীদার বাবু জগৎ-কিশোর চৌধুরীর পুত্র বাবু জিতেন্দ্রকুমার পরলোকগতা পত্নী শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ীর স্মরণার্থ ময়মনসিংহ ছাত্রীনিবাসে একটী ৬ টাকার বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

৩। পার্লেমেণ্টের সভ্য ভারতবন্ধু ওয়েবের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি বরাবর ভারতের হিতার্থ চেষ্টা করিয়াছেন।

৪। কলিকাতায় ইউরোপীয়দিগের জন্য ৩১,০০০ টাকা ব্যয়ে একটী শবঘাট প্রস্তুত হইতেছে। অনেক ইউরোপীয় 'গোর' অপেক্ষা শবদাহের পক্ষপাতী হইতেছেন।

৫। গত ১৫ই জুন স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনের মধ্যম পুত্র বাবু নির্ম্মলচন্দ্র সেনের সহিত পাইকপাড়ার রাণী মৃণালিনীর বিবাহ ব্রাহ্মপদ্ধতিতে ও ১৮৭২ সালের ৩ আইন মতে সম্পন্ন হইয়াছে। মৃণালিনী ১৪ বর্ষমাত্র বয়সে বিধবা হন, এখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া মনোনীত পাত্রকে জীবনের সঙ্গিরূপে বরণ করিয়াছেন। এই বিবাহে দম্পতী চিরসুখী হউন্।

৬। ষ্টেটসেক্রেটারী এ হাউওয়ার্ডকে ভারতীয় কৃষিবিভাগের এক উচ্চপদে নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি পুনায় থাকিয়া কার্য্য করিবেন।

৭। তিব্বৎ যুদ্ধে সুপ্রসিদ্ধ ইয়ংহজব্যাণ্ড সাহেব কেম্ব্রিজ কলেজের বক্তা নিযুক্ত হইয়াছেন ও "ভারতের সহিত আমাদের সম্বন্ধ" বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন।

৮। ঢাকার বদান্যবর লালমোহন শঙ্খনিধির শ্রাদ্ধে দানসাগর হয় এবং সকল বিষয়েই মহাসমারোহ হইয়াছিল।

৯। বাবু যতীন্দ্রনাথ সেন এম এ ১৯০২ সালে বার্ষিক ১৪০০ টাকা হিসাবে রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তি পান। তিনি আরও ৩ বৎসর এই বৃত্তি ভোগ করিবেন।

১০। মেট্রোপলিটান কলেজের সু-বিখ্যাত সংস্কৃতাধ্যাপক পণ্ডিত নবীনচন্দ্র বিদ্যারত্নের মৃত্যুসংবাদে আমরা দুঃখিত হইলাম। তাঁহার বয়স ৮০ হইয়াছিল।

১১। রঙ্গপুরে একটী আদর্শ কৃষি-ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার জন্য ডিমলার রাজা জানকীবল্লভ সেন গবর্ণমেণ্টের হস্তে ৮ হাজার টাকা দিয়াছেন।

১২। জাপানপ্রবাসী ভারতছাত্রগণ টোকিওতে শিবজী মহোৎসব করিয়াছেন।

১৩। আমেরিকার শ্রেষ্ঠতম ধনী রক-ফেলারইর সম্পত্তির মূল্য ১৫০ (দেড় শত) কোটি টাকা, সুবিখ্যাত এ কার্ণাজীর ৭॥ কোটি মাত্র।

১৪। ভূমিকম্পে দান—রথচাইল্ড ৩০,০০০, কর্পুরথালার মহারাজ ১৫,০০০, সার জেম্‌স ওয়াকার ১০০০, সার এডমণ্ড এলিস ২৫,০০০, কাশী মহারাজ ৫০০০, জেকব সেমুন ২০০০, লাভার টীকা সাহেব ৫০০০, মালের কোটলার দরবার ৩০০০ টাকা।

১৫। ময়ূরভঞ্জের মহারাজা কটক কলেজের ছাত্রাবাস জন্য ৭৫৫০ এবং পারসী মহিলা পেটিট বোম্বাইয়ের এক হাঁসপাতালের জন্য ২৫০০০ টাকা দিয়াছেন।

১৬। বজবজের বাবু মহিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাটীতে প্রায় ৩০ জন ডাকাত পড়িয়া সর্ব্বস্ব লুট করে। শেষে বাটীর এক রমণী হেঁসো অস্ত্রাঘাতে এক দস্যুকে মৃতপ্রায় করে। ইনি বীরাঙ্গনা।

১৭। জাপানের যুবরাজ আসিমুগোরা সস্ত্রীক লণ্ডনে মহা সমাদরে অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা গৃহাভিমুখী।

১৮। ভাগলপুরে তেজনারায়ণ স্থাপিত কলেজের সাহায্যার্থ তাঁহার পুত্র বার্ষিক ১৪০০ এবং বনেলীর রাজকুমার ১২০০ টাকা আয়ের সম্পত্তি দান করিয়াছেন।

১৯। কলিকাতার বিখ্যাত সওদাগর ম্যাকিনন মেকেঞ্জি কোম্পানির কর্ত্তা ম্যাকিনন সাহেবের স্কটলণ্ডে মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার সম্পত্তির মূল্য ৪০,৮৩,৮৭৭ টাকা। অবশ্য ভারতই ইহার মূলাধার।

২০। আমরা শুনিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম, ময়মনসিংহের সন্তোষের দানশীলা ভূম্যধিকারিণী শ্রীযুক্তা দিনমণি চৌধুরাণী ক্ষয়কাশ-রোগীদিগের বাসস্থান জন্য দার্জিলিং সহরে একটী আশ্রম নির্ম্মাণকল্পে পনর হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

২১। রাজকুমার ডিউক অব কনটের জ্যেষ্ঠা কন্যা মারগারেটের সহিত সুইডেনরাজের পৌত্র গষ্টাভসের বিবাহ মিসর দেশে সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে।

২২। পূর্ব্ব বৎসরের ১৭ লক্ষ টাকার স্থলে গত বৎসর প্রায় ২২ লক্ষ টাকার সিগারেট ভারতবর্ষে কাটিয়াছে। আর ৫৮ কোটি সিগারেট এ দেশে আসিয়াছে। এ নেশা চলিত না হইলে কত লক্ষ টাকা বাঁচিত! কে বলে ভারতে অর্থাভাব!

২৩। কোরিয়া প্রণালী-জলযুদ্ধে ৬৫১২ জন রুষ জাপানীদিগের হস্তে বন্দী হইয়াছে।

২৪। নবাধিকৃত মাঞ্চুরিয়া দেশে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্ম প্রচারের সুবিধা করিয়া দেওয়াতে জাপান-সম্রাটকে ধর্ম্মগুরু পোপ ধন্যবাদসূচক পত্র লিখিয়াছেন।

২৫। হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেট কলেক্টর মিঃ ব্রজেন্দ্রনাথ দে অস্থায়িভাবে বর্দ্ধমানের কমিশনার-পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

২৬। আগামী বড় দিনের সময় কাশীতে কংগ্রেসের সহিত শিল্প ও কৃষি প্রদর্শনী হইবার উদ্যোগ হইতেছে।

২৭। রুষিয়ার অন্তঃশত্রু কি ভয়ানক! সাম্রাটের শিশু পুত্রের ধাত্রী শিশুকে তপ্ত জলে ডুবাইয়া মারিবার চেষ্টা করিয়াছিল।

সম্রাজ্ঞী পূর্ব্বাহ্নে টের পাইয়া পুত্রের প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন।

২৮। পরলোকগত রায় রাধিকা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুরের নামে একটি স্বর্ণ মেডেল বিতরণ জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে ১৪০২ টাকার গবর্ণমেণ্ট কাগজ প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার আয় হইতে প্রেসিডেন্সী বিভাগের যে ছাত্র প্রবেশিকায় প্রথম হইবে, তাহাকে সুবর্ণপদক দেওয়া হইবে এবং যে ছাত্র এফ এ, পরীক্ষায় স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে প্রথম হইবে, তাহাকে নয় টাকার পুস্তক পারিতোষিক দেওয়া হইবে।

৩০। লক্ষ্ণৌয়ের ক্যানিং কলেজের গৃহ-নির্ম্মাণার্থ বলরামপুরের মহারাজা ৩ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

৩১। গ্রীসদেশের প্রধান রাজমন্ত্রী ডিলেসিস হত হইয়াছেন। ইহাঁর অভাবে গ্রীস দেশ বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত।

৩২। গত ৩রা জুলাই বিক্‌টোরিয়া কলেজের পারিতোষিক বিতরণে ময়ূরভঞ্জের মহারাজা সভাপতির কার্য্য করেন। অনেক গণ্যমান্য লোক উপস্থিত ছিলেন।

৩৩। বড়ই পরিতাপের বিষয় গবর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশকে দ্বিখণ্ড করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন!!

বামারচনা।

জীবনের ভুল।

থাকি এই সুবিশাল ধরা প্রান্তভাগে,
শুধু খেলা ধুলা আর ভাল কি গো লাগে?
মিছা সুখ মিছা দুঃখ মিছা হাসি গান,
মিছা কথা সাধ আশা মান অভিমান।
এ কি গো মিথ্যার রাজ্য—সবি মিথ্যা হেথা,
মিছা সে আঁখির জল পরাণের ব্যথা?
মিথ্যা বেচা কেনা এই ভবের বাজারে,
হেথাকার সবি কি গো ক্ষণেকের তরে?
তাই যদি হয় পিতা! তবে ত কেবলি
মিথ্যার ভাণ্ডার লয়ে যায় দিন চলি!
আর তো লাগে না ভাল পরাণ আকুল,
জীবনের প্রতি পলে শুধুই যে ভুল!
বৃথা দিন বয়ে যায় কোথা ভগবান!
দেখিবে কি প্রাণে হায়! বহে কি তুফান?
জীবন-কর্ত্তব্য-পথ রুদ্ধ চারিধার,
যে দিকে চাহিয়া দেখি আঁধার আঁধার।
শূন্যের ভবনে শুধু শূন্য সিংহাসন,
কে যেন আঁধারে করে ভ্রূকুটি ভীষণ।
এ আঁধার বড় তীব্র সহা নাহি যায়,
কি এক নৈরাশ্য-ছায়া ঘিরিছে সদায়।
এ ভ্রূকুটি বড় তীব্র বড়ই ভীষণ,
অন্তরের অন্তঃস্থল করিছে দংশন।
এ অশান্ত হৃদি লয়ে কোথা যাব হায়!
পাব কি আশ্রয় পিতা ও চরণ-ছায়?

আবেগ-রচয়িত্রী।

নিদাঘ-তপন।

কেন ওহে দিবাকর,
ঢালিতেছ খর কর,
অনল প্রদীপ্ত তেজোরাশি।
মধ্যাহ্নে যৌবন মূর্ত্তি
ঝলসিছে এ ধরিত্রী,
বিবশ মলিন মুখশশী।
আছে তবু বক্ষ পাতি,
না হইয়ে আত্মঘাতী,
আতপের তীব্র জ্বালা সহি;
সরসী কর্দ্দমাবিল,
উড়ে দলে দলে চিল,
জলচর মরে রৌদ্রে দহি।
নলিনীও নাহি হাসে,
তোমার উত্তপ্ত শ্বাসে,
মুখ তার হয়েছে মলিন।
তমাল পিয়াল তরু
নত শিরে ভার গুরু,
ক্লিষ্টকায় অতি দীনহীন।
কোটরে মুদিয়া আঁখি,
বিহগ বিহগী সখী,
তব ও প্রচণ্ড রূপ হেরে;
নীরবে সভয়ে থাকে,
ডাকে না কাতর ডাকে,
পাছে তব রোষাগ্নিতে মরে।
শিথিল-শরীর পান্থ,
ঘর্ম্ম ঝরে অবিশ্রান্ত,
আতপত্রে বাঁচাইছে শির;
পদতলে বহ্নি জ্বলে,
ধরণীর সর্ব্বস্থলে,
জীব জন্তু অধীর অস্থির।
তব রুদ্র দীপ্ত তেজে,
অবশ শিথিল সাজে,
মৃতকল্প তরু গুল্ম লতা;
কোমল কুসুমগুলি,
মুরছি লুটায় ধূলি,
প্রাণে তব নাহি কি মমতা?
জগৎ-সবিতা বলে, আর্য্য মুনি ঋষি দলে,
অর্ঘ্য দেন তোমার উদ্দেশে;
মহাকাল মূর্ত্তি ধরি, দশদিক্ দাহ করি,
প্রলয় কি ঘটাইবে শেষে?
শীতল জগৎ-প্রাণ, হলে তুমি অন্তর্দ্ধান,
মহাশূর নিদাঘ-তপন!
তোমারে বিদায় করি, সন্ধ্যারতি গান ধরি,
অস্তাচল কর আরোহণ।

বাসনা।

বেশী নয় শুধু একটী বার
তোমারি সুনাম জাগায়ো মনে;
একটুকু দান নিতুই যেন
দিতে গো বাসনা হয় দীন জনে।

ব্যথিতের তরে একবারো শুধু
যেন গো জলেতে নয়ন ভাসে ;
রোগীর সেবায় যে'টুক পারি,
এ দেহ যেন গো কাজেতে আসে ॥
দিবসের শেষে পতির চরণ
একবার শুধু বন্দনা করি,
শয়নকালে আত্মচিন্তা টুক্
যেন গো কদাপি নাহি পাসরি ॥
জ্ঞানহীনা অতি বালিকা আমি
বেশি বেশি কিছু চাহি না তাই,
এক একটী করে শিখিতে বাসনা,
তা না হ'লে সব ভুলিয়ে যাই ॥

শ্রীমতী প্রেমলতা দত্ত—দ্বারভাঙ্গা।

পুনরাগমন।

দূরদৃষ্টা! কেন পুনঃ প্রবেশ সংসারে ?
ভাবিছ কি শত সুখ বিরাজে হেথায় ?
বহ্নি-মুখ পতঙ্গ না চেনে হুতাশন,
শুধু তার তীব্র রূপ নেত্রপথে ভায়!
পুণ্য পূত ব্রহ্মচর্য্যা আশ্রম তেয়াগি
সংসারের সুখ মোহ এত কি মধুর ?
অহো! কেবা সুবিমল পয়োধারা ত্যাগি
দূষিত পঙ্কিল বারি-পানে তৃষাতুর ?
কি ভ্রমে—কি ভ্রান্তি-বশে ভুলি আপনায়
জগতে অতুলনীয় শ্রদ্ধা-সিংহাসন,
পদাঘাতে ভাঙ্গি যাহা করিয়াছ চুর,
কি আছে আত্মার তৃপ্তি তাহার মতন ?
জনক জননী ভ্রাতা ভগিনীর স্নেহ,
বন্ধুদের ভালবাসা, দেব-আশীর্ব্বাদ,
পর-উপকার-ব্রত পোষিত হৃদয়ে
চির জনমের, ভুলি পিছলিলা পাদ!
কি বলিব নয়নের তম আবরণ
খসিয়া পড়িবে আহা! যে দিন তোমায়,
দহিবে কি দুঃখে প্রাণ সহিবে কেমনে
আজন্মের প্রীতি স্নেহ বিরহ সবার ?
যেখানে হইতে পাবে প্রেমে অবহেলা,
পুত্র-শোকানল যথা দহিছে জীবন,
কর্ত্তব্য পালিয়া শান্তি-সুখ প্রাপ্য নয়—
কেন সে অনল মাঝে পুনরাগমন ?
শরতের দেবী-পীঠ দিয়াছিল সবে,
দুষ্কর তপস্যা চির ব্রহ্ম-চারিণীর,
তাই তব হীনাদর্শে মানবের প্রতি
জন্মে অবিশ্বাস, প্রাণ এতই অধীর।
যাঁর কুলবধূ বলি চেয়েছিলে বর,
ম্লান নত মুখ তাঁর নয়নসলিলে,
স্বর্গগত পতি তব প্রত্যাশায় ওই
দাঁড়ায়ে, মৃণাল কেন ঝাঁপিলে অতলে ?
প্রতিধ্বনি নির্ঝরের কল্লোলিনী বীণা
নীরব নিষ্ফল এবে সকল সাধনা,
শ্রোতার সুখের শেষ নিঃশেষিত মধু,
কলকণ্ঠ ত্যজি হায়! কোথা পিকবধূ।

দুঃখ-পীড়িতা শ্রীকুসুমকুমারী রায়।

নৈশ শোভা।

এ চাঁদনি রাতে এ মলয় বাতে
প্রফুল্ল কুসুম হাসে;
গগনে সুন্দর পূর্ণ শশধর
কিরণ-সাগরে ভাসে।
হাসি সমীরণ করহে ব্যজন
কুসুম সৌরভ ল'য়ে;
দিগন্ত ছড়ায়ে হাসিয়ে হাসিয়ে
হাসিতে বিভোর হ'য়ে।
নীরব রজনী স্তবধ অবনী
চাঁদের কিরণধারা
নেহারি নয়নে আকুল পরাণে
হইবে আপনা-হারা।
কতই কামনা নবীন বাসনা
পরাণে জাগিয়ে উঠে।
হৃদি অভ্যন্তরে মরমের স্তরে
প্রেমের লহরী ছুটে।
হৃদয় তাহার যাতনার ভার
ক্ষণেকে ভুলিয়া যায়.
তাই বার বার পরাণ আমার
শশাঙ্কে দেখিতে চায়।
বল সুধাকর! তোমার অন্তর
কেন এত সুধাময়;
কি গুণে তোমার জগতে সবার
হৃদয় করেছ জয়।
চাঁদ! তব হাসি বড় ভালবাসি
পরাণ তোমারে চায়।
বাহিরে আসিয়ে বিরলে বসিয়ে
দেখিতে মানস ধায়।
চিরদিন শশী এইরূপে হাসি
ঢাল মম মনে সুধা,
করিয়ে শীতল হৃদয় অনল
মিটাও প্রাণের ক্ষুধা।

শ্রীউষাপ্রমোদিনী দাসী।

বকুলফুলের প্রতি।

বকুল! তোমার কাল ছিল যে বাহার,
বল কেন আজ হলো অভাব তাহার?
আকুল হইয়ে লোকে সৌরভে বাহার,
সযতনে রেখেছিল হৃদয়মাঝার,
হায়! কেন তাহাদের আজি ভাবান্তর,
খেদে মরি দেখি তব হেন অনাদর।
ত্যজিয়ে সুগন্ধ এবে গিয়েছ শুকিয়ে,
পথিমধ্যে পড়ে আছ পরিত্যক্ত হয়ে,
কর না কাহারো আজ চিত্ত আকর্ষণ,
বড় ব্যথা হয় মনে দেখে এ লাঞ্ছন।
শিরোপরি যাহাদের পেতে তুমি স্থান,
মাড়িয়ে তোমায় তারা করিছে প্রস্থান।
স্বার্থপর মানবকে কি বলিব হায়!
আজ তুমি শুক বলে পায় দলে যায়।
তোমার অবস্থা দেখে পাই বড় ভয়,
সবার অদৃষ্টে আছে এ দশা নিশ্চয়।

শ্রীনিরুপমা দত্ত রায়।

No. 504.

August, 1905.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৪৩ বর্ষ। ৫০৪ সংখ্যা। | শ্রাবণ, ১৩১২ ; আগষ্ট ১৯০৫। | ৮ম কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

শুভ সংবাদ—(১) ইংলণ্ডের যুবরাজ-পত্নী একটী পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছেন। (২) বর্দ্ধমান-রাজাধিরাজ-পত্নীও আলিপুরের বিজয়মঞ্জিলে নবকুমারের মুখ দর্শন করিয়াছেন। জগদীশ্বর ইহাদিগকে কুশলে রাখুন।

যুবরাজের ভারত ভ্রমণ—আগামী অক্টোবরের প্রথম ভাগেই ইংলণ্ডের যুবরাজ "রিনাউন" জাহাজে সস্ত্রীক ও সদলবল পোর্টসমাউথ বন্দর হইতে যাত্রা করিবেন। তাঁহার ভারতভ্রমণের মোটামুটি তালিকা এই; আবশ্যকমতে ইহার পরিবর্ত্তন হইতে পারে :—

আগামী ৯ই নবেম্বর বোম্বাই পৌঁছিবেন। ১৫ই নবেম্বর পর্য্যন্ত তথায় থাকিবেন। তৎপরে আজমীর যাইবেন। তথায় ১৬ই ও ১৭ই থাকিবেন। উদয়পুর ১৮-২০, জয়পুর ২১-২৪, পেশোয়ার ২রা-৪ঠা ডিসেম্বর, জম্মু ৫ই, দিল্লী ৭ই এবং ১০ই, দিল্লীতে প্রধান সেনাপতি মহাশয়ের শিবিরে ১১-১৬, আগরা ১৬-১৯, ভরতপুর ২০-২১, গোয়ালিয়র ২১-২৫, লক্ষ্ণৌ ২৬-২৮, কলিকাতা ২৯ ডিসেম্বর—৬ই জানুয়ারী, দার্জ্জিলিং ৭-৮, কলিকাতা ৯, জাহাজে ১০-১২, রেঙ্গুণে ১৩-১৫, মান্দালে ১৬-১৮, নদীতে ১৯-২০, রেঙ্গুণে ২১, জাহাজে ২২-২৩, মান্দ্রাজে ২৪-২৮, বাঙ্গালোর এবং মহীশূরে ২৯এ জানুয়ারী—৭ই ফেব্রুয়ারী, হায়দ্রাবাদে ৮-১৫, ইন্দোর ১৬, বেনারস ১৮-১৯, নেপাল ২০ ফেব্রুয়ারী—২রা মার্চ্চ। নেপাল হইতে সম্ভবতঃ শিমলা এবং অন্যান্য স্থানে যাইবেন। কোয়েটায় ১২-১৬ই মার্চ্চ থাকিবেন। করাচিতে ১৭-১৯ মার্চ্চ। ১৯শে তারিখে করাচি হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইবেন।

পুরস্কার—(১) প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক বাবু হরিনাথ দেব সংস্কৃতে পারদর্শিতাহেতু ২০০০ টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন।

(২) উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রিন্সেস

সাহেব ভাষাতত্ত্বানুসন্ধানে নৈপুণ্যহেতু ফ্রান্সের একাডেমী হইতে ১২০০০ ফ্রাঙ্ক মুদ্রা পারিতোষিক পাইয়াছেন।

কংগ্রেসে দান—আগামী কংগ্রেস উপলক্ষে কাশীতে যে শিল্পপ্রদর্শনী হইবে, তাহাতে কাশ্মীর-মহারাজ ১ এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন এবং প্রদর্শনী কমিটীর অভিভাবক হইতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

বাঙ্গালীর কৃতিত্ব—এটর্ণি গণেশচন্দ্র চন্দ্রের দৌহিত্র ও ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু অন্নদাপ্রসাদ বসুর পুত্র মিঃ এম এন বসু কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান লাভ করিয়াছেন।

কর্জন-কিচেনার বিবাদ ভঞ্জন—ষ্টেট সেক্রেটারী ব্রডারিক উভয়ের মান রক্ষা করিয়া সামরিক-শাসন-বিষয়ে রাজপ্রতিনিধি ও প্রধান সেনাপতির বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিয়াছেন।

রুষ-জাপ সন্ধি—আমেরিকার প্রেসিডেন্ট মহাত্মা রুষভেল্টের অনুরোধে উভয় পক্ষ সর্ব্বক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিনিধি নিয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু এখন চিন গবর্ণমেন্ট বলিতেছেন যে, তাঁহাদের সম্পর্কিত বিষয়ে তাঁহাদের পরামর্শ না লইলে তাঁহারা সন্ধি গ্রাহ্য করিবেন না।

জাপানের নূতন জয়—জাপান সাগালিন দ্বীপের দক্ষিণাংশ জয় করিয়া লইয়াছেন। রুষেরা ঘরবাড়ী পোড়াইয়া দিয়া পলায়ন করিয়াছে।

মৃত্যু—উত্তরপশ্চিমের ভূতপূর্ব্ব ছোট লাট উইলিয়ম মুইরের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি একজন ভাষাবিদ্ পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহার নামে এলাহাবাদের মুইর কলেজ প্রতিষ্ঠিত আছে।

চিনের বাসনের কারখানা—মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর স্থাপিত কারখানায় জাপান-শিক্ষিত বাবু সত্যসুন্দর দেব অধ্যক্ষতা করিবেন। সত্যসুন্দর ৩৪ মাস মধ্যে ফিরিবেন।

সহানুভূতি—ব্যারণ রথচাইল্ড স্নায়বিক পীড়ায় বরাবর কষ্ট পান, এজন্য মৃত্যুকালে এইরূপ পীড়াক্রান্ত লোকদিগের জন্য হাঁসপাতাল নির্ম্মাণার্থ প্রায় ১৩ কোটি টাকা রাখিয়া গিয়াছেন।

আমীর-মহিষীগণ—বিবি আঙ্গাস হামিল্টন কাবুলে ছিলেন, তিনি বিলাতের এক সংবাদপত্রে লিখিয়াছেন আমীরের পাটরাণী একজন ক্রীতদাসী ছিলেন, কিন্তু তিনি বহুগুণবতী ও তেজস্বিনী। প্রথমা পত্নী ১ লক্ষ, দ্বিতীয়া ৮০ হাজার, তৃতীয়া ৪০ ও ৪র্থ ২০ হাজার টাকা ভাতা পান। আমীর মোল্লাদিগের অনুরোধে ২টী বিবাহিতা পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। কোরাণ মতে ৪ পত্নীতে দোষ নাই।

দীনে দয়া—কুচবিহারের মহারাণী অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও গোবরার এলবার্ট বিক্টার কুষ্ঠাশ্রমের ৯০ জন রোগীকে নানাবিধ ফল ও মিষ্টান্ন দ্বারা পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইয়াছেন।

নূতন কীর্ত্তি—প্রসিদ্ধ ধনী আগা খাঁ

ভিক্টোরিয়া হলে যুবরাজ ও যুবরাজপত্নীর মার্ব্বল-প্রস্তর-খোদিত যুগল মূর্ত্তি স্থাপন করিবেন।

সমাজ-সংস্কার—বরদায় "Social Reform Committee" (সমাজ-সংস্কার সমিতি) নামে এক সভা স্থাপিত হইয়াছে ভি, জি ভাণ্ডারকার তাহার সভাপতি। বরদা মহারাজের ইচ্ছা হিন্দু সামাজিক জীবনের সর্ব্বপ্রকার গুরুতর প্রশ্ন ইহাতে আলোচিত হয়।

রাজ-ভ্রমণ—বরদার গুইকবার মহিষী-সহ বিলাত ভ্রমণ করিতেছেন। ক্রিষ্টাল-প্যালেস দর্শনে গিয়া তথায় ভোজ পাইয়াছেন।

শোক-সংবাদ—কাশ্মীর-মহারাজের উত্তরাধিকারী একমাত্র পুত্র গতায়ু হইয়াছে!

কমিশনার সমিতি—গত বর্ষের ন্যায় এ বৎসরও দার্জ্জিলিংএ আগামী ১৫ই সেপ্টেম্বর বঙ্গের সমুদায় বিভাগীয় কমিশনারদিগের সম্মিলন হইবে। অলিম্পসে গ্রীক দেব-সভা মানব-ভাগ্যের মীমাংসা করিত, এ দেব-সভার হস্তে বঙ্গভাগ্য কিরূপে নিয়মিত হয়, কে বলিবে?

বঙ্গচ্ছেদ বিধিপ্রচার—১৯০৩ সালের ডিসেম্বর হইতে লর্ড কর্জন যে অস্ত্র শাণাইতেছিলেন, দেড় বৎসরে তাহা ক্রমশঃ ধারাল করিয়া এক আঘাতে বঙ্গদেশকে দ্বিখণ্ডিত করিয়াছেন। ছিন্ন বঙ্গ নামে "বেঙ্গল" রহিল। ইহা হইতে চট্টগ্রাম, ঢাকা বিভাগ, পাবনা, বগুড়া, রঙ্গপুর, রাজসাহী, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, মালদহ এবং কুচবিহার রাজ্য সরাইয়া লইয়া "পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম" নামে এক নূতন প্রদেশ গঠিত হইল। ইহা এক পৃথক্ ছোট লাট দ্বারা শাসিত হইবে। বঙ্গদেশে প্রায় ৬ কোটি লোকের বাস ছিল, নূতন প্রদেশের লোকসংখ্যা প্রায় ৩া০ কোটি হইবে অনুমিত হইয়াছে। বিচ্ছিন্ন বাঙ্গালী ভাই ভগিনীগণ! এই দুর্দ্দিনে মাতৃভাষার দৃঢ়তর মিলনে এক হইয়া এই রুধিরাক্ত-শরীরে অশ্রুসিক্ত-নয়নে রাজভক্তির পরীক্ষা দানে কৃতকার্য্য হও।

প্রত্নতত্ত্ব।

প্রাচীন নগর।

"সহস্র বৎসর নগর ও সহস্র বৎসর বন" ইহা নিতান্ত অমূলক প্রবাদ নহে। আমাদিগের নিকটস্থ সুন্দরবনই ইহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তস্থল। ইহার বিগত গৌরব ও সমৃদ্ধির পরিচয় ভূরি ভূরি প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। বঙ্গরাজধানী গৌড়, রাজগৃহ, শোণপুর বা শোণিতপুর (বাণ রাজার রাজধানী) এবং কান্যকুব্জ, হস্তিনা প্রভৃতিও অন্যতর উদাহরণ। অনেক নগর কাল-